আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ষট্‌চত্বারিংশ গ্রন্থ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

অগ্রহায়ণ—১৩২৬

উপহার

প্রত্যাবর্ত্তন

১

বৎসর পঞ্চাশ পূর্ব্বে বাঙ্গালার তিনটি জিলায় অনেকগুলি গ্রামে বিধাত্রী দেবীর নাম সুপরিচিত ছিল, সে নীলের হাঙ্গামার সম্পর্কে। যে স্থানে মধ্যবাঙ্গালার তিনটি জিলা মিশিয়াছে, তাহারই কাছে গৌরীপুর গ্রাম। গ্রামের জমীদার চৌধুরী মহাশয়েরা বনিয়াদী ঘর। সে অঞ্চলে তাঁহাদের মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি অসাধারণ। নিকটেই যাত্রাপুরে আর এক ঘর ব্রাহ্মণ জমীদারের বাস। রায়পরিবার চৌধুরীপরিবার অপেক্ষা আধুনিক হইলেও প্রভাব প্রতাপে হীন নহে। দুই পরিবারের এলাকার মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ খাল। তাহার জলকর জমা বৎসরে চারি টাকা পৌনে ছয় আনা চৌধুরীদিগের সেরেস্তার কাগজপত্রে লিখিত থাকিলেও সে টাকা কখনও আদায় হয় না। আর সেই খাল-সীমানা লইয়া দুই পরিবারে বহু দিন ধরিয়া দাঙ্গাহাঙ্গামায় ও মামলা-মোকর্দ্দমায় যে টাকা বাজে খরচ হইয়াছে, তাহা খালের জলে ঢালিয়া দিলে, বোধ হয়, খালটা বুজিয়া যাইত। পুরুষানুক্রমে পরিচালিত এই সব মামলা-মোকর্দ্দমায় উভয় পক্ষের বহু কর্ম্মচারী ধনবান্ হইয়াছিল। তাহার পর নাটকোচিত অতর্কিতভাবে সহসা সব মামলা মিটিয়া গেল। বৃদ্ধ রামগোপাল

চৌধুরীর একমাত্র পুত্র শৈলজাপ্রসন্ন চৌধুরীদিগের সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইয়া যেরূপে জমীদারী শাসন করিতেন, তাহাতে লোক বলিত, তাঁহার প্রতাপে "বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।" কিন্তু প্রজার তিনি "মা বাপ" ছিলেন। শিকারে তিনি সিদ্ধহস্ত, কুস্তীতে তাঁহার পরম আনন্দ, দানে তিনি মুক্তহস্ত, সঙ্গীতানুরাগে তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তিনি যখন অনতিক্রান্ত-যৌবনাবস্থায় বিপত্নীক হইলেন, তখন তাঁহার পক্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহ করাই সকলে স্বাভাবিক মনে করিলেন। তিনি কিন্তু তাহা মনে করিলেন না। তিনি 'সুন্দরী জননীর সুন্দরীতরা দুহিতা' বিধাত্রীর পিতা মাতা উভয়ের কাজ করিতে লাগিলেন। তখন কন্যার বয়স চারি বৎসর মাত্র। দীর্ঘ সাত বৎসর তিনি শান্ত দান্ত হইয়া কন্যাকে পালন করিলেন; আর এই সময়ের মধ্যে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

তখন সমাজের শাসন বড় কঠোর ছিল, ব্যক্তিগত বা বংশগত বিবাদ-বিসংবাদেও সামাজিক সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হইত না। সেই জন্য ক্রিয়াকর্ম্মে চৌধুরী মহাশয়কে যাত্রাপুরে বিশ্বেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে, এবং রায় মহাশয়কে গৌরীপুরে চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতে হইত। সেবার রায় মহাশয়ের মাতার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে শৈলজাপ্রসন্ন যাত্রাপুরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার পর তিন চারি দিন তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া আমলা গোমস্তারা মনে করিল, বোধ হয় কোনও কারণে তিনি অপমান বোধ করিয়াছেন, তবে আবার নূতন করিয়া ঝগড়া বাধিবে। পঞ্চম

দিন রাত্রিকালে সঙ্গীতালোচনার পর আহার করিতে যাইবার সময় শৈলজাপ্রসন্ন খাসমুন্সীকে বলিলেন, "কাল আমি যাত্রাপুরে যাইব, দ্বিপ্রহরের পরই পাল্কী চাহি।" কর্ম্মচারীরা মুখ চাওয়া-চায়ি করিল; কেহ কারণ বুঝিতে পারিল না।

পর দিন মধ্যাহ্নের পরই যাত্রা করিয়া শৈলজাপ্রসন্ন যাত্রাপুরে জমীদার বাড়ীতে উপনীত হইলেন। রায় মহাশয় তখন বৈকালিক নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, ভৃত্য যাইয়া তাঁহাকে জাগাইয়া সংবাদ দিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বৈঠকখানায় আসিলেন, চৌধুরী মহাশয়ের আগমনে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। স্বাগত-সম্ভাষণ ও কুশল-প্রশ্ন শেষ হইলে শৈলজাপ্রসন্ন বলিলেন, "আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথার জন্য আসিয়াছি।" রায় মহাশয় বলিলেন, "যে আজ্ঞা হয়, করুন।" শৈলজাপ্রসন্ন বলিলেন, "সীমানার খালের ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলা যাউক।" রায় মহাশয় বলিলেন, "সে ত বড়ই সুখের কথা। কিন্তু খালটা প্রকৃতপক্ষে আমার—" শৈলজাপ্রসন্ন সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "সে তর্ক করিতে আমি আসি নাই। আমি আমার সব সম্পত্তি ও কন্যা আপনার পুত্রকে দান করিতে চাহি।" এ প্রস্তাব এমনই অপ্রত্যাশিত যে, রায় মহাশয় প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

ইহার দুই মাস পরে বিধাত্রী দেবীর সঙ্গে রায় মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল, এবং সেই বিবাহের এক মাস পরেই সব সম্পত্তি কন্যাকে দানপত্র করিয়া দিয়া

শৈলজাপ্রসন্ন সংসারত্যাগী হইলেন; কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না।

হিন্দু কুলবধূর বিষয়-বুদ্ধি যতই কেন প্রখর হউক না, সাধারণতঃ স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে না; তাহা পতির বা পুত্রের কাজের অন্তরালে থাকিয়া কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে, বাহিরের লোক শক্তির কেন্দ্রের সন্ধানও পায় না। কাজেই যত দিন শ্বশুর শাশুড়ী বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন বাহিরের লোক কেহ বুঝিতেও পারে নাই, রায় মহাশয়ের অন্তঃপুরে বিষয়কার্য্যে দক্ষ কেহ আছেন। কিন্তু বৃদ্ধ রায় মহাশয় বিধাত্রীর পৈত্রিক সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে সময় সময় যে সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাতেই বুঝিতেন, বধূর বিষয়বুদ্ধি অসাধারণ প্রখর। তাই সময় সময় তিনি আপনার সম্পত্তি-সম্বন্ধীয় কথাও বধূর সঙ্গে আলোচনা করিতেন। তিনি পুত্রবধূকে 'মা লক্ষ্মী' বলিয়াই ডাকিতেন, এবং বলিতেন, "মা লক্ষ্মী সত্যই আমার ঘরের লক্ষ্মী।" শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর স্বামী যখন সংসারের কর্ত্তা হইলেন, তখন বিষয়কার্য্যে বিধাত্রীর প্রভাব একটু একটু প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার প্রধান কারণ, রায় মহাশয় মৃত্যুকালে বৃদ্ধ দেওয়ানকে বলিয়া গিয়াছিলেন, জটিল কাজে তিনি যেন 'মা লক্ষ্মী'র পরামর্শ গ্রহণ করেন; কেন না, তিনি দেখিয়াছেন, অনেক স্থলে স্ত্রীলোকের সরল বুদ্ধির কাছে পুরুষের কুটিল বুদ্ধিকে পরাভব মানিতে হয়। বৃদ্ধ দেওয়ানও সময় সময় গৌরীপুরের জমীদারীর কথার অছিলায় নানা বিষয়ে বিধাত্রী দেবীর পরামর্শ লইতেন।

এই সময় নীলকরের অত্যাচারপীড়িত প্রজারা এক দিন দলবদ্ধ হইয়া কাছারীতে আসিয়া বলিল, অত্যাচারে তাহাদের পক্ষে ভিটায় বাস করা অসম্ভব হইয়াছে, জমীদার প্রতিকার না করিলে তাহাদের মান ইজ্জত সব যায়, তাহারা না খাইয়া মরে। নীলকরের প্রবল প্রতাপের বিষয় জমীদারের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "সবই জানি। কিন্তু উপায় কি? নীলকরের সঙ্গে ঝগড়া করিলে যে বাড়ীর একখানা ইটও রাখা দায় হইবে।"

প্রজারা নিরাশ হইল; কেহ কেহ কাঁদিয়া ফেলিল। সেই সময় বৃদ্ধ দেওয়ান গোকুল সর্দ্দারকে ইঙ্গিত করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গোকুল তাঁহার অনুসরণ করিল।

গোকুল ফিরিয়া আসিয়া অন্য প্রজাদিগকে বলিল, "তবে আর কি; চল বাড়ী যাই।" সকলে বাহিরে আসিলে সে বলিল, "বাবু ত বিদায় দিলেন। কিন্তু ভিটা ছাড়িয়া যাইব, একবার মাকে প্রণাম করিয়া যাইব।" এই বলিয়া সে অন্দরের পথে অগ্রসর হইল, সকলেই তাহার সঙ্গ লইল। অন্দরের উঠানে দাঁড়াইয়া গোকুল ডাকিল, "মা! মাঠাকরুণ!" কালীর মা জমীদার-গৃহে আশ্রিতা বৃদ্ধা। সে দ্বিতলে দরদালানের একটা জানালার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কি গোকুল?"

গোকুল বলিল, "নীলকরের অত্যাচারে আমরা সব প্রজারা ভিটা ছাড়িয়া যাইতেছি; তাই একবার মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি।"

কালীর মা বলিল, "তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কর্ত্তাকে সে কথা জানাইয়াছ ?"

"হাঁ। তিনি বলেন, নীলকরের সঙ্গে ঝগড়া করিলে বাড়ীর একখানা ইটও বজায় রাখিতে পারিবেন না।"

বিধাত্রী দেবী স্বয়ং জানালার সম্মুখে আসিলেন। যেন পীঠের উপর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি বলিলেন, "তবে কর্ত্তাকে এই অন্দরে আসিতে বল, আমি কাছারীতে যাই।" তাহার পর তিনি বলিলেন, "আমি জানি, আমি তোমাদের মা, তোমরা আমার এতগুলি সন্তান। তোমরা যদি আপনাদের মান ইজ্জত রাখিতে না পার, তবে মার মান ইজ্জত রাখিবে কেমন করিয়া ? তবে ত তোমাদের আগে আমাকেই দেশত্যাগী হইতে হয়। তোমরা কি অত্যাচার হইতে মাকেও রক্ষা করিতে পার না ?"

"হুকুম পাইলেই পারি। মা, যে খালের ঝগড়া তুমি মিটাইলে, সেই খাল লইয়া দুই ঘরের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এই গোকুল সর্দ্দারই বরাবর কর্ত্তাদের 'সর্দ্দার' ছিল। বুড়া হইলেও এখনও কব্জীতে যে জোর আছে, তাহাতে লাঠীর জোরে কুঠীর পঙ্গপাল নিপাত করিতে পারি। চাই কেবল হুকুম।"

বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "ইহার আবার হুকুম কি, গোকুল ? ঘরে আগুন লাগিলে আগুন নিবাইতে হয়; সে জন্য কি কখনও কাছারীর হুকুমের বা মার আদেশের অপেক্ষা রাখিতে হয় ? তবে আমি তোমাদের মা—আমি এই কথা বলিতেছি যে,

তোমরা যদি কোনও বিপদে পড়, তবে যতক্ষণ এ বাড়ীর একখানা ইট থাকিবে, ততক্ষণ তোমাদের উদ্ধারের চেষ্টার কোনও ক্রটী হইবে না।"

"তবে আর কাহাকেও ভয় করি না" বলিয়া গোকুল সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

পাশেই গোকুলের ছেলে ছিল। সে বলিল, "কিন্তু যদি—"

সহসা গোকুল তীরের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ছেলেকে বলিল, "চুপ কর, ছোটলোকের বাচ্ছা। মার কথায় অবিশ্বাস! তিন দিন পাঠশালায় যাওয়ার এই ফল।"

ছেলের মুখ লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে উত্তর দিল না। তখনও বাঙ্গালীর ছেলে বাপের কথার উপর কথা কহিতে শিখে নাই।

প্রজারা যখন ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন কর্ত্তা কাছারীর বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিলেন—নবীন নাপিত তাঁহার দাড়ী কামাইবার আয়োজন করিতেছিল। গোকুল কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ যে—জমীর কাছে আসিবে, তাহার মাথা ভাঙ্গিব।"

কর্ত্তা চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তাই ত!"

গোকুল বলিল, "তাহাতে আর কি, কর্ত্তা মহাশয়; এ মরা খালটার জন্য পয়সার লোভে প্রাণ দিতে গিয়াছি, আর মান ইজ্জতের জন্য মার আদেশে প্রাণটা দিতে পারিব না?"

কর্ত্তা ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর প্রজারা কি করিয়াছিল, সে ইতিহাসের কথা। বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস যদি কখনও লিখিত হয়, অর্থাৎ, যুদ্ধ ও সন্ধি, রাজা ও শাসনকর্ত্তা, এই সকলের কথা বাদ দিয়া, যে ইতিহাসে জাতীয় জীবনের স্তরপরম্পরা বর্ণিত হয়, জাতির উন্নতি-অবনতির কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণীত হয়, সেই ইতিহাস রচিত হয়, তবে তাহাতে দেখা যাইবে, বাঙ্গালায় নীল-বিদ্রোহ জাতীয় জীবনের যুগসন্ধি। তখন একদিকে বাঙ্গালায় ইংরাজ নীলকরের অনাচার, আর এক দিকে ইংরাজ-শাসনে দেশের লোকের অবিচলিত বিশ্বাস; এক দিকে আত্মশক্তিতে দেশের লোকের প্রত্যয়, আর একদিকে মুষ্টিমেয় নীলকরের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা। সেই সময় জাতীয় সাহিত্যে ও দেশের জনসাধারণের কার্য্যে নূতন ভাবের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' রচিত হয়; সেই সময় বাঙ্গালার পল্লী-প্রান্তর মুখরিত করিয়া জনসাধারণ গান করিত—"নীল বানরে সোনার বাঙ্গালা কল্লে এবার ছারেখার"; সেই সময় হরিশের 'হিন্দুপেট্রিয়টে' নীলকরের অত্যাচারের প্রতিবাদ; আর সেই সময় দেশের জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যে বাঙ্গালা হইতে নীলের চাষের বিলোপ। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেমন, তখনও তেমনই ভাবের বন্যা—আত্মমর্য্যাদারক্ষার জন্য আগ্রহ বাঙ্গালী গৃহস্থের বহিরঙ্গনের প্রাচীরে প্রহত হইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই; পরন্তু অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছিল। যাত্রাপুরের

জমীদার-পত্নী বিধাত্রী দেবী সেই ভাবের অভিব্যক্তিতে প্রজাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

প্রবল বাত্যায় যেমন বনে বহু দিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা উড়াইয়া লইয়া যায়, প্রবল বন্যায় যেমন নদীতে বহু দিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়, নীলের হাঙ্গামায় তেমনই বাঙ্গালা হইতে নীলকরের অত্যাচার দূর করিয়া দিল। তখনও বাঙ্গালায় লোকের অন্নকষ্ট ছিল না। তাহার "ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাচ" ছিল। তখনকার মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন গৃহস্থের কথা 'নীলদর্পণে' প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—"আমার পনর গোলা ধান, ষোল বিঘার বাগান, আমার কুড়িখানা লাঙ্গল, পঞ্চাশ জন মাইন্দার; পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীকে অন্নবিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা।" নীলকরের অত্যাচার যখন দুঃস্বপ্নের মত দূর হইয়া গেল, তখন বাঙ্গালী আবার যে যাহার কাজে মন দিল, সুখে-শান্তিতে বাস করিতে লাগিল।

বিধাত্রী দেবীর এক দিনের একটি কথায় তাঁহার নাম বাঙ্গালার তিনটি জেলার অনেকগুলি গ্রামে পরিচিত হইয়া গেল; লোক বলিল, "সবই ভগবানের ইচ্ছা। তিনি কাহাকে দিয়া কি কাজ করান, কে বলিতে পারে? নহিলে কর্ত্তা যে হুকুম দিতে পারিলেন না—গৃহিণী কি সে হুকুম দিতে পারিতেন?

ও সব তাঁহারই লীলা।" কেহ বলিল, "হইবে না—কেমন বাপের মেয়ে?"

তাহার পর আরও বিশ বৎসর কাটিয়া গেল। বিধাত্রী দেবী পতি-পুত্রের সংসার লইয়া—দেবসেবা ও লোকসেবা দেখিয়া—অতিথি-অভ্যাগতের আদর যত্নের বন্দোবস্ত করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। সে দিনের সে কথা স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। কর্ত্তা গৃহিণীর ব্যঙ্গবিদ্রূপে মধ্যে মধ্যে কেবল তাহার বিকাশ হইত। কর্ত্তা কোনও দিন কোনও কাজে অসময়ে অন্তঃপুরে আসিলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিতেন, "এখন যে?" কর্ত্তা আসল কথাটা বলিবার পূর্ব্বে বলিতেন, "কেন, আমার কি এ সময় বাড়ীর মধ্যে আসিতে নাই? আমি অন্দরে আসিলাম, তুমি কাছারীতে যাও।" প্রথম প্রথম বিধাত্রী দেবী স্বামীর এই কথায় কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিতেন—"আচ্ছা মানুষ! সেই যে এক কথা গের দিয়া রাখিয়াছ!" কর্ত্তা বলিতেন, "সে কথা ভুলিলে যে, সোনা ফেলিয়া আঁচলে গের দেওয়া হইবে।" শেষাশেষি গৃহিণী বলিতেন, "যাইবই ত—আর দিন কতক দেরী কর—রমাবাবুকে লইয়া আমি কাছারী করিতে যাইব। কি বল রমাবাবু?" এই কথা বলিয়া তিনি একমাত্র সন্তানের পুত্র রমারঞ্জনের মুখ চুম্বন করিতেন। কর্ত্তা কিন্তু হারিবার পাত্র নহেন; তিনি বলিতেন, "'ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।' তুমি তোমার নূতন কর্ত্তাকে লইয়া কাছারী করিতে যাইবে; আর আমি আমার নূতন গৃহিণীকে লইয়া রোজই

কাছারী করি।" এই নূতন গৃহিণী গৌরী—রমারঞ্জনের দিদি। কর্ত্তার কোলে সে মৌরশী বন্দোবস্তে কায়েম মোকাম হইয়াছিল।

সেই সুখের সংসারে বিধাত্রী দেবীর দিন কাটিতেছিল। কিন্তু তিনি যে কেবল সংসারের বন্দোবস্ত লইয়াই—দেবসেবা ও পূজাদি লইয়াই—নাতি নাতিনীকে লইয়াই—পতি, পুত্র, পুত্রবধূ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে পারিতেন, তাহাও নহে। বৈষয়িক অনেক বিষয়ে কর্ত্তা তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। কিন্তু তাহা কর্ত্তা জানিতেন, আর তিনি জানিতেন। সম্পত্তির সব সংবাদ যে তিনি নখদর্পণে দেখিতেন, তাহা আর কেহ জানিত না। যেমন নদীর প্রবাহে সহস্র সহস্র লোক উপকৃত হইলেও কেহ গিরিগাত্রে লুক্কায়িত উৎসের সন্ধান রাখে না, তেমনই তাঁহার পরামর্শে আরব্ধ কার্য্যে প্রজাদের অনেক উপকার হইলেও সে কার্য্যের কারণ তাহারা জানিতে পারিত না। কেবল তাহারা কর্ত্তার অনেক কাজেই প্রজার প্রতি স্নেহ দয়ার পরিচয় পাইত, কিন্তু সে স্নেহ দয়া যে মাতৃহৃদয়ের কোমলতা-মন্দাকিনী হইতে প্রবাহিত হইয়া পুরুষের কঠোরতা স্নিগ্ধ ও সরস করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিত না। কিন্তু রায়-পরিবারের অন্তঃপুর হইতে প্রবাহিত সেই স্নেহধারায় প্রজারা স্নিগ্ধ হইত।

পরিবারে কোথাও সুখের ও শান্তির বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। লোকে বলিত, "সোনার সংসার। গৃহিণীর গুণে কোথাও কোনও অভাব নাই।"

সহসা এই সংসারে বিপদের বজ্রপাত হইল। ম্যালেরিয়া

মহামারীর আকারে গ্রামে দেখা দিল, এবং বজ্র যেমন সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষকেই দগ্ধ করে, তেমনই প্রথমে রায়-পরিবারের চূড়া চূর্ণ করিয়া দিল। রায় মহাশয়ের লোকান্তরের পর—পিতার শ্রাদ্ধের জের মিটাইবার পূর্ব্বেই—পুত্র পীড়িত হইলেন! গৃহিণী সকলকে লইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় গেলেন। কিন্তু চিকিৎসায় কোনও ফল ফলিল না। দুই মাসের মধ্যে পতি পুত্র হারাইয়া বিধাত্রী দেবীর পক্ষে কুসুমাস্তৃত সংসার কণ্টকাকীর্ণ হইয়া গেল—সাজান সংসার শ্মশান হইল!

২

বিশ বৎসর পূর্ব্বে বিধাত্রী দেবীর যশ অন্দর হইতে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল—বিশ বৎসর পরে অতর্কিত ঘটনার অপ্রত্যাশিত সংঘটনে আবার তাহাই হইল। বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ফুটিয়াছিলেন জয়ে—বিশ বৎসর পরে ফুটিলেন পরাজয়ে; সেবার ফুটিয়াছিলেন ভাবে—এবার ফুটিলেন অভাবে। এ পরাজয় অদৃষ্টের কাছে, অভাব জীবন-সর্ব্বস্বের। পতিপুত্র-পরিত্যক্ত সংসার লইয়া তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইল। রমার ও গৌরীর দিকে চাহিয়া তিনি শোক-বিক্ষত-হৃদয়ে বল বাঁধিলেন—সংসার দেখিতে হইবে, সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে, রমাকে ও গৌরীকে 'মানুষ' করিতে হইবে, বিধবা পুত্রবধূকে ধর্ম্মকর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি না দেখিলে সব নষ্ট হইবে, রমার ও গৌরীর

অযত্ন হইবে। তাই প্রবল চেষ্টায় শোকের আকুলতা সংযত করিয়া, হৃদয়ে রাবণের চিতার দাহ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ব্যথা বুঝিল কালীর মা; আর বুঝিলেন, বৃদ্ধ দেওয়ান। দেওয়ানজী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ভগবানের লীলা কে বুঝিবে? এ যে শোকেরও অবসর দিলেন না।"

দেওয়ানজী জানিতেন—বিধাত্রী দেবী সম্পত্তির সংবাদ জানিতেন; কিন্তু সব সংবাদ যে তিনি নখদর্পণে দেখিতেন, তাহা তিনিও জানিতেন না। এখন তিনি দেখিলেন, বিধাত্রী দেবী সবই জানেন। বিধাত্রী দেবী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "যাহা বলিয়াছিলাম, হায়, তাহাই হইল! রমাকে লইয়া আমাকেই কাছারী করিতে হইল!" 'কাছারী করিবার' আরও একটা কারণ উপস্থিত হইল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসিয়া বিষয়ের ভার কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে লইবার প্রস্তাব জানাইলেন। বিধাত্রী দেবী তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের অধীন নাবালক জমীদারদিগকে এক স্থানে রাখা হইত। তাহাতে তাঁহার আপত্তি ছিল। রমাকে ছাড়িয়া তিনি হয় ত থাকিতে পারিতেন—যখন এত সহিয়াছে, তখন তাহাও হয় ত সহিত; কিন্তু পুত্রবধূ কি লইয়া থাকিবে? তাহাকে যে ছেলে মেয়ে দিয়াই ভুলাইয়া রাখিতে হইবে, আর ধীরে ধীরে সংসারের কাজ শিখাইতে হইবে। বিধাত্রী দেবী বলিলেন, গৌরীপুরের জমিদারী

তাঁহার, আর তাঁহার শ্বশুরের নির্দ্দেশানুসারে যাত্রাপুর জমীদারীর যে অংশ দেবোত্তর, তাহারও তিনিই আজীবন সেবাইত। সে সব বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস তাহা সামান্য বলিয়া লইতে সম্মত হইলেন না। বিধাত্রী দেবী নিশ্চিন্ত হইলেন; প্রজাদিগকে কি তিনি পরের হাতে সঁপিয়া দিতে পারেন?

পুত্রবধূকে এবং রমাকে ও গৌরীকে তিনি সদা সর্ব্বদা কাছে রাখিতেন; একত্র উপবেশন, একত্র শয়ন; সর্ব্বদা সকলে এক সঙ্গে থাকিতেন। যাহারা তাঁহার কার্য্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিল না, তাহারা বলিল, "শক্ত মেয়ে বটে! কিন্তু ঐ রমা গৌরীই ভরত মুনির মৃগশিশু হইবে।" তাহারা বিধাত্রী দেবীকে চিনে নাই। এই সব কাজের মধ্যে তিনি সর্ব্বদাই ইষ্টদেবতাকে ভাবিতেন—"পারের তরী ঘাটে আসিতে যে কয় দিন বিলম্ব হয়, সে কয় দিন অনন্যকর্ম্মা হইয়া তোমাকেই ডাকিবার অবসর দাও।" শোকে শান্তিলাভের জন্য তাঁহার পিতাও ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি শান্তি লাভ করিয়াছিলেন কি? কিন্তু তিনিও কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া আত্মোন্নতির জন্য সংসার ত্যাগ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। এখন পিতার দৃষ্টান্ত কন্যা সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন। পিতার আদর্শে কন্যা আপনাকে অনুপ্রাণিত করিতেন। যে পিতা কন্যাকে কোনও দিন মাতার অভাব অনুভব করিতে দেন নাই, যাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তাঁহার দেবত্বেরই পরিচায়ক ছিল, যিনি কর্ত্তব্যে

অটল, এবং ধর্ম্মে অবিচলিত ছিলেন, সেই পিতাকে বিধাত্রী দেবী দেবতা জ্ঞানেই পূজা করিতেন। প্রতিদিন দেবপূজা শেষ করিয়া প্রণামান্তে তিনি পিতৃমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া পিতাকে প্রণাম করিতেন। এখন তিনি পিতার উদ্দেশে বলিতেন, "যেন তোমার কন্যা বলিয়া গর্ব্ব করিবার উপযুক্ত হই।"

পর বৎসরও যখন বর্ষার জল সরিতে না সরিতে ম্যালেরিয়া দেখা দিল, তখন বুঝা গেল—এই ব্যাধি পথভুলা অতিথিমাত্র নহে, বৎসর বৎসর বার্ষিক আদায় করিতে আসিবে। তখন বিধাত্রী দেবী দুইটি কাজ করিলেন; স্বামীর নামে গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আর কলিকাতায় একখানি বাড়ী কিনিলেন। বর্ষার পর কয় মাসের জন্য পুত্রবধূকে এবং পৌত্রপৌত্রীকে লইয়া তথায় বাস করিবেন। এ দিকে রমাকে ও গৌরীকে লেখাপড়া শিখাইবারও সময় উপস্থিত হইল। সে বিষয়ে তিনি যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাও তাঁহার তীক্ষবুদ্ধির পরিচায়ক। তিনি পুত্রবধূকে তাহাদের প্রথম শিক্ষা দিবার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কলিকাতায় তিনি পুত্রবধূর জন্য শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য পড়াইতে লাগিলেন; শিল্পকাজ শিখাইতে লাগিলেন। এ দিকে বিষয়কর্ম্মের আলোচনাকালে তিনি পুত্রবধূকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন। সংসারের কাজও তাঁহাকে দেখাইতেন।

বিদ্যায় বিধাত্রী দেবীর অসাধারণ আদর ছিল। সে ভাবও তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা

বলিতেন, "বিদ্যাই পুরুষের ভূষণ।" কন্যা পিতার কাছে চাণক্য-শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন—'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।' আর 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' বলিয়া চৌধুরী মহাশয় কন্যাকেও শিক্ষা দিতে কার্পণ্য করেন নাই। সেই শিক্ষা কন্যাকে সংসারে সব কাজের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। পৌত্র-পৌত্রীর বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন, এবং আপনি তাহাদের শিক্ষার উন্নতি লক্ষ্য করিতেন। চর্চ্চার অভাবে তাঁহার বিদ্যা নিষ্প্রভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেন। রমার ও গৌরীর শিক্ষার উন্নতিতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন।

কালের মত ভিষক্ আর নাই; তাহার বিস্মৃতি-প্রলেপে আমাদের হৃদয়ে শোক দুঃখের ক্ষতও দূর হয়; যে ক্ষত সারিবার নহে, তাহারও বেদনা-যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। বিধাত্রী দেবীরও তাহাই হইয়াছিল। রমা গৌরীকে লইয়া তাঁহার মুখ সময় সময় হাসির কিরণে সমুজ্জ্বল হইত। বিশেষ তিনি তাহাদের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য বিধাতার নির্দ্দিষ্ট মনে করিয়া কাজ করিতেন। সংসার হইতে যাঁহারা গিয়াছিলেন, সংসারে বা বিধাত্রী দেবীর হৃদয়ে তাঁহাদের স্থান পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু যাহারা ছিল, তাহাদের লইয়া সংসার আবার নূতন করিয়া গড়িতে হইল।

পুত্রবধূর প্রতি বিধাত্রী দেবীর স্নেহের সীমা ছিল না। সংসারের সুখের আস্বাদ পাইতে না পাইতে তাঁহার পক্ষে জীবন

দুঃখময় হইয়াছে বলিয়া বিধাত্রী দেবী সর্ব্বদা তাঁহাকে স্নেহে শীতল করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার পিত্রালয়ের কেহ আসিলে, তিনি পরম যত্নে থাকিতেন। আগন্তুকরা সকলেই যে আপনাদের আত্মীয়কে সুপরামর্শ দিতেন, এমন নহে; কিন্তু তাহা জানিয়াও বিধাত্রী দেবী তাঁহাদিগকে আদরে আপ্যায়িত করিতেন। ক্রমে তাঁহাদের পরামর্শে পুত্রবধূ যে শাশুড়ীর প্রাধান্যে সময় সময় একটু বিরক্তি-চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিতেন না, তিনি তাহাও লক্ষ্য করিতেন। তিনি মনে মনে হাসিতেন; সবই পুত্রবধূর, সংসার তাঁহার, পুত্রকন্যা তাঁহার; তিনি ত তাহাদের জন্যই আজও সংসারের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আছেন; তিনি ত এ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই কৃতার্থ হয়েন। তিনি তাহাতে দুঃখিত হইতেন না। কিন্তু তিনি যখন লক্ষ্য করিতেন, তাঁহার ব্যবহারে তাহার মাতা বিরক্তি প্রকাশ করিলে, রমার নয়নে বেদনাকাতর দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিত, তখন তাঁহার বুকের মধ্যে একটা দারুণ যাতনা জাগিয়া উঠিত—শূন্য স্থানটা স্নেহে পূর্ণ করিবার চেষ্টা, রমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিবার একটা প্রবল কামনা তাঁহাকে বিচলিত করিতে প্রয়াস পাইত। কিন্তু পাছে রমা তাহা বুঝিতে পারে, সেই ভয়ে তিনি সে ভাব ফুটিতে দিতেন না। রমা তাহা বুঝিতে পারিত কি না, জানি না; কিন্তু সময় সময় তাঁহার মনে হইত, সূর্য্যকিরণ যেমন স্বচ্ছ হ্রদের নিম্নতল পর্য্যন্ত ভেদ করে, রমার দৃষ্টি তেমনই তাঁহার হৃদয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। বাস্তবিক, শৈশবে শোকের সংসারে বর্দ্ধিত হইয়া রমারঞ্জন-

বালসুলভ চাঞ্চল্য পরিহার করিয়াছিল। তাহার ব্যবহারে গাম্ভীর্য্য ও চিন্তা সপ্রকাশ থাকিত। বিশেষ সে সর্ব্বদা ছায়ার মত পিতা-মহীর অনুসরণ করিত, তাঁহার স্নেহে সে এমনই পরিতৃপ্তি লাভ করিত যে, তাহার পক্ষে সংসারে আর কাহারও প্রয়োজন অনুভূত হইত না। পৌত্রী গৌরী যে তাহার মাতার অধিক অনুরক্ত হইয়াছিল, তাহাও বিধাত্রী দেবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না।

বিধাত্রী দেবী লক্ষ্য করিতেন, প্রকৃতি পুত্রকে পিতার ও কন্যাকে মাতার অনুরূপ করিয়া গঠিত করিয়াছেন। রমার মুখে যেমন, ব্যবহারেও তেমনই তিনি তাঁহার মৃত পুত্রের ছবি দেখিতে পাইতেন। সে তেমনই স্থির—ধীর—উদার—সহৃদয়, তেমনই বুদ্ধিমান্, বিবেচক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, আজ্ঞানুবর্ত্তী। আর গৌরী তাহার মাতার মত একটু চঞ্চল, ক্ষমতাপ্রিয়, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বশবর্ত্তী। কিন্তু পৌত্র পৌত্রীতে তাহার স্নেহের তারতম্য ছিল না। তাহারা দুই জন তাঁহার দুই নয়ন, দুই জনই সমান। রমাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের কারণ, তাহার উপর বংশের যশ ও সম্পদ্ নির্ভর করিতেছে; সে কুলপ্রদীপ বংশের শিবরাত্রির সলিতা; বিশেষ সে অল্প বয়সে অর্থ ও প্রভুত্ব লাভ করিবে; সুশিক্ষিত না হইলে সে সম্পদ্ তাহার পক্ষে বিপদে পরিণত হইতে পারে। গৌরীকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের কারণ—অল্প দিনের মধ্যেই তাহাকে পরের ঘর করিতে যাইতে হইবে; যত সংবাদ লইয়াই মেয়ের বিবাহ দেওয়া যাউক

স্ত্রী, তাহার মধ্যে অনিশ্চয়ের অনেকটা অবসর থাকেই ; কারণ, অজ্ঞতার অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া পরের সংসারের সবটা দেখা যায় না। বিশেষ স্ত্রীলোককে স্বামীর প্রেম, শাশুড়ীর স্নেহ, দেবরাদির ভালবাসা, এ সব নিজগুণে লাভ করিতে হয়। তাহাই স্ত্রীলোকের নিয়তি। সেই জন্য তিনি যেন রমার অপেক্ষাও গৌরীর জন্য অধিক চিন্তিত হইতেন ; সর্ব্বদা তাহাকে সদুপদেশ দিতেন। তাঁহার সেই আগ্রহের আতিশয্য যে সময় সময় গৌরীর ও গৌরীর মাতার কাছে 'বাড়াবাড়ি' বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাও তিনি জানিতেন ; কিন্তু জানিয়াও আপনার কর্ত্তব্যে একনিষ্ঠ থাকিতেন।

গৌরীর বয়স যখন দশ বৎসর হইল, তখনই বিধাত্রী দেবী দেওয়ানজীকে বলিলেন, "এখন হইতে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করা ভাল।" দেওয়ানজী বলিলেন, "ভাল—ঘটক দেখি ; কিন্তু আর এক বৎসর যাইলে ভাল হয়, সম্বলের মধ্যে ত ঐ দুই গুঁড়া।" বিধাত্রী দেবী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; "কিন্তু মেয়ে, রাখিবার ত নহে। দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিবে।"

বাস্তবিক, গৌরীর জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে তিনি চিন্তিত হইলেন। তাহার মাতা যখন তাঁহার আত্মীয়দিগকে রূপে গৌরীর উপযুক্ত এবং ধনবান্ পাত্রের সন্ধান করিতে বলিলেন, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বিধাত্রী দেবী সে বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। পুত্রবধূর পিত্রালয়ের লোক বলিল, "গৌরীর বিবাহের আবার ভাবনা!" অনেকেই আপনার ঘরে গৌরীকে ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক টাকা আনিবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু 'উপযুক্ত পাত্র'

সম্বন্ধে পুত্রবধূর মতে ও শাশুড়ীর মতে ঐক্য হইল না। পুত্রবধূ মনে করিতেন, রূপবান্ ও ধনবান্ জামাতাই উপযুক্ত; শাশুড়ী মনে করিতেন, পুরুষের বিদ্যা ও চরিত্রই রূপ, কেবল কুরূপ না হইলেই হইল; ধনের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, ধনার্জ্জন পুরুষের আয়ত্তাধীন। কিন্তু তিনি মনে করিতেন, বংশ ও পরিবার ভাল দেখিয়া গৌরীর বিবাহ দিবেন, কি জানি, যদি তাহার কষ্ট হয়। তাহার মাতা ভাবিতেন, অর্থের বলে তাঁহার কন্যা শ্বশুর-বাড়ীতে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব লাভ করিবেই। ইহাতে কিন্তু বিধাত্রী দেবী বলিতেন, "তাহা নহে, রাজকন্যা হইলেও মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে সকলের অধীন; তাহাকে নিজ গুণে জয়ী হইতে হয়।" কিন্তু এই কথায় কালীর মা এক দিন যখন বলিয়াছিল, "বৌমা গরীবের মেয়ে, তাই টাকার মর্য্যাদা অধিক বুঝেন," তখন বিধাত্রী দেবী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আহা! এখনও ছেলেমানুষ, সংসারে দেখিয়া ও ঠেকিয়া শিখিতে হয়; তাহা হয় নাই বলিয়াই বৌমা ভুল করিতেছেন।" অনেক বিষয়ে বিধাত্রী দেবী পুত্রবধূর মতের জন্য আপনার মত ত্যাগ করিতেন, কিন্তু গৌরীর জন্য পাত্রনির্ব্বাচনের মত অত্যাবশ্যক বলিয়া তিনি তাহা করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, এ ক্ষেত্রে তাহা করিলে তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন।

তথাপি যখন পুত্রবধূর সঙ্গে মতভেদ প্রবল হইয়া উঠিল, তখন তিনি চিন্তিত হইলেন; তাঁহার মনে সন্দেহের ছায়া পড়িল। শেষে তিনি ইষ্টদেবতার উদ্দেশে, মনে মনে প্রার্থনা করিলেন,

"মানুষের পক্ষে ভ্রম অতিক্রম করা অসম্ভব, আত্মশক্তিতে অতি-প্রত্যয় মানুষকে ভ্রান্ত করে। তোমরা আমার দৌর্ব্বল্য অবগত আছ, আমাকে কর্ত্তব্য-পথ দেখাইয়া দাও। আমি যেন গৌরীর পাত্রনির্ব্বাচনে ভুল না করি।" তিনি একান্তচিত্তে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। দিবালোক-বিকাশের পূর্ব্বে সমুদ্র যেমন অন্ধকার হইয়া থাকে, আশঙ্কার অনিশ্চিতভাবে তাঁহার হৃদয় তেমনই অন্ধকার হইয়া রহিল। আর কেহ তাহা লক্ষ্য করিল কি না, জানি না—কিন্তু রমা তাহা লক্ষ্য করিল। অপরাহ্নে সে আসিয়া পিতামহীর কাছে দাঁড়াইল। বিধাত্রী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমাবাবু, আজ বেড়াইতে যাও নাই?" সে বলিল, "না।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" কোনও উত্তর না দিয়া সে তাঁহার কাছে বসিল, তাহার পর তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। তিনি তাহার কেশ মধ্যে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

নিকটে আর কেহ ছিল না। রমা বলিল, "ঠাকুরমা, আজ কয় দিন হইতে তুমি কি ভাবিতেছ?" বালক যে তাঁহার চিন্তার ভাবও লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে বিধাত্রী দেবী বিস্মিত হইলেন; কিন্তু বলিলেন, "ভাবনা কি, রমা?" রমা পিতামহীর মুখের দিকে চাহিল, তাহার বড় বড় চক্ষুর্দ্বয়ে অশ্রু দেখা দিল—পিতামহী তাহাকে আপনার চিন্তার কারণ জানিতে দিবেন না। বিধাত্রী দেবী আর থাকিতে পারিলেন না—স্বামীর ভালবাসা, পুত্রের ভক্তি, সে সবই কি এই বালকের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত

হইয়াছে? তাঁহার পক্ষেও অশ্রু-সংবরণ করা অসম্ভব হইল। তিনি রমার মুখ চুম্বন করিলেন; তাহার পর রমার অশ্রু মুছাইয়া ও আপনার অশ্রু মুছিয়া তিনি বলিলেন, "দিদির জন্য বর খুঁজিতেছি; বর কেমন হইলে ভাল হয়, তাই ভাবিতেছি।" রমা বলিল, "তাহার জন্য এত ভাবনা কেন, ঠাকুরমা?" বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "আমি যেমন বর ভাল মনে করি, কেহ কেহ তেমন বর ভাল মনে করে না, তাই ভাবিতেছি, কোন্ মতে কাজ করি?" 'কেহ কেহ' কে, রমা তাহা বুঝিল কি না, জানি না; কিন্তু সে বলিল, "কেন ঠাকুরমা, তুমি ত বরাবরই বল, মন নারায়ণ; তোমার মন যাহা ভাল বলিবে, তুমি তাহাই করিবে। পরের মতের জন্য ভাবনা কেন?"

বালকের উত্তরে বিধাত্রী দেবীর ভাবনা কাটিয়া গেল। যেন দক্ষিণা বাতাসে নিদাঘদিনান্তে পশ্চিম আকাশে সঞ্চিত মেঘমালা সরিয়া গেল; অপগতমেঘ গগনে চন্দ্রালোক দেখা দিল। তাঁহার মনে হইল, দেবতা তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন—রমার মুখে তিনি দেববাণী শুনিতে পাইয়াছেন। এই উত্তরের সঙ্গেই তাঁহার পিতৃদত্ত ও গুরুদত্ত শিক্ষার সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। তিনি আবার রমার মুখ চুম্বন করিলেন; বলিলেন, "ঠিক্ বলিয়াছ রমাবাবু। তোমার কথাই ঠিক্। মনই নারায়ণ; কিন্তু আমরা মায়াবদ্ধ জীব, মধ্যে মধ্যে আপনাদের আশঙ্কায় এমনই বিব্রত হই যে, দেবতার কথা শুনিতে পাই না। তখনই তিনিই আবার দয়া করিয়া আপনার কথা শুনাইয়া দেন।"

৩

গৌরীর জন্য বহু পাত্রের সন্ধান মিলিতে লাগিল। একে সে অসামান্যা সুন্দরী, তাহার পর বিধাত্রী দেবী কিছু না বলিলেও সকলে জানিত, তিনি প্রচুর যৌতুক দিবেন। গৌরীর মার কথায় সে কথা আরও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; অনেক সম্বন্ধের কথায় তিনি বলিতেন, "ওসব হেঁজি-পেঁজি সম্বন্ধ আন কেন? আমি চাহি, সেরা সম্বন্ধ।" ঘটক ঘটকীর মুখে সে কথা শাখাপল্লবিত হইয়া পাত্রের অভিভাবককে কল্পতরু-প্রাপ্তির সম্ভাবনা জানাইয়া দিত। কিন্তু বিধাত্রী দেবীর বাছাইও তেমনই। জহুরী যেমন করিয়া জহর পরীক্ষা করে, যে নদীর বালুর সঙ্গে স্বর্ণকণা পাওয়া যায়, সন্ধানকারীরা যেমন করিয়া সে নদীর বালুকণা পরীক্ষা করে, তিনি তেমনই করিয়া সম্বন্ধ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার উপর তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, যাহারা টাকার কথা, পাওনার কথা উত্থাপিত করিবে, তাহাদের ঘরে মেয়ে দিবেন না। তিনি বলিতেন, "আমরা কন্যা দান করিব—ছেলে কিনিব না। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বেণের ঘরে কাজ করিতে পারিব না।" তাঁহার বাছাইয়ের কঠোরতায় ঘটক-ঘটকীরা বিরক্ত হইতে লাগিল। এক এক জন প্রগল্ভা ঘটকী মুখের উপর বলিতে লাগিল, "তাই বল, মা, তোমার এখন নাতিনীর বিবাহ দিবার ইচ্ছা নাই।" বিধাত্রী দেবী হাসিয়া বলিতেন, "ইচ্ছা থাকুক আর না-ই থাকুক, এ সামগ্রী ঘরে রাখিবার নহে। কিন্তু

তাহাই বলিয়া আমার সোনার কমল কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইয়া দিতে পারিব না।” অনেক ধনীর ঘরের সম্বন্ধ তাঁহার পছন্দ হইল না। পুত্রবধূর পিত্রালয়ের সকলে বিরক্ত হইয়া গৌরীর মাকে বলিলেন, “না—বাছা, আমরা আর ইহার মধ্যে নাই। তোমার শাশুড়ীর বুঝ যে কি, তাহা আমরা বুঝি না। তাঁহার বিশ্বাস, তিনি যেমন বুঝেন, তেমন আর কেহ বুঝে না।” পুত্রবধূ বিরক্তি গোপন করা দুঃসাধ্যক্রমে অনাবশ্যক মনে করিতে লাগিলেন। বিধাত্রী দেবী সে সব গ্রাহ্য্ করিলেন না।

বহু সম্বন্ধের প্রস্তাব ত্যাগ করিবার পর একটি প্রস্তাবে বিধাত্রী দেবীর একটু আগ্রহ লক্ষিত হইল। পাত্ররা দুই ভাই, এক ভগিনী; ভগিনী জ্যেষ্ঠা, পাত্র সর্ব্বকনিষ্ঠ। ভগিনীপতি হাইকোর্টের উকীল, ওকালতীতে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এটর্নী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—আর এক বৎসর অবশিষ্ট আছে। পাত্র ওকালতী পরীক্ষা দিয়াছে, এখনও ফল বাহির হয় নাই। ছেলে দুইটি ‘হীরার টুকরা’; বিশেষ, পাত্র; সে সব পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সংসারে কেবল মা। স্বামী ডাক্তার ছিলেন, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে যশের মন্দিরের সোপানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই বিধবা পুত্রদ্বয়কে ‘মানুষ করিয়াছেন’। গৌরীর মা ঘটকীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছেলে দেখিতে কেমন?” ঘটকী বলিল, “বাছা—ছেলে কার্ত্তিক; তবে বর্ণ তোমার মেয়ের বর্ণের মত অত সুন্দর নহে।”

গৌরীর মা বলিলেন, "কেন—আমি ত বলিয়াই দিয়াছি, আমি সেরা সম্বন্ধ চাহি।" বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "পুরুষের রূপ বিস্তার্য্য, তবে কুরূপ না হয়।" ঘটকী বলিল, "সে ত মা, তোমরা দেখিয়াই লইবে। ঘটকীর কথায় ত আর কাজ করিবে না।" গৌরীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পয়সায় কেমন?" ঘটকী কবুল জবাব দিল, "সে, ছেলের মা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে—আমার থাকিবার মধ্যে দুই ছেলে, আর মাথা গুঁজিবার বাড়ীটুকু। ছেলেরা বিবাহ করিতেই চাহে না; বলে—'গরীবের ঘরে কে মেয়ে দিবে?' আমি বলি, 'আমি গরীবের মেয়েই আনিব। কিন্তু আমি আর পারি না; বধূদের হাতে সংসার সঁপিয়া দুই দণ্ড ভগবানের নাম করিবার অবসর করিয়া দাও।' তাই অনেক বলায় ছেলেরা স্বীকার হইয়াছে। দুই ছেলের বিবাহ এক সঙ্গে হইবে—বড়র ঠিক্ হইয়াছে। সে মেয়ের বাপও বড়মানুষ; ঐ ছেলে দেখিয়া ঝুঁকিয়াছেন। এখন সব কথাই ভাঙ্গিয়া বলিলাম। তোমরা যেমন ভাল বুঝিবে, তেমনই কাজ করিবে।"

গৌরীর মা বিরক্তি-ব্যঞ্জক-স্বরে বলিলেন, "এই সম্বন্ধ!" ঘটকী বলিল, "হাঁ, মা, এই সম্বন্ধ। আমরা—ঘটক-ঘটকীরা একটু বাড়াইয়াই বলি। কিন্তু ছেলের মা আমাকে বলিয়া দিয়াছে—"ঘটক ঠাক্রুণ, আমার যাহা নাই, তাহা আছে বলিয়া আমি লোককে ঠকাইতে পারিব না। আমি যেমন বলিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনই বলিবে।" বিশেষ, তোমাদের এ সম্বন্ধ, তাহারাও

পছন্দ করিবে কি না, জানি না।" যাহার সম্বন্ধের মধ্যে দুই ছেলে, আর একখানা বাড়ী, সে সম্বন্ধ পছন্দ করিবে কি না সন্দেহ! আহত অভিমানে গৌরীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন— আমাদের অপরাধ?" ঘটকী বলিল, "অপরাধের কথা নহে, মা; তাহারা বলে, 'বড়মানুষে'র ঘরে কাজ করিব? সমানে সমানে নহিলে কুটুম্ব-কুটুম্বিতায় সুখ হয় না। তা' বড়রও 'বড়মানুষে'র ঘরেই সম্বন্ধ পাকা হইল।"

বধূর ব্যবহারে বিধাত্রী দেবী একটু বিস্মিত হইলেন। মানুষ টাকার এত গর্ব্ব করে কেন? বিশেষ, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও বৌমা টাকাকেই এত বড় করেন কেমন করিয়া? তিনি বলিলেন, "টাকার কথা ভুলিতে নাই। কথায় বলে, 'স্ত্রীভাগ্যে ধন।' আমার দিদিমণির কপালে টাকার অভাব হইবে না। পুরুষ মানুষের টাকা উপার্জ্জন করিতে কতক্ষণ? মানুষ টাকা করে—টাকা কখনও মানুষ করিতে পারে না। সম্বন্ধের কাগজ আনিয়াছ কি?" "এই যে বাছা"— বলিয়া ঘটকী অঞ্চলে বদ্ধ 'কমলাকান্তের দপ্তর' হইতে তিনখানা কাগজ লইয়া বলিল, "দেখ মা, কোন্‌খানা।" গৌরীর মা প্রথমখানার নাম পড়িতেই ঘটকী বলিল, "ওখানা নহে—ও বৈদ্যদের।" তিনি দ্বিতীয়খানা লইয়া পড়িলেন—"পাত্রের নাম— শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; পাত্র এম্‌-এ, পরীক্ষায় সর্ব্ব-প্রথম স্থান—" ঘটকী বলিল, "হাঁ—ঐখানা।" বিধাত্রী দেবী একজন দাসীকে সেখানা দিয়া বলিলেন, "এইখানা সরকার

মহাশয়কে দিয়া নকল করাইয়া আন।” পুত্রবধূ এ সম্বন্ধে শাশুড়ীর মত দেখিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না—এখনও সময় আছে।

ঘটকী চলিয়া যাইবার পর বিধাত্রী দেবী একজন চাকরকে বলিলেন, “দেখিয়া আয়, দেওয়ানজী মহাশয় একবার আসিতে পারেন কি না।” ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, দেওয়ানজী আসিয়াছেন। দেওয়ানজী বৃদ্ধ হইয়াছেন—আর কাজ করিতে পারেন না; কিন্তু বিধাত্রী দেবী তাঁহাকে কাজ ছাড়িতে দেন নাই। তিনি অনেক সময় আপনার বাড়ীতেই থাকেন—পূর্ণ বেতন পায়েন, প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে আনান হয়। কেবল যে কয় মাস বিধাত্রী দেবী কলিকাতায় থাকেন, সে কয় মাস দেওয়ানজীও কলিকাতায় থাকেন—শরীর ভাল থাকে, নিত্য গঙ্গাস্নানও হয়।

বিধাত্রী দেবীর আদেশে ভৃত্য সম্বন্ধের কাগজখানা দেওয়ানজীকে দিল। বিধাত্রী দেবী বলিলেন, “দিদিমণির জন্য এই একটা সম্বন্ধ আসিয়াছে, ইহার সন্ধান আপনাকেই লইতে হইবে। ঘটকীর বর্ণিত সব বিবরণ তিনি দেওয়ানজীকে জানাইলেন। দেওয়ানজী পিরাণের পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া চক্ষুষ্মান্ হইলেন, এবং কাগজের লেখা পাঠ করিয়া বলিলেন, “মা, বোধ হয় একটা ঠিকানা করিতে পারিব। পাত্রের ভগিনীপতিকে আমি জানি। সুন্দরগঞ্জের চরের মোকর্দ্দমায় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের সঙ্গে ইনি আমাদের ‘জুনিয়র’ উকীল

বিধাত্রী দেবী পাকা গৃহিণীর মত বাড়ীর সাজসজ্জা হইতে পাত্রের মাতার কথাবার্ত্তা সব লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ় হইল—তিনি গৌরীর উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছেন। পাত্রের মাতা বলিলেন, "মা, আপনি সব দেখিলেন। ধনীর মেয়ে ঘরে আনিতে আমার যেমন সঙ্কোচ হয়—গরীবের ঘরে মেয়ে দিতে আপনারও অবশ্য তেমনই সঙ্কোচ হইবে। আমি অনেক ভাবিয়া, মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তবে সাহস পাইয়াছি। আমি কোনও কথা গোপন করিতে চাহি না। আপনি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া যে হয় উত্তর দিবেন।"

পাত্রের মাতার এই স্পষ্টোক্তি বিধাত্রী দেবীর বড় মিষ্ট বোধ হইল। গৌরীর মা কিন্তু মনে করিলেন, অতটা বিনয় কেবল তাঁহার শাশুড়ীর মন ভুলাইবার জন্য। বড়মানুষের ঘরে কাজ করিতে সঙ্কোচ! বলে, 'সেধো! খাবি?—না, হাত ধুয়ে বসে আছি।'

ইহার পর বিবাহের আয়োজনের পর্ব্ব পড়িল। কলিকাতায় বিবাহ হইবে, কিন্তু উৎসবের আনন্দ হইতে বিধাত্রী দেবী গ্রামের লোককে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। সুতরাং বিবাহের পর তিনি নাতিনী নাতজামাই লইয়া গ্রামে যাইবেন; উৎসব তথায় হইবে; দেওয়ানজী দপ্তর হইতে পুরাতন ফর্দ্দ বাহির করিয়া তাহার কালোচিত পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; গহনার ফর্দ্দের বিচার হইতে লাগিল; কাপড়ের নমুনা দেখা চলিতে লাগিল, ইত্যাদি।

যখন আশীর্ব্বাদের দিন দেখিবার জন্য পুরোহিত-ঠাকুরকে বলা হইল, তখন একদিন বধূঠাকুরাণী তাঁহার খাস দাসীকে বলিলেন, "আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাই। ছেলের মা, গৃহিণীকে 'গুণ' করিয়াছে, পাশকরা ছেলে এখন গড়াগড়ি যায়—পয়সা নহিলে কিছুই হয় না। ঐ রমার মাষ্টারও ত এম্‌-এ, পাশকরা।" সেই দিন দাসী দেওয়ানজী মহাশয়কে জানাইল, "বধূঠাকুরাণী বলিলেন, আপনি রমাগৌরীর মঙ্গলই দেখেন। গৌরীর এ সম্বন্ধ কি মনের মত হইল?" দেওয়ানজী কথাটা শুনিয়া বিচলিত ও ব্যথিত হইলেন। পুত্রবধূর সঙ্গে তাঁহার মতভেদের কথা বিধাত্রী দেবী এমনই গোপন রাখিয়াছিলেন (তিনি মনে করিতেন, মাতে মেয়েতে মতভেদ হইলে তাহা আর কাহারও জানিবার নহে) যে, দেওয়ানজী ঘুণাক্ষরেও তাহার আভাস পান নাই। আজ এই কথায় তিনি একটু শঙ্কিত হইলেন—তবে কি সংসারে অশান্তির বিষ প্রবেশ করিয়াছে? তিনি সেই দিনই বিধাত্রী দেবীর সঙ্গে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব ব্যবস্থা ত স্থির হইল। কিন্তু একটা কথা—বধূঠাকুরাণী এ সম্বন্ধ সম্বন্ধে কি বলেন?" দেওয়ানজীর প্রশ্ন শুনিয়াই বিধাত্রী দেবী বুঝিলেন, কথাটা আর গোপন নাই। তিনি বলিলেন, "বধূমাতা 'ছেলে মানুষ', তিনি যাহাই কেন বলুন না, আপনি কি বলেন—টাকা দেখিব, না মানুষ দেখিব? দাঁড়ি-পাল্লার কোন্ দিক্ অধিক ভারী?" দেওয়ানজী উত্তর করিলেন, "আমরা গরীব লোক, আমাদের টাকার দিক্‌টাই

ভারী দেখিবার কথা, কিন্তু আমরাও মানুষকে টাকার উপর স্থান দিয়া থাকি; বিষয়বুদ্ধির পরিচয় তাহাতেই।" সে কথা শেষ হইল। কিন্তু দেওয়ানজীর মনে বেদনার অবশেষটুকু রহিয়া গেল। যে সংসারের সেবায় তিনি জীবন কাটাইয়াছেন—যাহার কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করিতে পারেন, সে সংসারে কি শেষে অশান্তি প্রবেশ করিল? গৌরীর মার সম্বন্ধে তিনি বহুদিন পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি মনে মনে দেবতাকে ডাকিলেন, "মা, সর্ব্বমঙ্গলা—মঙ্গল কর।"

আশীর্ব্বাদের দিন সুশীলের পরীক্ষার ফল জানা গেল, সে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়াছে। বিধাত্রী দেবীর আনন্দ আর ধরে না। তিনি বলিলেন, "দিদিমণির আমার 'পয়' কেমন!"

আশীর্ব্বাদের সময় গৌরীর মাতুলরা আসিলেন, গৌরীর মার পিত্রালয়ের সম্পর্কে আরও অনেকে—তাহার মাসীরা, দিদিমা প্রভৃতি আসিলেন। সম্বন্ধ যে গৌরীর মাতার মনের মত হয় নাই, তাহা বুঝিয়া তাঁহার এক জ্যেঠাইমা (তিনি সর্ব্বদাই গৌরীর মার মন রাখিতে চেষ্টা করিতেন; কারণ, 'দশ পুত্র সম কন্যা—যদি পাত্রবিশেষে পড়ে') তাঁহাকে বলিলেন, "তা মা, তুমি কথা কহিলে না কেন? এ ত আর যে সে কথা নহে—মেয়ের বিবাহ।" গৌরীর মা উত্তর দিলেন, "শাশুড়ী সব করেন, এখন আমি এক কথা বলিলে বলিবেন, তাঁহার অমান্য করা হইল।" জ্যেঠাইমা গৌরীর মার মাতাকে বলিলেন, "ধন্য মেয়ে বটে গর্ভে ধরিয়াছিলে।

সহ্য গুণে যেন মা বসুন্ধরা! কিন্তু তুমি যদি 'না' বলিতে, তবে তোমার অমতে কি কেহ তোমার মেয়ের বিবাহ দিতে পারিত?" গৌরীর দিদিমা বলিলেন, "কিন্তু বেহাইনও অনেক ভাবিয়া কাজ করিতেছেন।" মার কথা গৌরীর মার ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, "ভগবান্ কি আর আমার কোনও কথা বলিবার মুখ রাখিয়াছেন?" জ্যেঠাইমা অঞ্চলে শুষ্ক চক্ষু মুছিলেন—তাহার পর জোর করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সবই আমাদের কপাল! তবে বাঁচিয়া থাকুক তোমার রমা, আবার ফলে ফুলে সংসার হইবে। সংসার ত তোমারই।"

এ দিকে গৌরীর বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল—কলিকাতায় ও গ্রামে সব উদ্যোগের সংবাদ বিধাত্রী দেবী রাখিতে লাগিলেন, গৌরীর বিবাহে যেন কোনও বিষয়ে কোথাও অঙ্গহানি না হয়। বিবাহের সব ব্যবস্থায় তিনি গৃহিণীপনার ও ক্ষমতা-পরিচালন-দক্ষতার চূড়ান্ত পরিচয় দিলেন।

৪

গৌরীর বিবাহের পর দিন 'বর-কনে বিদায়' হইয়া গেল।

বিধাত্রী দেবী এতক্ষণ প্রবল চেষ্টায় আপনাকে স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন। উৎসবের আনন্দের মধ্যে তাঁহার শূন্য বুকের মধ্যে যে ব্যথা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রবলতর হইয়াছিল, তিনি যেন তাহা আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। স্মৃতি কেবলই তাঁহার শোকক্ষতে ক্ষার নিক্ষেপ করিতেছিল। শেষে যখন বর কন্যা আশীর্ব্বাদের সময় সুশীলের হাতে গৌরীর হাত দিয়া তাঁহাকেই বলিতে হইল—"এত দিন গৌরী আমার ছিল, আজ তোমাকে দিলাম"—তখন তাঁহার মনে হইল, তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, আর স্থির থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার বুকের মধ্যে পুত্রহারা জননীর শোক-বেদনা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। আজ কোথায় সে—তাঁহার বক্ষের রক্ত—স্নেহের সম্বল, যে তাঁহার কন্যাকে জামাতার হস্তে সমর্পিত করিবে? সে কোথায়? আর কোথায় তিনি—তাহার শোকবেদনবিক্ষত জননী! হায় দেবতা, এ কি তোমার বিধান! তবুও তিনি প্রবল বলে আপনাকে স্থির রাখিয়া, যেন যন্ত্রচালিতবৎ সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু চারি দিকের লোক জন, কাজ—সে সব যেন তিনি আর লক্ষ্য করিতে পারিতেছিলেন না, অশ্রু যেমন তাঁহার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিতেছিল, বেদনা তেমনই তাঁহার অনুভূতি অস্পষ্ট করিতেছিল। 'বর-কনে বিদায়' হইয়া গেলে তিনি আপনার কক্ষে যাইয়া রিক্ত

হর্ম্ম্যতলে পড়িলেন—মনের শক্তি ও শরীরের শক্তি এক সঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা—পুঞ্জীভূত রোদন একটীমাত্র আর্ত্তনাদে আত্মপ্রকাশ করিল—"বাবা!" তিনি আর তাহার বিকাশ রুদ্ধ করিতে পারিলেন না।

তখন পার্শ্বের কক্ষে গৌরীর মা চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে রমাকে গৌরীর বাড়ী পাঠাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। রমার সাজসজ্জা তিনি পূর্ব্বেই বাহির করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌরী পঁহুছিলে তাহার কেমন আদর হয়, রমা তাহা দেখিয়া আসিবে। তিনি রমাকে সেই সব কথা বলিতেছিলেন। এমন সময় পার্শ্বের ঘরের আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। গৌরীর মার জ্যেঠাইমা বলিলেন, "আজ শুভ দিন, আজ না কাঁদিলে হইত না?" গৌরীর দিদিমা বলিলেন, "আহা, আজ শোক যে নূতন হইয়া উঠে।" বিধবা দুহিতার জননী তিনি—তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

রমা দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল। যে বেদনায় পিতামহীর মুখে যাতনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, উৎসবানন্দের মধ্যে আর কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই; কিন্তু রমা লক্ষ্য করিয়াছিল। সে সেই বেদনার এমনই বিকাশের জন্যই উৎকর্ণ হইয়া ছিল। পিতামহীর আর্ত্তনাদ তাহার শ্রবণগোচর হইবামাত্র সে দিদির বাড়ী যাইবার জন্য মার উপদেশ ভুলিয়া গেল—ছুটিয়া যাইয়া ঠাকুরমার কাছে শুইয়া তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিধাত্রী দেবী তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। তিনি পুত্রহারা—সে পিতৃহারা; কাহার দুর্ভাগ্য অধিক—কাহার বেদনা অধিক?

রমাকে বুকের কাছে লইয়া তাঁহার কত কথা মনে হইতে লাগিল। এক দিন তাহার পিতাও এতটুকুই ছিল—এমনই তাঁহার ছায়ার মত থাকিত, তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। একবার মনে হইল, বুঝি এ সেই—তিনি তাহাকেই বক্ষে ধরিয়া আছেন—এত দিনের, এত বৎসরের এই শোক, এই ব্যথা, এ সব দুঃস্বপ্ন—সত্য নহে। কিন্তু তখনই সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল—বুকে যে চিতানল, তাহা ত নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তবে এও সেই—তাঁহার সেই অমূল্য নিধি—সেই স্নেহের সর্ব্বস্ব, সেই স্নেহবন্ধনেই বদ্ধ আছে। তিনি স্নেহের আবেগে রমাকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন—যেন সে শোকের ক্ষতে স্নিগ্ধ ভেষজ।

বেদনার আবেগোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইবার পর বিধাত্রী দেবী উঠিয়া বসিলেন—রমার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনিই উদ্যোগ করিয়া তাহাকে দিদির বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন, এবং সে ফিরিয়া আসিলে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সন্ধ্যার পর দেওয়ানজী প্রভৃতিকে ডাকাইয়া তিনি ফুলশয্যার তত্ত্বের ফর্দ্দ ঠিক করিলেন—কত জন লোক যাইবে, কিরূপ কি ব্যবস্থা হইবে, সব স্থির করিলেন, দ্রব্যাদি যাহাতে যথাকালে পঁহুছে, তাহার জন্য উপদেশ দিলেন।

পর দিন তত্ত্ব পাঠাইয়া সরকার প্রভৃতির প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত তিনি বসিয়া রহিলেন, এবং তাহারা ফিরিয়া যখন জানাইল, 'কুটুম বাড়ী' সকলেই তত্ত্বের প্রশংসা করিয়াছে, তখন যেন নিশ্চিন্ত হইলেন।

তাহার পর 'বর-কনে' গ্রামে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা। তিনি পুত্রবধূকে বলিলেন, "বৌমা, আমি আগে যাই—সব গোছগাছ করিয়া রাখি, তুমি মেয়ে জামাই লইয়া যাইবে; বরং বেহাইন ঠাকরুণ আমার সঙ্গে চলুন, দুই জনে পরামর্শ করিয়া কাজ করিব।" গৌরীর মা এ প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মতি দিলেন; কেন না, ইহাতে তিনি শাশুড়ীর আওতাছাড়া হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিবার অবসর পাইলেন। যাইবার সময় কিন্তু সব বিষয়ের বন্দোবস্ত এমন ভাবে করিয়া গেলেন যে, পুত্রবধূর কর্ত্তৃত্ব-প্রকাশের বড় অবসর রহিল না। শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, রমা বাবু আমার সঙ্গে যাইবেন, না তোমার সঙ্গে যাইবেন?" বৌমা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "গৃহিনী কি আর কর্ত্তাকে ছাড়িয়া যাইবেন?" বিধাত্রী দেবীও হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ—বাড়ীর কর্ত্তার কি আগে বাড়ী না গেলে ভাল দেখায়। বিশেষ আমার এই শেষ কাজ, কর্ত্তা গৃহিণী পরামর্শ করিয়া করাই ভাল। তবে কি না কর্ত্তা এবার দোটানায় পড়িলেন।" বেহাইন বলিলেন, "সে ভয় নাই, বেহাইন; দুই দিনে তোমার কর্ত্তাকে পর করে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। কিন্তু শেষ কাজ—রমার বিবাহ নহিলে হইবে না।" বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "সে আশীর্ব্বাদ আর করিও না, বেহাইন! এইবার আমার ছুটী।"

গ্রামে উৎসবের স্রোত বহিল—কোনও দিকে কোনরূপ ত্রুটী হইল না। কিন্তু সেই উৎসবের আনন্দালোকের মধ্যে ভবিষ্যতের

দিকে যে ছায়া পড়িল, তাহা বিধাত্রী দেবীও লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। লক্ষ্য করিল—কেবল সুশীল। বিধাত্রী দেবীর ব্যবহারে আর তাহার শাশুড়ীর ব্যবহারে সুশীল একটু প্রভেদ লক্ষ্য করিত। তাহার প্রতি বিধাত্রী দেবীর স্নেহ যেন শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—তাঁহার সকল ব্যবহারে তাহা আত্মপ্রকাশ করিত। শাশুড়ীর ব্যবহারে সে তাহা পাইত না। সে মনে করিত, তাহা হয় অতিসংযমের ফল, নহে ত স্নেহের অপূর্ণতার পরিচায়ক। সে তাহা অতিসংযমের ফল বলিয়াই ধরিয়া লইতে চেষ্টা করিত—শাশুড়ীর কর্ত্তৃত্ব-চালিত সংসারে গৌরীর মা হয় ত জামাতার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে একটু দ্বিধা অনুভব করেন। কিন্তু গৌরীর মার প্রগল্‌ভা জ্যেঠাইমার অসতর্ক কথায় এক দিন তাহার সে ভাব দূর হইয়া গেল। তিনি কথায় কথায় গৌরীর মাকে বলিলেন, "তা, মা, তুমি মনে দুঃখ করিও না—রূপে তোমার গৌরীর মত না হউক, জামাই দেখিতে শতে এক জন; আর পয়সা? সে বেহাইন ঠিকই বলিয়াছেন, মেয়ের কপালে থাকে, টাকার অভাব হইবে না।" সুশীল সে কথা শুনিল। কোনও কোনও কথা জলের উপর জলবিন্দুর মত পড়ে,—একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, তাহা অচিরে মিলাইয়া যায়; আবার কোনও কোনও কথা শীশার গুলির মত পড়ে—জলে ডুবিয়া যায় বটে, কিন্তু নষ্ট হয় না, ঘটনার জাল সময় সময় তাহা জড়াইয়া তুলিয়া জীবনের কূলে ফেলে। এই কথাও সুশীল ভুলিল না—তাহার শাশুড়ী রূপে ও ধনে যেমন জামাতা চাহিয়াছিলেন, সে তেমন হয়

নাই। তবে কি সে জীবনে ভুল করিল? প্রথমেই সে ধনীর দুহিতা বিবাহ করিতে ভয় পাইয়াছিল। তাহার আশঙ্কাই কি তবে সত্য হইল? সে রাত্রিতে সে ঘুমাইতে পারিল না। তাহার পার্শ্বে নিদ্রিতা সুন্দরী পত্নীর মুখে চাহিয়া ভাবিল—মার মনের ভাব যে কন্যার মনেও প্রতিবিম্বিত হইবে না, তাহাই বা জানিব কি করিয়া? নবোন্মেষিত যৌবনে প্রথম প্রণয়বিকাশের কালে এমন সন্দেহ অশেষ যন্ত্রণার কারণ। বসন্তের বাতাসে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে, তখন যদি সহসা তুষারপাতে বসন্তশোভা বিলীন হয়, তবে সে বড় দুঃখের। বিনিদ্র সুশীল বুঝিল, যত দিন গৌরী তাহার প্রেমে এই সন্দেহ-চিহ্ন ধৌত করিয়া দিতে না পারিবে, তত দিন তাহাকে এই বেদনা-চিহ্ন বহন করিতে হইবে। জীবনে সে চিহ্ন অপনীত হইবে কি? সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। যখন শিক্ষিত যুবক বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন সে সুখশান্তিময় সংসার-রচনার আশায় সে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সাহস করে। জীবনে সুখ, শান্তি, সন্তান লাভ করিয়া ধন্য হইবার আশা করে। তাহার কল্পনা তাহার জন্য নন্দনের রচনা করে; তাহার পর স্বামী-স্ত্রীর প্রেমসঞ্জাত শক্তি সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত করিতে পারে। প্রেম বিরাট্ সেতুর মত উভয়ের হৃদয় যুক্ত করে। কিন্তু যে স্থলে সেই সেতুর কোনও অংশে—কোনও একটী কীলকে মরিচা ধরিবার অবকাশ থাকে, সে স্থলে সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতে পারে। অতর্কিতভাবে শ্রুত এই কথাটী সেইরূপ সর্ব্বনাশের অবকাশ প্রদান করিবে কি না, কে বলিতে পারে? কিন্তু

সুশীলের সে সন্দেহ সুশীল ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারিল না। সে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু প্রবোধ শান্ত করিতে পারিল না।

সুশীল কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিধাত্রী দেবীর মনে হইল, বোধ হয়, তাহার শরীর ভাল নাই। তিনিও তাহাকে অধিক দিন থাকিবার জন্য জিদ করিলেন না। দশ দিনের মধ্যে সে ফিরিয়া গেল। হৃদয়ে প্রেমানুভূতির আনন্দের সঙ্গে সন্দেহের বেদনা লইয়া গেল।

কলিকাতায় ফিরিয়াই বিধাত্রী দেবী সুশীলের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি বলিলেন, "সুশীল উকীল হইল—উপার্জ্জন এক দিনে হয় না, বিশেষ তাহাকে হাইকোর্টের একটা পরীক্ষা দিতে হইবে; কিন্তু খরচ বাড়িল; এখন সংসারের ভাবনা সুশীলের মারও যেমন, তাঁহারও তেমনই। তিনি সুশীলকে মাসে এক শত টাকা করিয়া দিবেন।" সুশীলের মা সহসা প্রস্তাবের উত্তর দিতে পারিলেন না; বলিলেন, "মা, টাকাকড়ির কথা—আমি ছেলেদের জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু বলিতে পারি না। তাহারা যাহা বলিবে, তাহাই হইবে। এখন তাহারা বড় হইয়াছে।"

সুশীলের মা যখন পুত্রদ্বয়কে এই প্রস্তাব জানাইলেন, তখন সুশীলের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। এই প্রস্তাবে তাহার প্রতি অনুকম্পা এবং তাহার শ্বশুরবাড়ীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা নাই ত? সে বলিল, "মা, পরের পয়সার উপর নির্ভর

করিয়া কাজ নাই—আপনারা যাহা পাই, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।" তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাহার মাতা বলিলেন, "তোর ইচ্ছা না হয়—লইয়া কাজ নাই। কাল তুই ত নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবি, সেই সময় তোর দিদিশাশুড়ীকে বলিয়া আসিস। আমি বলিতে পারিব না—তাঁহার কথা এমন মিষ্ট যে, 'না' বলিতে পারা যায় না।"

পর দিন সুশীল শ্বশুরালয়ে যাইলে যখন নিকটে আর কেহ ছিল না, তখন বিধাত্রী দেবী তাহার নিকট সে প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলে তিনি স্নেহের দ্বারা তাহার যুক্তি খণ্ডিত এবং আপত্তি নিরস্ত্র করিলেন, এবং শেষে বলিলেন, "তবুও যদি তোমার কোনও আপত্তি থাকে, তুমি এ টাকা গৌরীর মেয়ের বিবাহে গৌরীর বুড়া ঠাকুরমার যৌতুক বলিয়া নিও; কিন্তু, দাদা, আমার কথা রাখ—আমার মনে কষ্ট দিও না।" তাঁহার কথায় ও ব্যবহারে সুশীল তাহার প্রতি দয়ার বা আপনার ধনগর্ব্ববিকাশচেষ্টার কোনও পরিচয়ই পাইল না। গৃহে ফিরিয়া সে তাহার মাতার সহিত সেই কথার আলোচনা-কালে বলিল, "মা, আমিও হারিয়া আসিলাম। কিন্তু ভাল হইল না।"

এই মাসহারার ব্যবস্থা বিধাত্রী দেবী পুত্রবধূকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "এক শত টাকায় কি হইবে?" তাঁহার কথায় যে খোঁচাটুকু ছিল, বিধাত্রী দেবী তাহা বুঝিলেন—যে ঘরে কাজ করা হইয়াছে, তাহাকে এক শত টাকা দিয়া গৌরীর উপযুক্ত

শ্বশুরবাড়ী করা অসম্ভব। অথচ রমাকে ও গৌরীকে তিনি কোনও দিন বিলাসে লালিতপালিত করেন নাই, তিনি বিলাসের বিরোধী ছিলেন। যাহা হউক, বৌমার কথার প্রচ্ছন্ন আঘাতটুকু তিনি গ্রহণ করিলেন না; কেবল ভবিষ্যতে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত-প্রকাশের অভিপ্রায়ে বলিলেন, "দিবার দরকার হইলে সুযোগও পাওয়া যাইবে। এখন অধিক দিবার প্রস্তাব করিলে তাহারা মনে করিবে, আমরা 'বড়মানুষী' দেখাইতেছি। তাহা হইলে তাহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইত না।" বৌমা কথাটার স্পষ্ট জবাব দিলেন না; কিন্তু মনে মনে বলিলেন, "তাহারা পাইবার আশাতেই এ ঘরে কাজ করিয়াছে।"

এই বিষয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে বিধাত্রী দেবীর মতান্তর ঘটিতে লাগিল। গৌরীর মা ধনের প্রাধান্যে মেয়ের শ্বশুরবাড়ীকে বড় করিবার কল্পনা করিলেন; বিধাত্রী দেবী সে কল্পনাকে মনে স্থান দান করিতে অসম্মত হইলেন। তত্ত্বাদিতে উভয়ের মতের প্রভেদ আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ছয় মাস পরে যখন গৌরী 'ঘর করিতে' গেল, তখনও তাহাই হইল। তাহার মা বলিলেন, "মেয়ের সঙ্গে দুই জন ঝি দিবেন।" বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "এক জন মাত্র ঝি যাইবে—সেও স্থায়ী হইয়া নহে; তাহার পর গৌরীর শাশুড়ী কিরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা দেখিয়া তবে তাহাকে স্থায়ী করা না করার কথা বিচার করা যাইবে। কারণ, মেয়ের স্বাচ্ছন্দ্যই দেখিতে হইবে—'বড়মানুষী' দেখাইয়া কুটুম্বের সঙ্গে সম্বন্ধ তিক্ত করা সুবুদ্ধির কাজ নহে।" অবশ্য বিধাত্রী দেবীর

কথাই বজায় থাকিল; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, ক্রমে ব্যাপার জটিল হইয়া উঠিতেছে।

কাশীধামে গৌরীপুরের চৌধুরীদিগের একখানি বাড়ী ছিল। বিধাত্রী দেবী বাড়ীটী সর্ব্বদাই সুসংস্কৃত রাখিতেন; আত্মীয় কুটুম্ব যে যখন চাহিত, তাহাকেই বাসের অনুমতি দিতেন। এবার বাড়ীর আবার সংস্কার হইল। তাহার পর তিনি কাশীবাসের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সম্পত্তির ও সংসারের আয় ব্যয়ের পাকা ব্যবস্থা করিলেন যে, কেহ কিছু নষ্ট করিতে না পারে। গৌরীপুরে সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার এবং শ্বশুরের ও স্বামীর ব্যবস্থানুসারে যাত্রাপুরের জমীদারীতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব তিনি ত্যাগ করিলেন না; কেবল উইল করিলেন—তাঁহার মৃত্যুর পর সব রমারঞ্জনের।

দুর্গোৎসবের পর তিনি গ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন। প্রজারা বলিল, "এত দিনে আমরা মাতৃহীন হইলাম।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "এইবার আমার ছুটীর দরখাস্ত মঞ্জুর করুন, মা!" বিধাত্রী দেবী উত্তর করিলেন, "আমি আর বহল বরখাস্তের মালিক নহি। এখন বৌমা সব দেখিবেন।" তবে দেওয়ানজী বুঝিলেন, প্রকারান্তরে তাঁহার ছুটীই হইল। কারণ, বুড়ার বুদ্ধি কাজে লাগাইবার যোগ্যতা বিধাত্রী দেবীরই ছিল, সকলের থাকে না।

কর্ম্মচারীরা বলিল, "কি জানি—কি হয়!"

সম্পত্তির, সংসারের, দেব-সেবার, অতিথি-সেবার, রমার ও

গৌরীর সব ব্যবস্থা বিধাত্রী দেবী পুত্রবধূকে বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর বিশ্বনাথের চরণে আত্মনিবেদন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

আশ্রিতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে গেল। কালীর মা প্রাচীনা হইয়াছিল, সে সঙ্গে গেল। সে না কি যাইবার সময় তাহার বহিনঝিকে বলিয়াছিল, বৌমার সঙ্গে মতান্তরের জন্যই গৃহিণী এত শীঘ্র কাশীবাসে চলিলেন।

৫

শ্বশুরবাড়ীতে গৌরীর আদর যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটী ছিল না। তাহার শাশুড়ী মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, মনেও তাহাই ভাবিতেন; বধূরা 'ছেলেমানুষ', সুখে লালিতাপালিতা, পাছে তাহাদের কোনও অসুবিধা হয়, সেই জন্য তিনি তাহাদিগকে সংসারের কোনও কাজ করিতে দিতেন না; যে কাজ তাহারা সখ করিয়া করিতে চাহিত, কেবল তাহাই তাহারা করিতে পাইত। সে বিষয়ে গৌরীর মাতা গৌরীর অপেক্ষা অধিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিল; সে জিদ করিয়া কাজ করিত; গৌরীর সে বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখা যাইত না। বিধাত্রী দেবী তাহাকে যত আদরেই রাখিয়া থাকুন না, সর্ব্বদাই কাজ করিতে উপদেশ দিতেন, এবং শিখাইতেন। গৌরী যখন 'ঘর করিতে' যায়, তখনও তিনি তাহাকে সে বিষয়ে বিশেষ সদুপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরীর

মাতার ভাবটা গৌরীতে সংক্রান্ত হইয়াছিল। মা যে সর্ব্বদাই মনে করিতেন, গৌরীর শ্বশুরবাড়ী তাঁহার মেয়ের উপযুক্ত হয় নাই, মেয়ে তাহা জানিত। সে পিতামহীকে সংসারের সব কাজ করিতে দেখিয়াছিল, এবং আপনার সংসারের কাজ আপনি করা যে অপমানজনক নহে, তাহাও বুঝিত; কিন্তু তাহার মা তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, সে ত আর সংসারের কর্ত্রী নহে, কাজেই যে সংসারে ঝির অভাবে বাড়ীর বধূকে সংসারের কাজ করিতে হয়, সে সংসারে কাজ করা বধূর পক্ষে অপমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই গৌরী কাজ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত না। তাহাতে তাহার শাশুড়ী কিছুই মনে করিতেন না; কিন্তু সুশীল বিরক্ত হইত। বিশেষ শাশুড়ীর যে মতের বিষয় সে জানিতে পারিয়াছিল, তাহাতে সে গৌরীর ব্যবহারে সন্দেহ করিত, সেও মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে, শ্বশুরবাড়ী তাহার মত ধনী কন্যার উপযুক্ত হয় নাই। এইরূপ বিশ্বাস যুবকের পক্ষে যেমন কষ্টকর, তাহার ভালবাসার পক্ষে তেমনই মারাত্মক। ইহা সসর্প গৃহে বাসের অপেক্ষাও ভয়ানক, চক্ষুতে বালু লইয়া কাজ করার অপেক্ষাও কষ্টকর। সে যাহাই হউক, শ্বশুরবাড়ী যে গৌরীর কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে, এমন কথা বলিবার অবকাশ তাহার মাতাও পাইলেন না।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেলে সুশীলকুমারের পরিবারে একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিল। মফঃস্বলে একটা মামলা করিতে যাইয়া তাহার ভগিনীপতি জ্বর লইয়া আসিয়াছিলেন। ক্রমে

তাহা প্রবল হইলে ডাক্তারেরা রক্ত-পরীক্ষায় তাহার নিদান নির্ণয় করিলেন—কালাজ্বর। দীর্ঘ ছয় মাস সর্ব্ববিধ চিকিৎসা চলিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জরে পড়িবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি অনেক টাকা খরচ করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন, ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার খরচ কুলাইতে অবশিষ্ট সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া গিয়াছিল। কাজেই তাঁহার মৃত্যুর পর সুশীল ও তাহার ভ্রাতা দিদিকে আপনাদের সংসারভুক্তা করাই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করিল।

সুশীল হাইকোর্টের বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও ভাল করিয়া ওকালতী আরম্ভ করিতে পারে নাই; ভগিনীপতির চিকিৎসার ও শুশ্রূষার জন্য বিব্রত ছিল। দিদিকে সংসারভুক্তা করিবার পর সে-ই জিদ করিল, বড় ভাগিনেয়কে বিলাতে পড়িতে পাঠাইবে। ছেলেকে বিলাতে পাঠাইবার সব ব্যবস্থা তাহার ভগিনীপতিই করিয়াছিলেন—কিন্তু কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সুশীল যখন তাঁহার সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে জিদ করিল, তখন তাহার দিদিই তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভাই, আমার পোড়া কপালে সে আশাও শ্মশানে পুড়িয়াছে, ও কথা আর তুলিও না। সে আশা এখন ছেঁড়া চেটাইয়ে শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখার সমান।" সুশীল কিন্তু ছাড়িল না। দিদি বলিলেন, "তুমি কি পাগল? একে এই সব ছেলে মেয়ে লইয়া তোমাদের গলগ্রহ হইয়াছি—তোমাদের অবস্থা যাহা, তাহাও ত জানি; এখন কি আর মাসে মাসে দুই শত

তিন শত টাকা জোগান যায় !" সুশীল যেটা জিদ ধরিত, সহজে সেটা ছাড়িত না ; সে হিসাব করিয়া দেখাইল, মাসে দুই শত টাকা হইলেই খরচ কুলাইবে, আর তাহাতে শেষে লাভ ব্যতীত লোকসান নাই ; কারণ, এ দেশে ডাক্তার হইতে ভাগিনেয়ের আরও চারি বৎসর লাগিবে। বিলাতে যাইলে সে দুই বৎসরে ডাক্তার হইয়া আসিতে পারিবে। সে বলিল, "তোমার বাড়ীর ভাড়া মাসে এক শত টাকা আছে, আর আমার শ্বশুরবাড়ীর এক শত টাকা আছে, ইহাতেই কুলাইয়া যাইবে।" দিদি অনেক করিয়া বুঝাইলেন, এখন আর সুধীরকে বিলাতে পাঠান সম্ভব নহে। সুশীল কিছুতেই বুঝিল না। সুধীর প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল—তাহাকে সে এক মাসের মধ্যেই বিলাতে পাঠাইবে। সে তখনই সব ব্যবস্থা করিতে বসিয়া গেল। দিদি সংসারভুক্তা হওয়ায় খরচ বাড়িয়াছে, যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইবে। কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও, পাছে বধূদিগের অসুবিধা হয়, সেই আশঙ্কায় তাহার মাতা দুই বধূর জন্য দুই জন দাসী রাখিয়াছিলেন। সেই বাহুল্য কমাইয়া সুশীল ব্যয়সঙ্কোচের প্রস্তাব করিল। সেই প্রস্তাব হইতে সংসারে বিষম গোল বাধিল।

গৌরীর দাসীর কাজ কিছুই ছিল না বলিলেই হয়। কাজের মধ্যে তাহার বাপের বাড়ী সংবাদ-বহন। সে দেখিল, এইবার সে অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ; তাই সে নানা কথায় গৌরীর 'কান ভারী' করিতে লাগিল। গৌরী তাহার কথায় বুঝিল,

এই যে ব্যবস্থা হইতেছে, ইহাতে তাহার মর্য্যাদার হানি হইতেও পারে, অসুবিধা হইবেই।

পর দিন অপরাহ্নে গৌরী সংবাদ পাঠাইয়া বাপের বাড়ীর গাড়ী আনাইয়া মার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। মা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তাড়াতাড়ি আসিলি কেন? আজ মাসের সংক্রান্তি, আজই ফিরিয়া যাইতে হইবে; যখন আসিলি, দুই দিন পরে আসিলে ত দুই দিন থাকিয়া যাইতে পারিতিস।" উত্তরে গৌরী বলিল, "কাল হইতে আমার ঝি সংসারের কাজে যাইবে, আর ত আসিবার অবসর পাইব না, তাই আজ আসিলাম।" মা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে?" তখন গৌরী সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। মা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ঠাকরুণ যে কি বুঝ বুঝিয়া এ কাজ করিয়াছিলেন!" তাহার পর তিনি বলিলেন, "আমি কাল সুশীলকে বলিব, তা হইবে না; তোর ঝি রাখিতে হইবে।" গৌরী বলিল, "না—তুমি কিছু বলিও না; কি জানি কে কি মনে করে।" মা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কেন? আমি ত মাসে এক শত টাকা দিয়া থাকি, আমার মেয়ের একটা ঝি রাখিতে হইবে, সে কথাও বলিব না? এত ভয় কিসের?"

সন্ধ্যার পর গৌরী যখন ফিরিয়া গেল, তখন মার আদেশে রমা দিদির সঙ্গে যাইয়া সুশীলকে পর দিন নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল।

মেয়ের বিবাহে যে তাঁহার কথা থাকে নাই, শাশুড়ী আপনার

মতে কাজ করিয়াছিলেন, সে কথা গৌরীর মা কখনও ভুলিতে পারেন নাই। সে বিষয়ে তাঁহার আহত অভিমান মনের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া, বাহির হইবার পথ সন্ধান করিতেছিল—পথ পাইতে ছিল না, কাজেই সুশীলের সঙ্গে ঝি রাখার কথায় তিনি রাখিয়া ঢাকিয়া কথা কহিতে পারিলেন না, কথাটা গোড়া হইতেই একটু কড়া হইল। সুশীলও এই বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক ছিল; গোড়া হইতেই কথাটা একটু বাঁকা ভাবে ধরিল। শাশুড়ী যখন প্রথমে বলিলেন, "গৌরীর ঝিকে না কি জবাব দিতেছ?" তখনই সুশীল বুঝিল, পূর্ব্ব দিন গৌরীই আসিয়া সে সংবাদ দিয়া গিয়াছে। সে দৃঢ়ভাবে বলিল, "জবাব দিতেছি না, অন্য কাজ দিতেছি।" শাশুড়ী সে ব্যবস্থায় আপত্তি করিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, তা হইবে না—আমার ঐ এক মেয়ে, উহার কোনও কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারিব না।" সুশীল উত্তর দিল, "যাহাতে কোনও কষ্ট না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করিয়াছি।" শাশুড়ী মাত্রা আর একটু চড়াইয়া বলিলেন, "দেখ, আমি যে মাসে মাসে এক শত টাকা দিয়া থাকি, সে তোমার ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীর জন্য নহে, আমার মেয়ের জন্য।" সুশীল বলিল, "অনুগ্রহ করিয়া এই মাস হইতে আর টাকা দিবেন না। যত দিন সে টাকা স্নেহের উপহার ছিল, তত দিনই ভাল ছিল; এখন তাহা অনুগ্রহ হইয়াছে, সুতরাং আমার পক্ষে সে টাকা লওয়া একেবারেই নিগ্রহ।" তাহার মাসহারা যে অনুগ্রহে পরিণত হইয়াছে, ইহা সে এত দিন লক্ষ্য করিতে পারে নাই বলিয়া, সুশীল আপনাকে ধিক্কার দিল।

বিধাত্রী দেবীর আমলের আর বর্ত্তমান সময়ের ব্যবস্থায় প্রভেদ মুহূর্ত্তে তাহার কাছে পরিস্ফুট হইল। তিনি গোপনে তাহাকেই মাসহারার টাকা দিতেন—সে আসিতে না পারিলে দুইবার তাহার বাড়ীতে যাইয়াও দিয়া আসিয়াছিলেন; এখন আর সে আবরণ নাই। এই কথা স্মরণ করিয়া সুশীল আপনার প্রতি ধিক্কারে একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শাশুড়ী বলিলেন, "আজ তাহা বলিতে পার—এখন বুঝি 'মানুষ' হইয়াছ—আর দরকার নাই।" সুশীল বলিল, "যে ভুল হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা অসম্ভব, সুতরাং আমি আর কোনও কথা বলিতে চাহি না। আমি জানি, রূপে ও অর্থে যেমন জামাই আপনি চাহিয়াছিলেন, তেমন পান নাই। কিন্তু সে জন্য আমাকে অপরাধী করিতে পারিবেন না।"

সুশীল বুঝিতে পারিল, সে আপনার ধীরতা রক্ষা করিতে পারিতেছিল না; তাই সে ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান করিল। শাশুড়ীর কাছে বিদায় লইবার সময় সে যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা গৌরীর কাছে শুনিবার পূর্ব্বে তাহার মনেও হয় নাই। রাত্রিকালে শয়নকক্ষে আসিয়া সে দেখিল, গৌরী বসিয়া আছে। সুশীলের মনে হইত, তাহার সুন্দরী পত্নীর সঙ্গে সাগরের সাদৃশ্য অসাধারণ। গৌরীর মুখে সাগরের সৌন্দর্য্য, নয়নে সূর্য্যকরোজ্জ্বল নীলোর্ম্মির দীপ্তি, হৃদয়ে সাগরবারির চাঞ্চল্য, হাসিতে তরঙ্গলীলা, কুন্দদন্তে সাগরের ফেন-শোভা। আজ সে সাদৃশ্য আরও পরিস্ফুট মনে হইল; আজ তাহার নয়নের দীপ্তি মধ্যাহ্ন-দিবাকরের কিরণপ্রদীপ্ত সাগরের

তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত, তাহার অধরে সাগরোর্ম্মির কুঞ্চন। গৌরী সুশীলকে বলিল, "আমাদের বাড়ী গিয়াছিলে ?" স্বরে কোমলতার লেশমাত্র ছিল না।

সুশীল বলিল, "হাঁ।"

"মাকে প্রণামেরও অযোগ্য মনে করিয়া তাচ্ছীল্য করিয়া আসিয়াছ !"

সুশীল বুঝিল, ইহার মধ্যেই তাহার মাতা তাহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিবার সময় তাহার মনের বেগ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল—সে আর বিচলিত হইল না, বলিল, "আমি বড় চঞ্চল হইয়াছিলাম, তাই, বোধ হয়, ভুল করিয়াছি; ইচ্ছা করিয়া যে তাঁহাকে প্রণাম করি নাই, এমন নহে।"

সুশীল নরম হইল দেখিয়া গৌরী সুরে আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিল—"তাহাতে মার কোনও ক্ষতি হইবে না, ক্ষতি যদি কাহারও হয়, সে তোমাদেরই। মাসহারার টাকা আর লইবে না, বলিয়া আসিয়াছ ?"

"হাঁ।"

"তা'র পর ? এ দিকে ত ভাগিনেয়কে বিলাতে পাঠাইতেছ !"

"তা'র পরের জন্য তত ভাবি না। গরীবের ছেলে অবস্থার উপযোগী শাকান্নে সন্তুষ্ট না থাকিয়া পরের পয়সায় 'বড়মানুষ' হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সে স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে, এখন আপনার অবস্থায় আপনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব।"

গৌরী আর কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, কেবল বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "ওঃ—"

সে রাত্রিতে সুশীল ঘুমাইতে পারিল না। সে বুঝিল, তাহার জীবনে দাম্পত্য সুখের আশা গৌরীর সে দিনের ব্যবহারের অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম হইয়াছে—কেবল তাহাকে যাবজ্জীবন বহ্নিজ্বালা সহ্য করিতে হইবে। অথচ এই যাতনার কথা কাহাকেও বলিবার নহে। সে যত ভাবিতে লাগিল, তত দারিদ্র্যের মাহাত্ম্যে তাহার শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। তাহার মনে সঙ্কল্প দৃঢ় হইতে লাগিল—এক দিন সে ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব পদাঘাতে চূর্ণ করিবে, তাহার সমগ্র শক্তি অর্থার্জ্জনে প্রযুক্ত করিয়া সে দেখাইবে, সে অর্থ ধূলির মত পরিহার করিতে পারে। কিন্তু হায়!—জীবনের সব সুখ ত স্বপ্নের মত বিলীন হইয়া গেল। কেবল অর্থার্জ্জনে কি জীবন ব্যয়িত হইবে? সঙ্গে সঙ্গে সুধীরকে ব্যয়সাধ্য শিক্ষা দিবার সঙ্কল্পও সে করিল—সে সঙ্কল্প যেন গৌরীর ব্যবহারের প্রতিশোধ।

পর দিন আর একটা ঘটনা ঘটিল। সুশীল ভাগিনেয়ের যাত্রার জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। বাজার করিয়া ফিরিয়া সে হিসাবটা লিখিবার জন্য আপনার বসিবার ঘরে গেল। তাহার শয়নকক্ষ তাহার পার্শ্বেই; গৌরী সেই ঘরে ছিল, এবং সুশীলের আগমন লক্ষ্যও করিয়াছিল—দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী দ্বার মুক্ত ছিল। অল্পক্ষণ পরেই সুশীল শুনিতে পাইল, এক জন স্ত্রীলোক গৌরীকে বলিল, "কি গো, ছোট বৌদিদি, একা ঘরে বসিয়া আছ?"

গৌরী বলিল, "এই যে তাঁতিনী! কাপড় আনিয়াছিলে ?"

"না, বৌদিদি ; আজ টাকা দিবার কথা ছিল, তাই আসিয়াছিলাম।"

"কত টাকা ?"

"এই—তত্ত্বতাবাসের কাপড়ের দরুণ, প্রায় এক শত টাকা পাওনা ছিল, মাসে মাসে শোধ হয়ে আর টাকা ত্রিশ আছে।"

"আজ কত টাকা পাইয়াছ ?"

"আজ টাকা পাই নাই ; নাতির বিলাত যাইবার খরচ, তাই গিন্নী-মা বলিলেন, সামনের মাসে দিবেন।"

"ছিঃ—কথার ঠিক থাকে না !"

"ও কথা বলিও না, বৌদিদি, এ বাড়ীতে কথার নড়চড় হয় না—তবে এবার—অমন সংসার করিতে গেলেই হয়।"

"যাহার কথার ঠিক থাকে না, তাহার জীবনে থাকে কি ? কথার ঠিক না থাকিলে কেবল ত আপনারাই ইতর জানান হয় না, যে যেখানে আছে, সবাইকেই ইতর করা হয়।"

"সে কি কথা, বৌদিদি !"

তাহার পর গৌরী তাঁতিনীকে কাপড়ের পুঁটুলী খুলিতে বলিল—কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও প্রায় সব কয়খানা কাপড়ই কিনিল, এবং "ধারে আমার বড় ঘৃণা" বলিয়া আলমারী খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দাম চুকাইয়া দিল।

গৌরীর এই ব্যবহারের লক্ষ্য কে, সুশীলের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না—যাতনায় যেন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল ;

নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সব আশা শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে নিরাশার বিস্ফোটক লইয়া জীবনে কেবল যাতনা ভোগ করিতে হইবে, ইহাই তাহার নিয়তি। কিন্তু সে কেমন করিয়া গৌরীর সান্নিধ্যে থাকিবে? যে সান্নিধ্য উভয়ের পক্ষে অনন্ত সুখের কারণ হইবার আশা সে করিয়াছিল, তাহা এখন অনন্ত দুঃখের কারণে পরিণত হইয়াছে। গৌরী যখন তাহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন সে তাহার গর্ব্ব লইয়াই সুখে থাকুক; সে নিষ্ফল জীবনের বেদনা অনুভব করিবে না। কিন্তু সুশীল? সে কি লইয়া থাকিবে? অর্থ, যশ—এ সব কিসের জন্য? যখন এ সকলে প্রেমাস্পদের সুখবিধান হয়, তখনই এ সব সুখের, নহিলে এ সব কেবল সময় কাটাইবার উপাদান, ব্যর্থ জীবনের বেদনা কার্য্যের প্রলেপে আবৃত করিয়া গোপন করিবার প্রয়াস। এই গৃহ, পিতার স্মৃতিপূত, মাতার স্নেহস্নিগ্ধ, স্বজনের ভালবাসায় সমুজ্জ্বল, এই গৃহে বাসও তাহার পক্ষে কেবল কষ্টের কারণ হইয়াছে। তবে সে কি করিবে?

সুশীলের মনে পড়িল, কয় দিন পূর্ব্বে সে তাহার এক সতীর্থের পত্র পাইয়াছে। গিরিজা ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গিয়াছে। বঙ্গদেশে উকীলের আধিক্যে বিশেষ সুযোগ বা অসাধারণ প্রতিভা ব্যতীত নূতন লোকের পক্ষে অল্প দিনে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। গিরিজার আর্থিক অবস্থা তাহার পক্ষে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিবার অন্তরায় বলিয়া সে 'বিদেশে' গিয়াছে। সে সুশীলকে লিখিয়াছে,

সে অল্প দিনের মধ্যেই পশার করিয়াছে। সে আরও লিখিয়াছে, তথায় সুশীলের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে সাফল্য সুলভ। সুশীল ভাবিল, সে 'বিদেশে' যাইলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়। সে তাহাই করিবে।

হিসাব লেখা রাখিয়া সে সুধীরকে ডাকিল, এবং বলিল, সাত দিন পরে যে জাহাজ যাইবে, সে সেই জাহাজে যাইতে পারিবে ত? বিলাতে যাইবার ঝোঁক সুধীরের পক্ষে নেশার মত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "নিশ্চয় পারিব।" তখন সুশীল যাইয়া মাতাকে সে কথা বলিল। মা বলিলেন, "তোর, বাবা, যখন যেটায় ঝোঁক হয়! এত তাড়াতাড়ি কেন?" সুশীল বলিল, গিরিজার পত্র পাইয়া সে স্থির করিয়াছে, সে গিরিজার কর্ম্মস্থানে যাইবে, তাই সুধীরকে পাঠাইয়া যাইতে চাহে। মা আপত্তি করিয়া বলিলেন, "তাহাতে কাজ নাই, আমি তোকে 'বিদেশে' যাইতে দিব না। সুখে হউক দুঃখে হউক, সব এক জায়গায় থাকিব।" সুশীল বলিল, "দেখ, মা, এখন টাকার দরকার বাড়িতে চলিল—আর 'বিদেশ' ত এক দিনের পথ।" দিদি বলিলেন, "তা কিছুতেই হইবে না।" কিন্তু সুশীলের মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে স্নেহযুক্তিসম্বল দুই জন নারীকে যুক্তিতর্কে পরাভূত করা সহজসাধ্য। যদিও আপনার প্রতিভায় তাহার যে প্রত্যয় ছিল, তাহাতে সে বিশেষ জানিত, সে কখনই ষ্টীমারের পশ্চাতে বদ্ধ 'গাধা-বোটে'র মত পরের শক্তিতে চালিত হইয়া সাফল্যের গঞ্জে ভিড়িবে না, তথাপি সে বলিল, "মা, যখন

ওকালতী করিব স্থির করিয়াছিলাম, তখন ভরসা ছিল, জামাই বাবুর সাহায্য। দিন কাল যেরূপ, তাহাতে তেমন সাহায্য না হইলে, এখানে পশার করা দুষ্কর। কিন্তু অন্য স্থানে এখনও সে সুবিধা আছে। তাই অনেক ভাবিয়া আমি যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি।" সুশীলের দাদাও তাহার যুক্তির সমর্থন করিলেন। তখন আর কোনও বাধা রহিল না। কেবল দিদির নয়নে অশ্রু শুকাইল না—তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, "হায়, এমন পোড়া কপাল লইয়াই জন্মিয়াছিলাম! ভাই আমার—আমারই জন্য সর্ব্বত্যাগী, বনবাসী হইতেছে।"

মা এক দিন সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর যাইবার কথা তোর শাশুড়ীকে বলিয়াছিস্?" সে কথাটার খোলসা উত্তর না দিয়া সে বলিল, "আমার যত ভয় ছিল তোমাকে। যখন তোমার মত হইয়াছে, তখন আর কাহারও মতের জন্য ভাবনা নাই।" তাহার পর মা প্রস্তাব করিলেন, সুশীল গৌরীকে লইয়া যাইবে—"না হয়, আমি দিন কতক থাকিয়া সংসার পাতাইয়া দিয়া আসিব। তোর দিদি থাকিতে এখানে কোনও অসুবিধা হইবে না।" সুশীল বলিল, "মা, যে সাঁতার শিখিতে যাইতেছে, তাহার কোমরে ভারী জিনিস বাঁধিয়া দেওয়াটা সুবুদ্ধির কাজ নহে। সুবিধা হইবে আশা করিয়া যাইতেছি, যদি না হয়, ফিরিয়া আসিতে হইবে। এ সময় কি ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা করা চলে?" মা নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু সে যে একা 'বিদেশে' যাইতেছে, সেটা কিছুতেই তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। বিশেষ, তাহার

একা যাওয়াটা তিনি কিছুতেই ভাল মনে করিতে পারিতে-ছিলেন না।

সুশীলের যাইবার কথা বাড়ীর মধ্যে কেবল গৌরীই জানিতে পারে নাই। তাহার ঝি যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটবাবু নাকি 'বিদেশে' যাইতেছেন?" তখন সে বিস্মিত হইয়া বলিল, "কই—আমি ত কিছু জানি না!" ঝি বলিল, "তুমি আবার জান না! বিদেশে যাওয়া কেন?"

সুশীলের বিদেশে যাইবার প্রস্তাব এমনই অপ্রত্যাশিত যে, তাহা অসম্ভব মনে করিয়া গৌরী তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সেরূপ ব্যবস্থা তাহার কল্পনারও অতীত, এবং ধারণারও সীমার বাহিরে।

কিন্তু অসম্ভবই সম্ভব হইল। সাত দিন পরেই এক দিন মধ্যাহ্নে সুধীরকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পর সুশীল তাহার মনোনীত কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিল।

৬

বিধাত্রী দেবী গঙ্গাস্নানের পরই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—সে দিন আর দেবদর্শনে যান নাই। সে দিন তাঁহার পক্ষে বড় বেদনার—তাঁহার পুত্রের মৃতাহ। তাঁহার আশ্রিতারা গঙ্গাস্নানের পর শতাধিক 'শিবে'র 'মস্তকে' গঙ্গাজল দিয়া মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি আপনার কক্ষে বসিয়া আছেন—

দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সম্মুখে যে পত্র পড়িয়াছিল, তাহার সঙ্গে যে তাঁহার অশ্রুপাতের কোনও সম্বন্ধ ছিল, বা থাকিতে পারে, আশ্রিতারা তাহা অনুমান করিতে পারিল না। কিন্তু সেই পত্র আজ তাঁহার পক্ষে পুত্রশোকের স্মৃতির অপেক্ষাও কষ্টকর হইয়াছিল। তিনি বারাণসীবাসে আসিবার সময় বলিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি যেন প্রতি দিন দুইখানি পত্র পান। একখানি বৈষয়িক ব্যাপারের—দেওয়ানের সেরেস্তা হইতে সে পত্র লিখিত হইত; আর একখানি সাংসারিক—তাঁহার রমা-গৌরীর কথার—সে পত্র হয় রমাকে, নহে ত রমার মাকে লিখিতে হইত। পুত্রবধূ প্রায়ই রমার উপর সে পত্র লিখিবার ভার দিয়া দায় এড়াইতেন। আজ যে পত্র বিধাত্রী দেবীকে বিচলিত করিয়াছিল, সেখানি পুত্রবধূর লেখা। সুশীল মাসহারা লইবে না, বলিয়া যাইবার পর তিনি বুঝিয়াছিলেন—এ সংবাদ বিধাত্রী দেবীর কাছে গোপন করা সম্ভব হইবে না, সুতরাং, তাঁহাকে জানানই ভাল। সেই জন্য তিনি শাশুড়ীকে সে সংবাদ দিয়াছিলেন, এবং পত্রে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তিনি গৌরীর ও সুশীলের মঙ্গলোদ্দেশ্যে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সুশীল তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছে—দোষ সুশীলের। দোষ গুণ বিচার করিয়া অপরাধ কাহার, তাহা বিচার করিবার প্রবৃত্তি বিধাত্রী দেবীর ছিল না—পত্র পাঠ করিয়া তিনি কেবল মনে করিতেছিলেন, এ ব্যাপার—এ দুর্ঘটনা ঘটাই অনুচিত, তাহা ঘটিতে দেওয়াই অসঙ্গত হইয়াছে; কিন্তু যখন

তাঁহা ঘটিয়াছে, তখন যেমন করিয়াই হউক, তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। মান-অপমানের কথা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তাঁহার মনে কেবল আশঙ্কা জাগিতেছিল—পাছে এই ব্যাপারে কোনরূপে গৌরীর সুখের পথ কণ্টকাকীর্ণ হয়। গৌরীর সুখের অপেক্ষা কি মান-অপমানের বিবেচনা বড়? সেই আশঙ্কায় তিনি বিচলিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন।

সাধারণতঃ সরকার তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে পত্র লিখিত—তিনি সহি করিতেন। আজ কিন্তু সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। তিনি স্বয়ং তিনখানি পত্র লিখিলেন—পুত্রবধূকে, গৌরীকে, সুশীলকে। পুত্রবধূকে তিনি লিখিলেন—

"মা, এ কি করিলে? বড় আশা করিয়াছিলাম, যে কয় দিন বাঁচিব, বিশ্বেশ্বরের ও অন্নপূর্ণার চরণে রমা-গৌরীর মঙ্গল প্রার্থনা করিব—কাশীবাসে আসিয়া আর ফিরিব না। আজ আমাকে কাশীছাড়া করিলে! তুমি রাগ করিয়াছ—সুশীল তোমার কথা শুনেন নাই। আমাদের কি রাগ সাজে? তুমি আমি কি সুশীলের উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারি? আমরা যে গৌরীকে তাহার হাতে দিয়াছি। রমার উপর, গৌরীর উপর যেমন, সুশীলের উপরও যে, মা, তেমনই রাগ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব! তুমি রাগ করিলে কেন? এ ভুল কেন করিলে? সবই আমার অদৃষ্টের দোষ!

"তুমি মনে করিয়াছ, এ অবস্থায় সুশীলের পক্ষে ভাগিনেয়কে বিলাতে পাঠান বুদ্ধির কাজ হইবে না। তুমি, বোধ হয়, তাহাকে

সে কথা বুঝাইয়া বলিয়াছ। যদি তাহাতেও সে না বুঝিয়া থাকে, তবে তুমি তোমার স্নেহগুণে তাহার জিদ একটা খেয়াল বলিয়া মনে কর নাই কেন? সে ত ভাল হইবে বলিয়াই ভাঁগিনেয়কে পাঠাইতে চাহিয়াছে—তাহা ত দোষের নহে। আর যখন সে কথা শুনিল না, তখন তুমিই কেন তাহার ভাগিনেয়ের বিলাতের খরচ দিতে চাহিলে না? মাসে দুই শত টাকা—তাহাতে আমার রমা গরীব হইয়া যাইত না। গৌরী যদি মেয়ে না হইয়া ছেলে হইত, তবে সে ত রমার সঙ্গে সমান ভাগে সম্পত্তি পাইত। আমরা সে হিসাবে তাহাকে কি দিয়াছি? রমা যদি একটা জিনিসের জন্য খেয়াল করে, তবে সে জন্য যেমন, সুশীলের এই খেয়ালের জন্যও তেমনই ভাবিলে, কোনও গোলই হইত না।

"আমি যখন ছেলে দেখিয়াই গৌরীর বিবাহ দিয়াছিলাম, টাঁকশাল দেখিয়া দিই নাই—তখন সে ব্যবস্থা তোমার মনের মত হয় নাই। আমি তখনই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তুমি যখনই টাকার কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলে, আমি তখনই সে কথা চাপা দিয়াছিলাম। কেন তাহা করিয়াছিলাম, তাহা এত দিন তোমাকে বলি নাই। গৌরীপুর জমীদারীর আয় আমার শ্বশুর বরাবরই স্বতন্ত্র রাখিতেন; বৎসরান্তে পুণ্যাহের পূর্ব্ব দিন হিসাব নিকাশ করিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিতেন—"মা লক্ষ্মী, তোমার বাপের বাড়ীর আয়ে যে টাকা মজুদ, তাহা শুন।" তাহার পর তোমার শ্বশুরও কোনও দিন সে টাকা সাধারণ তহবিলে মিশান নাই। এই এক বিষয়ে তিনি কিছুতেই আমার কথা শুনেন

নাই—সে টাকায় নূতন সম্পত্তি কিনিলে তাঁহার নামে কিনিবার জন্যই আমি জিদ করিব বলিয়া সে টাকায় কখনও সম্পত্তি কেনেন নাই। •ভাল ভাল সম্পত্তি কিনিবার সুযোগ তিনি ত্যাগ করিয়াছেন—আমি রাগ করিয়াছি, কিছুতেই শোনেন নাই। শেষে আমরা স্থির করিয়াছিলাম, সে টাকা বাড়ীতেই থাকুক—টাকা যাহার, সে-ই বড় হইয়া হিসাব দেখিবে। কিন্তু হায়, আমার পোড়া কপালে আমাকে রাখিয়া সে—আজিকার এই দিনেই—চলিয়া গিয়াছিল। সে টাকার হিসাব আমি কখনও দেখি নাই। কিন্তু আমার অনুমান, এত দিনে সে টাকা প্রায় সাত লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, সে টাকার অর্দ্ধেক গৌরীকে দিব। যখন 'মানুষ' দেখিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, না হয়, সে টাকা সবই গৌরী লইবে।

"আজ মনে করিতেছি, হয় ত আমিই ভুল করিয়াছি, তখনই তোমাকে এ কথা বলিলে ভাল হইত। তাহা হইলে তোমার মনে কোনরূপে কোনও বিরুদ্ধ ভাব, অশ্রদ্ধার ভাব স্থান পাইত না। হয় ত সেই ভাব ক্রমে সঞ্চিত হইয়া এই ঘটনা ঘটাইয়াছে; নহিলে তুমি মা হইয়া ছেলের ব্যবহারে অপমান দেখিলে কেমন করিয়া? কিন্তু আমি অনেক ভাবিয়া তখন সে কথা কাহাকেও বলি নাই। আমি যৌতুকের লোভ দেখাইয়া ধনীর ঘরে গৌরীর বিবাহ দিতে অসম্মত ছিলাম। যৌতুকের লোভে যাহারা আমার ঘরে কাজ করিবে, তাহাদের ঘরে কাজ করা আমি অপমান

বিবেচনা করি। তাহার পর যখন সুশীলের সঙ্গে সম্বন্ধে আমার মত হইল, তখন দেখিলাম, তাহারা ধনীর ঘরে কাজ করিতেই নারাজ। তাহাদের উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িল। আমি যে চেষ্টায় সুশীলকে মাসহারা লইতে সম্মত করিয়াছিলাম, তাহাও তুমি জান না। টাকা লওয়াই সে অপমানজনক মনে করিয়াছিল; আমি অনেক কষ্টে তাহাকে রাজি করাইয়াছিলাম। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আর অধিক টাকা দিতে চাহিলে সে কোনও টাকাই লইবে না। টাকা লইতে তাহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, কেবল আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অনিচ্ছায় সে টাকা লইয়াছিল।

"সুশীল যে তোমাকে অপমান করিবে, এমন কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেছি না। তুমিও সে বিশ্বাস মনে স্থান দিও না। টাকার কথায় তাহার মনে ব্যথা লাগিয়াছে, তাই তাহার ব্যবহারে তুমি বিরক্ত হইবার অবকাশ পাইয়াছ। যদি সে অপরাধই করিয়া থাকে—'ছেলেমানুষ' বুঝিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলেই কি, মা, তুমি তাহার উপর রাগ করিতে পার? রমা আর সুশীল কি ভিন্ন?

"যাহা হইবার হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতীকার করিতেই হইবে। তুমি তাহাকে ডাকাইয়া বুঝাইতে পারিবে কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। আমার অদৃষ্ট-দোষেই তোমাকে এ সব ঝড় ঝাপট সহ্য করিতে হইতেছে। আমি কলিকাতায় যাইতেছি। কবে যাইব, কাল লিখিব।"

বিধাত্রী দেবী সুশীলকে লিখিলেন, "তোমার শাশুড়ীর পত্রে জানিলাম, তুমি আমাদের উপর রাগ করিয়াছ। আমরা বুড়া মানুষ, যদি ভুলই করি—তোমার কি তাহাতে রাগ করিতে আছে? তুমি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্, তোমাকে আমি কি বুঝাইব? তোমার শাশুড়ীকে আমি কোনও দিন সংসারের ভার দিই নাই, তাই তাঁহার পক্ষে ভুল করিবার সম্ভাবনা ঘটে। কিন্তু সে জন্য দায়ী আমি। তুমি সে জন্য রাগ করিও না। তুমি মাসহারা লইবে না, বলিয়াছ। কেন? তুমি কি পরের টাকা লইতেছ? রমা আর গৌরী কি সমান নহে? ও মাসহারা তোমার উপযুক্তও নহে। যাহাই হউক, তুমি রাগ করিয়াছ শুনিয়া আমি বড় ব্যথা পাইয়াছি—আমি কলিকাতায় যাইতেছি।"

তিনি গৌরীকেও পত্র লিখিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল, পাছে গৌরী এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়ে। তাই তিনি লিখিলেন—

"দিদিমণি, তোমার মার পত্রে জানিলাম, সুশীল আমাদের উপর রাগ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। আমি কলিকাতায় যাইতেছি। তোমরা বুড়ীকে কাশীবাস করিতেও দিবে না। আমার কথা শুন—তুমি এ ব্যাপারে কোনও পক্ষ লইও না। যদি লইতেই হয়, সুশীলের পক্ষ লইও; কারণ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মা বাবা অপেক্ষাও স্বামী বড়; স্বামীর দোষকেও স্ত্রীর গুণ দেখিতে হয়। আমি যাইয়া সুশীলকে বুঝাইয়া বলিব—তিনি বুড়ীর উপর রাগ করিতে পারিবেন না। তুমি কিন্তু ইহার মধ্যে জড়াইও না।"

পত্রগুলা পাঠাইয়া বিধাত্রী দেবী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সেই দিনই তিনি বলিলেন, "রমা গৌরীকে দেখিতে মন বড় ব্যস্ত হইয়াছে।"

তাঁহার আশ্রিতাদিগের মধ্যে এক জন তাঁহার কাছে বসিয়া থলির মধ্যে হরিনামের মালা জপ করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "তাহা আর করিবে না? বলে—ঐ দুই গুঁড়াই ত তোমার সব—উহাদিগকে লইয়াই সব ভুলিয়া আছ।"

বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "মনে করিয়াছিলাম, মায়া কাটাইব। কিন্তু পারি কই?"

"মায়া কি কাটান যায়, মায়াবদ্ধ জীব—মায়াই সব। তা লিখিয়া দাও না কেন, বৌমা একবার তাহাদের লইয়া এখানে আসুন।"

"রমার পড়ার ক্ষতি হইবে। স্কুল বন্ধ না হইলে তাহাদের আসা হয় না—আবার সে সময় বাড়ী যাইতে হয়।"

আশ্রিতা কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন, "তাহাও বটে।"

তখন বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "মনে করিতেছি, একবার যাইয়া ঘুরিয়া আসি।"

আশ্রিতা সাগ্রহে বলিলেন, "সে ত ভালই।"

"কাশীবাসী হইয়া ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না—ফিরিতেও নাই। কিন্তু মন প্রবোধ মানিতেছে না—একবার যাইয়া দেখিয়া আসি। তোমরা সব থাক, আমি একাই যাইব—পাঁচ সাত দিন পরেই ফিরিয়া আসিব।"

অনেকেরই ইচ্ছা হইল, এই সুযোগে বাড়ী দেখিয়া আসিবেন। কিন্তু তাঁহাদের মনের ইচ্ছা মনেই মিলাইল—মুখে আর ফুটিল না ; কারণ, বিধাত্রী দেবীর এই কথার পর আর কেহ সে প্রস্তাব করিতে সাহস করিলেন না।

যাত্রার আয়োজন হইল।

বিধাত্রী দেবী শঙ্কাকুল মনে কাশী হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া যখন তিনি ষ্টেশনে রমাকে দেখিলেন, তখন আনন্দে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য সব দুর্ভাবনা বিস্মৃত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, রমা ট্রেণ স্থির হইবার পূর্ব্বেই ব্যস্ত হইয়া তাঁহার কামরার সন্ধান করিতেছে। কামরা দেখিতে পাইয়া সে ছুটিয়া তথায় আসিল, এবং পিতামহী কর্ত্তৃক মুক্ত দ্বারপথে তাহাতে প্রবেশ করিল। তাহার মুখে ও চক্ষুতে হর্ষের দীপ্তি। সে প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই বিধাত্রী দেবী তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন—যেন বুকের জ্বালা জুড়াইল।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে বসিয়া তিনি রমাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ; রমা কত কথা বলিতে লাগিল—কত দিন সে পিতামহীর কাছে তাহার কথা বলিতে পায় নাই ; কখন যে পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ী বাড়ীর দরজায় আসিয়া স্থির হইয়াছে, তাহা দুই জনের কেহই জানিতে পারেন নাই ! সহিস গাড়ীর দ্বার খুলিলে জানিতে পারিলেন।

বাড়ীর কর্ম্মচারীরা ও দাস দাসীরা দ্বারের কাছেই ছিল—সকলেই আসিয়া বিধাত্রী দেবীকে প্রণাম করিল। সকলের

কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি অন্দরে প্রবেশ করিলেন, এবং পুত্রবধূর প্রণাম গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাহার পরই তিনি রমাকে বলিলেন, "রমাবাবু, তুমি যাইয়া দিদিকে ও জামাই বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস—দিদিমণির জন্য বারটার পরই এবং জামাই বাবুর জন্য সন্ধ্যার সময় গাড়ী যাইবে।"

বধূ বলিলেন, "সুশীল ত এখানে নাই।"

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রের দৃষ্টি বধূর মুখে স্থাপিত করিয়া বিধাত্রী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি?"

"সে পশ্চিমে গিয়াছে।"

"কবে?"

"আজ দুই দিন হইল।"

"কেন?"

"শুনিলাম, 'বিদেশে' রোজগারের সুবিধা হইবে বলিয়া।"

"শুনিলে! তবে কি তুমি তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা কর নাই?"

"সে ত আর আইসে নাই।"

"কিন্তু সে যাইবে শুনিয়াও কি তুমি গৌরীর বাড়ী যাও নাই?"

বধূ নিরুত্তর রহিলেন।

বিধাত্রী দেবী হতাশভাবে বলিলেন, "মা, এমন কাজও করিয়াছ!"

তাহার পর বধূ যতই আপনার কার্য্যের সমর্থনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বিধাত্রী দেবী ততই ভাবিতে লাগিলেন—উপায় কি?

বধূর কথায় তিনি বুঝিলেন, তিনি যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে—বধূ উদ্ধতভাবে টাকার খোঁটা দিয়াই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। এখন উপায়?

মধ্যাহ্নের পরই তিনি গৌরীর গৃহে গমন করিলেন, এবং সুশীলের মাতার নিকট তাহার 'বিদেশে' যাইবার কারণ অবগত হইলেন। সুশীলের দিদি তাঁহার কাছেও বলিলেন, "ঠাকুরমা, আমারই জন্য ভাই আমার এ কষ্ট সহ্য করিতে গেল। আমি কত বারণ করিলাম, কিন্তু শুনিল না।" বিধাত্রী দেবী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "এই ত ভাইয়ের মত কাজ। এ কি আর 'বিদেশ' —কত লোকই ত অমন স্থানান্তরে যায়। তবে আমার বিশ্বাস, সে এখানে থাকিলেও পশার করিত—তাহার ব্যস্ত হইয়া 'বিদেশে' যাইবার দরকার ছিল না।"

ফিরিবার সময় তিনি গৌরীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

সুশীলের যাইবার কথা যে গৌরী পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই, তাহাতে তাঁহার মনে নানা আশঙ্কার সঞ্চার হইতে লাগিল। স্বামীর পক্ষে এমন একটা সঙ্কল্প স্ত্রীর কাছে গোপন করা তাঁহার একান্তই অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল। ভালবাসার যে নিবিড়তা সুখের কারণ, তাহা স্বামী স্ত্রীকে পরস্পরের সঙ্কল্প জানাইতেই প্ররোচিত করে—গোপন করিতে দেয় না। তবে সুশীল তাহার সঙ্কল্প গৌরীকে জানিতে দেয় নাই কেন? তিনি মনে করিলেন, হয় ত গৌরী আপত্তি করিবে, এই আশঙ্কায় সুশীল তাহাকে জানায় নাই—হয় ত গৌরী সাংসারিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ

বলিয়া সে জানায় নাই। কিন্তু কোনও অনুমানই মনের মত হইল না।

পর দিন তিনি কথায় কথায় গৌরীর কাছে যত কথা জানিতে লাগিলেন, তাঁহার আশঙ্কা ততই বাড়িতে লাগিল। তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না।

তাহার পর দিন তিনি সুশীলের পত্র পাইলেন। তাঁহার পত্রের উত্তরে সুশীল তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহাই কাশী ঘুরিয়া আসিল। পত্র পাঠ করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন—

"আপনার বিষয়বুদ্ধির পরিচয় আমি পদে পদে পাইয়াছি, কিন্তু আপনি কেমন করিয়া এ ভুল করিলেন? যেখানে টাকারই আদর, সেখানে আপনি অর্থহীনকে বরণ করিয়া আনিলেন কেন? আপনি কি আপনার বধূর ও পৌত্রীর মনের ভাব জানিতে পারেন নাই? আমি ধনী নহি, কিন্তু ধনের অপ্রাচুর্য্য যে ইতরত্বের নামান্তর—এমন কথা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। দরিদ্র ইতর নহে। আর যে স্থানে সে মত গৃহীত হয়, সে স্থান ত্যাগ করাই দরিদ্রের কর্ত্তব্য। ধাতুপাত্রের ও মৃৎপাত্রের পরস্পরের সান্নিধ্য মৃৎপাত্রের পক্ষেই বিপদের কারণ। তাই আমি স্থান ত্যাগ করিলাম। আপনি টাকা দিয়া ভুল করিয়াছেন; আমি টাকা লইয়া ভুল করিয়াছি। সে ভুলের ফল ভোগ করিতেই হইবে। ভ্রমক্রমে বিষ পান করিলে কি কখনও বিষক্রিয়া রোধ করা যায়? টাকা আমি ফিরাইয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহাতে ত শান্তি পাইব না। সেই অর্থে যদি কোনও উপকার লাভ করিয়া থাকি, তবে

সে উপকার ত মুছিয়া ফেলিতে পারিব না! আর সর্ব্বোপরি আপনার স্নেহের ঋণ ত কখনও শোধ করিতে পারিব না! ঘৃণাকে ঘৃণা দিয়া পরাভূত করা যায়; কিন্তু স্নেহকে কেমন করিয়া পরাভূত করিব? আপনার স্নেহের কাছে যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।"

বিধাত্রী দেবী পুনঃ পুনঃ পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাঁহার মনে হইল, পত্রে অভিমানের বেদনার অপেক্ষা অপমানের জ্বালা তীব্রতরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অভিমানকে স্নেহে পরাভূত করা যায়; কিন্তু অপমান যুক্তি তর্কে দূরীভূত করা দুষ্কর। এ স্থলে কি করিলে ভাল হয়? পত্রের মধ্যে 'ইতর' শব্দটা লইয়া নাড়াচাড়া দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল—সে শব্দটা বধূ ব্যবহার করেন নাই ত? আর পত্রের মধ্যে গৌরীর মতের প্রতিও ইঙ্গিত বিদ্যমান। সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যত সহজে এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিবেন, আশা করিয়াছিলেন, তত সহজে তাহা হইবে না। সুশীল চলিয়া গিয়াছে; যাইবার কথা গৌরীকেও বলে নাই; সে পত্রে লিখিয়াছে, গৌরীও তাহার মাতার মত পোষণ করে, এবং দারিদ্র্য ইতরতার নামান্তর, এ কথা সহ্য করিতে অসম্মত বলিয়াই সুশীল গৃহত্যাগ করিয়াছে। যে যৌবনে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে নিকটে পাইতেই ব্যস্ত হয়, সেই যৌবনে সে স্থানত্যাগ করিয়াছে—গৌরী কি তবে তাহার মাতার পক্ষ সমর্থন করিয়াছে?

তিনি বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুশীলের সঙ্গে কথায় তিনি

কি কোনওরূপে ইতর শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন? বধূ বলিলেন, "না।"—কেন না, সে শব্দ-প্রয়োগের কোনও অবসরই হয় নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া বিধাত্রী দেবীরও তাহাই বোধ হইল।

তখন তিনি গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গৌরী বলিল, সে তেমন কোনও কথাই বলে নাই। কিন্তু তাহার সহিত এ সম্বন্ধে সুশীলের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা জানিয়াই বিধাত্রী দেবী শঙ্কিতা হইলেন। কেন সে ও সব কথা বলিতে গিয়াছিল? তিনি বুঝিলেন, মাতার মতে দুহিতার মত অনুরঞ্জিত হইয়াছে—সত্য সত্যই সে ধনের গর্ব্বে মত্ত হইয়াছে। আর সুশীল তাহার মতের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে। বিধাত্রী দেবী দুশ্চিন্তায় পীড়িত হইলেন।

তাহার পর গৌরী যখন মনে করিয়া বলিল, তাঁতিনীর সঙ্গে কথায় সে ইতর শব্দের ব্যবহার করিয়াছিল, এবং সুশীল বোধ হয় তাহা শুনিতেও পাইয়াছিল, তখন তিনি গৌরীর মুখে কাতর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিলেন—"দিদিমণি, এমন সর্ব্বনাশও করিয়াছ!" তাঁহার মনে হইল, গৌরী মঙ্গল-ঘটে পদাঘাত করিয়াছে—অমঙ্গল ঘটিবেই।

কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন, তাঁহার কথায় গৌরীর নয়নে ভীতিভাব ফুটিয়া উঠিল, এবং অকালজলদোদয় যেমন রবিকর আবৃত করে, অশ্রুর উচ্ছ্বাস তেমনই সে ভাব আবৃত করিল, তখন তিনিই আবার তাহাকে প্রবোধ দিলেন—পুরুষের ভালবাসা

সাগরের মত ; অভিমানের বাতাসে তাহাতে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ উঠে —সমুদ্র অস্থির বোধ হয় ; কিন্তু তাহার গভীর প্রদেশে সে চাঞ্চল্য প্রবেশ করিতে পারে না—তথায় সব স্থির। সে ভালবাসা কখনও বিচলিত হয় না। সত্য বটে, সুশীল রাগ করিয়াছে ; কিন্তু সে রাগ কখনও স্থায়ী হইবে না—কেন না, তাহাতে ভালবাসা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

বিধাত্রী দেবী গৌরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু আপনি আপনাকে বুঝাইতে পারিলেন না। তিনি গৌরীর কথা ভাবিয়া একান্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তবে তিনি বুঝিলেন, দিন কতক না যাইলে এ ব্যাপারের কোনও রূপ প্রতীকার সম্ভব হইবে না। তাই তিনি আবার কাশীযাত্রার আয়োজন করিলেন।

যাইবার পূর্ব্বে তিনি গৌরীকে অনেক বুঝাইয়া গেলেন—যাহাতে তাহার মনে সুশীলের প্রতি কোনও বিরুদ্ধভাব স্থান না পায়, সেই জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন, সুশীল যাহা করিয়াছে, তাহা তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। দৃঢ়তাই পুরুষের গুণ। ভাঙ্গিবে, কিন্তু মচকাইবে না, ইহাই পুরুষের স্বভাব। যে পুরুষ নত হয়, সে দুর্ব্বল। পুরুষ দৃঢ় ও সবল হইলে তবে সে বহু জনের আশ্রয় ও পত্নীর অবলম্বন হয়। ভালবাসার কোমলতা দিয়া পুরুষের দৃঢ়তা জয় করিতে হয়—কঠোরতায় সে দৃঢ়তা জয় করা যায় না। সুশীল যে বিধবা ভগিনীর জন্য স্বয়ং কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সে ত তাহার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। কয় জন তেমন

ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে? তাহার সেই ত্যাগের জন্য গৌরী গর্ব্বানুভব করিবে।

তিনি গৌরীকে বলিয়া গেলেন, "দিদিমণি, সুশীল বাড়ী আসিলে আপনার দোষ স্বীকার করিও—স্বামীর কাছে আর দেবতার কাছে দোষ স্বীকার করিতে লজ্জা নাই; তাহাতে ক্ষমার সঙ্গে আদর লাভ করা যায়। আর সুশীলের বাড়ী আসিবার সংবাদ জানিতে পারিলেই আমাকে জানাইও। আমি আবার আসিব। যত দিন এই ভুল 'সংশোধিত না হইবে, তত দিন আমি শান্তি লাভ করিতে পারিব না।"

নূতন করিয়া বিদায়ের কাল আসিল। বিধাত্রী দেবী বেদনা-ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে আবার কাশী যাত্রা করিলেন। তাঁহার কেবল মনে হইতে লাগিল, যদি বুকের রক্ত দিয়াও গৌরীর এই ভুলের চিহ্ন মুছিয়া দিতে পারিতেন! তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল—কিন্তু সেই অশ্রুও তাঁহার হৃদয়ে দুশ্চিন্তার জ্বালা প্রশমিত করিতে পারিল না।

৭

নৌকা চলিতে চলিতে 'মাঝ দরিয়া'য় যদি তুফান উঠে, তবে কোনরূপে নৌকা বন্দরে ভিড়ানই মাঝির লক্ষ্য হয়—তাহার পর, নৌকা ভিড়াইয়া, সে নৌকার অবস্থা লক্ষ্য করে, ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য স্থির করে। যখন গৌরীর কথায় শাশুড়ীর কথা প্রতিধ্বনিতে আরও স্পষ্ট ও গভীর হইয়াছিল, তখন কোনরূপে দূরে যাওয়াই সুশীল কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিল। নূতন কর্ম্মস্থলে আসিয়া সে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিবার সময় পাইল—আপনার জীবনের অবস্থা লক্ষ্য করিবার অবসর পাইল। আপনার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সে যে ব্যথিত হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। সে সুখের সংসারে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল, স্নেহের অমৃতে বর্দ্ধিত হইয়াছিল—জীবনে সুখের ও সাফল্যের স্বপ্নই দেখিয়াছিল। সে কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, এমন ভাবে তাহাকে সে সংসার ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে, সে জীবন তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। কিন্তু তাহাই হইয়াছে। সহসা তাহার সব আশা অসার স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে ; তাহার পক্ষে সংসারের খেলাঘর ঘটনার তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে। ভালবাসা, সুখ, শান্তি—এ সব হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহাকে ব্যর্থ জীবন যাপন করিতে হইবে। তবে কি জন্য জীবন-যাপন ? সুশীল আপনাকে বুঝাইল, যখন সুখ শান্তি মিলিল না, তখন আর এক দিকে আপনার সকল শক্তি প্রযুক্ত করাই ভাল—সে সম্মান ও অর্থ অর্জ্জন করিবে। তাহাতে সুখ না থাকিতে

পারে, কিন্তু জীবনের একটা উদ্দেশ্য স্থির হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে দেখাইতে পারিবে, সে অর্থ অর্জ্জন করিবার ক্ষমতা ধারণ করে—সে হেয় নহে, সে সংসারে সম্মান পাইতে পারে। তাহার প্রতিভায় তাহার বিশ্বাস ছিল—সে প্রতিভার অসম্মান সে কখনই সহ্য করিবে না।

কাজেই সুশীল একনিষ্ঠ হইয়া ব্যবসায়ে মন দিল। ভাগ্যদেবী এক দিকে তাহাকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া বোধ হয় দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাই আর এক দিকে প্রসন্নচিত্তে তাহাকে প্রসাদ দিয়া ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করিলেন। এক দিকের ক্ষতি আর এক দিকের লাভে পূর্ণ হয় না। কিন্তু লাভের হিসাবে সুশীলের লাভ যেমন অতর্কিত তেমনই অপ্রত্যাশিত হইল। তিন মাস না যাইতেই সে মাকে লিখিল, দিদির বাড়ী ভাড়ার টাকা হইতে সুধীরকে কিছু পাঠাইতে হইবে না—সে-ই মাসে মাসে সুধীরের খরচ পাঠাইয়া দিবে। তাহার পর সে অনেক ভাবিল; কিন্তু প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রহত করিতে পারিল না। মাসে মাসে গৌরীর জন্য এক শত করিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। মা ভাবিলেন, শ্বশুরবাড়ীর মাসহারার টাকা লইতে তাহার আপত্তি ছিল—সে কেবল দিদিশাশুড়ীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহা লইতে সম্মত হইয়াছিল, এখন উপার্জ্জনক্ষম হইয়াই সে টাকা যেমন পাইতেছে, তেমনই গৌরীর জন্য পাঠাইয়া দিতেছে। কিন্তু পুত্রের এই ব্যবস্থার মূলে যে দারুণ মর্ম্মপীড়া ছিল, তিনি তাহার বিন্দুমাত্র অনুমান করিতে পারিলেন না।

গৌরীর পত্রে বিধাত্রী দেবী গৌরীর মাসহারার সংবাদ পাইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—হায়, কবে সুশীলের অভিমান-ক্ষত দূর হইবে? তিনি সুশীলকে পত্র লিখিতেন। নিপুণ চিকিৎসক যেমন রোগীর নাড়ীর গতি দেখিয়া তাহার অবস্থা বুঝিতে পারে, তিনি তেমনই তাহার পত্রে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন—বুঝিয়া কেবল চিন্তিত হইতেন। সুশীল যে দৃঢ়তাসহকারে আপনার আঘাত-বেদনাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহাতে সহজে তাহা দূর হইবে না—বিধাত্রী দেবী তাহাই বুঝিয়াছিলেন। এবার তিনি গৌরীর মাসহারার কথা উল্লেখ করিয়া সুশীলকে লিখিলেন,—"তুমি কেন যে গৌরীকে মাসে এক শত টাকা করিয়া পাঠাইতেছ, তাহা আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু আমার অনুরোধ, টাকার কথা তুমি আর মনে করিও না। তোমার পক্ষে অর্থার্জ্জন অবহেলায় হইতে পারে, তাহা আমি জানি। সে বিশ্বাস না থাকিলে আমি তোমার হাতে গৌরীকে দিতাম না। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও—চিরজয়ী হও—তোমার সকল কামনা পূর্ণ হউক। আমার একটা কথা রাখ—গৌরী যদি অপরাধ করিয়া থাকে, বালিকার সে অপরাধ তুমি নিজ গুণে ক্ষমা কর। ইহকালে পরকালে যাহার তুমিই গতি ও আশ্রয়, তাহার অপরাধ তুমি ছাড়া আর কে ক্ষমা করিবে? সাগরের উদার বক্ষই নদীর শেষ গতি। সেই নদীর জল যদি কখনও মলিন হয়, তবে সাগর কি তাহাকে আশ্রয় দিতে কাতর হয়? সাগরের বিশাল বক্ষে মিশিলে সে জলের আর আবিলতা

থাকে না। গৌরীর অপরাধে আমিও অপরাধী। সে পিতৃহীনা —পিতার কাছে সুশিক্ষার অবসর পায় নাই। তাহাকে শিক্ষা দিবার ভার আমাকেই লইতে হইয়াছিল। সে আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি তাহাকে সুশিক্ষা দিতে পারি নাই; তাই সে অপরাধী হইয়াছে। আমার অনুরোধ, তাহাকে ক্ষমা কর। ক্ষমা বিচার-বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না—তুমি তাহা হইতে গৌরীকে বঞ্চিত করিও না। আর ভাবিয়া দেখ, এ শাস্তি কি কেবল তাহারই? আমাদের কথা বলিতেছি না। তোমার নিজের কথা ভাবিয়া দেখ। এই বয়সে বিদেশে—একা থাকা কি তোমার পক্ষেই সুখের? তোমার মার মনে ব্যথা দিয়া— তোমার দিদির মনে ব্যথা দিয়া, তুমি নিজের বুকে নিজে এ শক্তিশেলের ব্যথা ভোগ করিতেছ কেন? এ টাকা তুমি বাড়ীতে থাকিয়া উপার্জ্জন করিতে পারিবে, সে জন্য তোমাকে বিদেশে যাইতে হইবে না, সে জন্য তুমি বিদেশে যাও নাই। আর টাকাতেই কি সুখ? স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার বন্ধন যদি একবার শিথিল হয়, তবে সে বন্ধন আবার দৃঢ় করা বড় কঠিন কাজ। তোমাকে বুঝাইতে পারি, এমন বিদ্যা বা বুদ্ধি— স্ত্রীলোক আমি—আমার নাই। তুমিই বুঝিয়া দেখ। আর বুঝিয়া দেখিতে চাহ বা না চাহ, আমার এই একটা অনুরোধ রাখ।"

পত্র পাঠ করিয়া সুশীল বিচলিত হইল। তাহার যৌবনের অনাবিল ভালবাসা—বুকভরা প্রগাঢ় প্রেম—সে ত তাহাকে ক্ষমা করিতেই প্ররোচিত করিতেছিল। কেবল অভিমান-

সঞ্জাত, শুষ্ক, কঠোর যুক্তি ভালবাসাকে দৌর্ব্বল্য বলিয়া উপহাস করিতেছিল, আর সে সেই উপহাসেরই ভয় করিতেছিল। ভালবাসা যখন অভিমানের ফলে জীবনে মরুভূমি দেখাইয়া তাহাকে ক্ষমার পথে আনিতে উদ্যত হইল, তখন অভিমান যুক্তির আশ্রয় লইয়া বলিল—এ পত্র বিধাত্রী দেবীর, গৌরী ত অনুতাপের কোনও প্রমাণই দেয় নাই। এ অবস্থায় ক্ষমা কেবল আপনার অপমানের ক্ষত আপনি গোপন করিয়া আঘাতকারীর কাছে হীনতা-স্বীকার। গৌরী হাসিবে। সুশীল যুক্তির কথাই শুনিল—বুঝিল না, গৌরীর মনের ভাব জানিবার কোনও পথই সে রাখে নাই—রাখিলে সে ভাব জানিতে পারিত। সে যে গৌরীর মনের ভাব জানিবার কোনও উপায়ই করে নাই, তাহার যুক্তির ঘন বিন্যাসের মধ্যে সেই ছিদ্রটি একবারও তাহার নয়ন-গোচর হইল না। বিধাত্রী দেবীর পত্রে যে গৌরীর মনের ভাব প্রতিবিম্বিত হইতে পারে—সে যে পিতামহীর কাছে আপনার বেদনা ব্যক্ত করিয়া থাকিতে পারে, সে কথাও সুশীলের মনে হইল না?

তাঁহার পত্রের উত্তর পাইয়া বিধাত্রী দেবী আশার কোনও অবকাশই পাইলেন না। তাঁহার আরও ভয় হইতেছিল, এ কথা গোপন থাকিবে না—গোপন থাকিবার নহে; যখন সুশীলের মাতা এই ব্যাপার জানিতে পারিবেন, তখন শ্বশুরবাড়ী যে গৌরীর পক্ষে সুখদ হইবে না, তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। তাঁহার বড় আদরের নাতিনী—পিতৃহীনা গৌরী কি শেষে

অনাদরে কষ্ট পাইবে? স্বামীর ভালবাসা হারাইলে নারীর জীবন ব্যর্থ হয়, তাহার উপর অবহেলা! গৌরী কি সহ্য করিতে পারিবে?

বিধাত্রী দেবী যাহা ভয় করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহাই হইল। সুশীলের মাতা প্রথমে সুশীলের গৃহত্যাগের প্রকৃত কারণ অনুমানও করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সে কারণ তাঁহার কাছে শেষে আর গোপন রহিল না। সুশীলের 'বিদেশে' যাওয়া তিনি কিছুতেই ভাল মনে করিতে পারিতেছিলেন না। মেয়ের বিবাহের পর বিধবা হইয়া তিনি দুইটী ছেলেকে লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, তাহাদিগকেই সর্ব্বস্বজ্ঞানে জড়াইয়া ছিলেন—কখনও তাহাদের দূরে যাইতে দেন নাই। এত দিন তিনি যেন কর্ত্তব্যই পালন করিতেছিলেন। তাহাদের বিবাহ দিয়া তিনি পরম সুখ ভোগ করিবেন, আশা করিয়াছিলেন—মনে করিয়াছিলেন, এইবার নূতন করিয়া সংসার সাজাইলেন। এই সময় কন্যার বৈধব্য তাঁহার বক্ষে শোকের শেল বিদ্ধ করিল—সে ব্যথা ত যাইবার নহে। তাহার পর সুশীল চলিয়া গেল—সংসারের এক দিক যেন শূন্য হইয়া গেল। সুশীল চলিয়া গেলে তিনি গৌরীকে অধিক দিন পিত্রালয়ে থাকিতেও দিতেন না; বলিতেন, "আমার ছেলে কাছে নাই, আবার তুমিও না থাকিলে সুশীলের ঘরের দিকে আমি চাহিতে পারিব না।" সুশীল তাঁহার কাছে থাকিবে, ইহাই তাঁহার আশা ছিল। তাহা হইল না—সে একা 'বিদেশে' গেল; যদি গেল, তবে গৌরীকে সঙ্গে লইয়া গেল না

কেন? এই বয়সে তাহার পক্ষে এমন কঠোর ভাবে অর্থার্জ্জনের চেষ্টা করিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? তিনি যখন গৌরীকে লইয়া তাহার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন সে বুঝাইয়াছিল, পশার হয় কি না দেখিয়া তাহা করা সঙ্গত নহে। তিনিও তাহাই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তিন মাস পরে যখন সে মাসে তিন শত টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিল, তখন তিনি কেবলই লিখিতে লাগিলেন, তিনি গৌরীকে লইয়া তাহার কাছে যাইবেন। সে প্রস্তাবে তাহার আপত্তির যে কোনও কারণ থাকিতে পারে, মা তাহা বুঝিলেন না।

ছয় মাস পরে যখন আদালত দীর্ঘ কালের জন্য বন্ধ হইল, তখন সুশীল বাড়ী না আসিয়া কাশ্মীরে বেড়াইতে গেল। মা বুঝিলেন, ইহার কোনও কারণ আছে। তিনি সুশীলের মা—তিনি তাহাকে যেমন জানেন, তেমন ত আর কেহই জানে না। এমন কাজ যে তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ছয় মাস 'বিদেশে' থাকিবার পর ছুটি পাইয়াও সে বাড়ী আসিল না! পুত্রের কর্ত্তব্য, ভ্রাতার কর্ত্তব্য, পতির কর্ত্তব্য—সে সব অবহেলা করিল!

তখন সুশীলের মা আর তাহার দিদি পরামর্শ করিলেন। যখন আর সব দিক দেখিয়া কোথাও তাহার ভাবান্তরের কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন উভয়ে গৌরীর দিক্‌টায় দৃষ্টিপাত করিলেন। এই ছয় মাসের মধ্যে তাঁহারা ত একবারও সুশীলের নিকট হইতে গৌরীর নামে কোনও পত্র আসিতে দেখেন নাই। মা বলিলেন, হয় ত সুশীল গৌরীর বাপের বাড়ীর

ঠিকানায় পত্র লেখে। দিদি বলিলেন, তাহা হইতে পারে না। সুশীল যখন এই ঠিকানায় গৌরীর জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠায়, তখন পত্র লিখিতেই তাহার আপত্তি কি? মা ভাবিতে লাগিলেন—ভাবনার কূল না পাইয়া শেষে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কি জানি, বাছা! সবই আমার অদৃষ্টের ফল।" তাহার পর মা ও মেয়ে আবার অনেক পরামর্শ করিলেন। তাহার ফলে স্থির হইল, সুশীল কাশ্মীর হইতে কর্ম্মস্থলে ফিরিলেই মা তাহার কাছে যাইবেন। তিনি একা যাইবেন, কি গৌরীকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন, এই বিষয়ে অনেক বিবেচনার পর স্থির হইল, এ অবস্থায় গৌরীকে লইয়া না যাইয়া তাঁহার একা যাওয়াই ভাল। মা সুশীলের প্রত্যাবর্ত্তনের দিন গণিতে লাগিলেন—দিন যেন আর ফুরায় না!

তাহার পর সুশীলকে বারণ করিবার অবসর না দিয়া, পত্র লিখিয়া তাহার পর দিনই মা বড় ছেলেকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

সুশীল ষ্টেশনে ছিল; মা গাড়ী হইতে নামিতেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "এমন তাড়াতাড়ি কি আসিতে আছে? আমার এ লক্ষ্মীছাড়ার আঁস্তাকুড়—একটু সময় না পাইলে কি সাফ করিয়া রাখা যায়?"

মা বলিলেন, "বাবা, যেখানে তুমি থাকিতে পার, সেখানে আমিও থাকিতে পারিব। কিন্তু আমি তোমাকে এমন 'বনবাসে' থাকিতে দিব না।"

বলিতে বলিতে মার গলা ধরিয়া আসিল। সুশীল মেঘের অন্তরালে চন্দ্রের মত সেই ব্যথার অন্তরালে মার আসিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সে আর কোনও কথা বলিল না—মাকে ও দাদাকে গাড়ীতে তুলিয়া বাসায় চলিল।

ছেলে যাহাকে আঁস্তাকুড় বলিয়াছিল, মা আসিয়া দেখিলেন—সে সাজান বাগান। সুশীল ফুল ও পাখী ভালবাসিত; কিন্তু কলিকাতার বাড়ী কেবল ইট কাঠের সমষ্টি, তাহাতে স্থানাভাব; তাই তাহাকে টবে গাছ রাখিয়া বারান্দায় গোটা-কতক খাঁচা টাঙ্গাইয়া তৃপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। এ বাসার হাতা অনেকটা—সবই বাগান, ফুলে ভরা, বারান্দায় বড় বড় খাঁচায় নানারূপ পাখী। যে কুকুরটিকে সে কলিকাতা হইতে সঙ্গে আনিয়াছিল, সে মাকে ও দাদাকে দেখিয়া আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল, দাদার হাত চাটিয়া দিল। বাড়ীর সাজসজ্জা উৎকৃষ্ট, সব পরিচ্ছন্ন, কোনও আসবাবে কোথাও এতটুকু ধূলা নাই। মা সব দেখিয়া বলিলেন, "এ কি করিয়াছিস? এই বুঝি তোর আঁস্তাকুড়?" সুশীল হাসিয়া বলিল, "তুমি আসিবে বলিয়া তাড়াতাড়ি সব সাজাইয়া রাখিয়াছি, নহিলে তোমার পরিশ্রমের সীমা থাকিত না—সব পরিষ্কার না করিয়া তুমি ত জলগ্রহণ করিতে না!"

কিন্তু তখনও মার সব দেখা হয় নাই। সুশীল মার জন্য দুইটী ঘর ধৌত করাইয়া মুছাইয়া রাখিয়াছিল—মার পূজার সামগ্রীর আয়োজন করিয়া, মার রন্ধনের সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল।

তাহার এই ব্যবস্থায় মার চক্ষুতে জল আসিল, যে ছেলে এমন করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছে, সে কোন্ দুঃখে দেশত্যাগী হইয়াছে! এ রহস্য তিনি ভেদ করিবেনই।

সেদিনও সুশীলকে একবার আদালতে যাইতে হইল, একটা জরুরী মোকর্দ্দমা ছিল। কিন্তু সে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। তাহার পর মা বলিলেন, "বাবা, হয় তুই আমার সঙ্গে ফিরিয়া চল—সুখে হউক, দুঃখে হউক, এক সঙ্গে থাকিব; নহে ত বল, আমি তোর কাছে থাকি।"

সুশীল বলিল, "মা, জানই ত কত খরচ। সুধীর ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তুমি ব্যস্ত হইও না—তত দিন আমাকে খরচের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

বড় দুঃখেও মার হাসি আসিল! তিনি বলিলেন, "বাবা, আমাকে কি ভুলাইবি? আমি যে তোকে পেটে ধরিয়াছি। এই সাজসজ্জা, এই বাসের ব্যবস্থা, এ সব কি খরচের দিকে লক্ষ্য রাখিবার প্রমাণ?"

"ও সব দোকানদারী; আজ কাল ভেক না হইলে ভিক মিলে না।"

"ভাল, তাহাই না হয় হইল। গত মাসেও যে আমাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়াছিলি—সে কি ভিক্ষার জন্য ভেক, না লোকদেখান?"

সুশীল দেখিল, প্রকৃত কথা আর অধিকক্ষণ গোপন করা চলিবে না। সে বলিল, "সে ঝগড়া ত তুমি বরাবরই করিতেছ,

সে পরে হইবে। এখন যখন এত দূর আসিয়াছ, তখন এ দিকের তীর্থগুলা করিয়া যাও—আমি সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।" সে রেলের কেতাব প্রভৃতি লইয়া সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

কথাটা কয় দিন চাপা রহিল। সুশীল মাকে লইয়া সে অঞ্চলের তীর্থস্থানগুলিতে গেল। কিন্তু তাহার পর? ফিরিয়া আসিয়া মা যখন আবার সেই কথার উত্থাপন করিলেন, তখন ত আর উত্তর না দিবার পথ রহিল না! মা বলিলেন, "তোর উন্নতি হয়, তোর ভাল লাগে, তুই এখানেই থাক। কিন্তু আমি তোকে এমন ভাবে থাকিতে দিব না। আমি থাকি; তোর দাদা ফিরিয়া যাউক, ছোট বৌমাকে পাঠাইয়া দিউক। সংসার পাতাইয়া আমি যাইব—কখনও তোর কাছে, কখনও কলিকাতায় থাকিব।"

সুশীল কিছুক্ষণ নিরুত্তর রহিল; তাহার পর বলিল, "না, মা, তাহা হইবে না।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের মিলন কেবল অসুখের কারণ।"

মা কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "বাবা, দোষ আমারই, তুই প্রথম হইতেই বলিয়াছিলি, 'বড়মানুষে'র ঘরে কাজ করিয়া কাজ নাই।"

"কিন্তু, মা, তুমি ত ভাল ভাবিয়াই কাজ করিয়াছিলে।"

মা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "কিন্তু, বাবা, ছোট বৌমা

ছেলেমানুষ—সে কি এমন অপরাধ করিল যে, তাহার জন্ত তুই তাহার এমন শাস্তির ব্যবস্থা করিলি ?"

সুশীল বলিল, "মা অপরাধের অপেক্ষা অপরাধের ভয়কেই আমি অধিক ভয় করি। যাহাতে তাহার সম্ভাবনা না হয়, সেই জন্য দূরে আসিয়াছি।"

এই কথায় মা যেন একটু আশার অবকাশ পাইলেন। তিনি সুশীলকে অনেক বুঝাইলেন, সে হয় ত ভুল বুঝিয়াছে—যদি সে ভুল না-ও বুঝিয়া থাকে, তবুও তাহার পক্ষে এমন কঠোর হওয়া ভাল নহে। ভালবাসা মানুষের দৌর্ব্বল্য ও ক্রটী দূর করে—ভালবাসার ঔষধে মানুষের হৃদয়ের যত ব্যাধি দূর হয়, তত আর কিছুতেই হয় না। সুশীল বলিল, "ভাল, দেখা যাউক কি হয়। তুমি ব্যস্ত হইও না।" মা বলিলেন, তিনি গৌরীকে বুঝাইয়া তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত করিবেন—তিনি তাহাকে আনিবার ব্যবস্থা করিবেন, সুশীল যেন তাহাতে আপত্তি না করে। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কিছুতেই সুশীলকে সম্মত করিতে পারিলেন না।

শেষে মা বলিলেন, "তবে আমি তোর কাছে থাকি। আমরা মা ছেলে, এত দিন যেমন আমাদের আর কেহ ছিল না, না হয় তেমনই আর কেহ থাকিবে না।"

সুশীল বুঝিল, মা কাছে থাকিলে তাঁহার প্রতিদিনের চেষ্টায় শেষে তাহাকে পরাভব মানিতেই হইবে। সে বলিল, "মা, তাহা হইলে লোকে কি মনে করিবে ? তা কি কখনও হইতে পারে ?"

শেষে মাকেই পরাভব মানিতে হইল।

যাইবার দিন মা কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন; বলিলেন, "বাবা, তোরা দুঃখিনীর সম্বল। আমাকে ত ফেলিতে পারিবি না! তুই ফিরিয়া চল। এ শাস্তি যে আমার—আর এ যে তোর নিজের!"

সুশীলের মনে হইতে লাগিল, সে যেন আর আপনার দৃঢ়তা অনাহত রাখিতে পারিতেছে না। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল, অভিমান—অপমান—বিচার—বিবেচনা সব ভুলিয়া সে কেন ফিরিয়া যাইতে পারে না? মার স্নেহ, পরিবারের স্মৃতিবন্ধন, পুরাতন জীবন তাহাকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে আরও একটা আকর্ষণ ছিল, সে যুবকের প্রেম। তাহা উপলব্ধি করিয়াই সুশীল ফিরিয়া দাঁড়াইল —আপনার দর্পে আপনার দৌর্ব্বল্য দলিত করিয়া কঠোর হইল—সে ফিরিবে না। ফিরিলে সে কেমন করিয়া আপনার কাছে আপনি মুখ দেখাইবে?

মা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন—ছেলের জন্য বুক-ভরা—বুক-ভাঙ্গা বেদনা বহিয়া লইয়া গেলেন। এ শাস্তি তাঁহার, আর এ শাস্তি তাহার।

আর সুশীল? মাকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া সে যেন যন্ত্রচালিতবৎ গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার শুষ্কনেত্রে অশ্রু আসিল না; কিন্তু যাতনার বহ্নিদাহে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রিয়জনের চিতানলের উপর দাঁড়াইলে যেমন হয়, তাহার তেমনই বোধ হইতে

লাগিল। জীবন মরুভূমি, আশা ভস্মাবশেষে পরিণত, এ অবস্থায় জীবন কি কেবল দুঃখের নহে? হায় ভালবাসা, তুমি মানুষকে কত দুঃখই দিতে পার! রমণীর প্রেম সাধনার ধন—কিন্তু যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিয়া ব্যর্থকাম হয়, তাহার মুষ্টিতে স্বর্ণখণ্ড ধূলিতে পরিণত হয়, তাহার মত দুঃখ কাহার? সুশীল সেই দুঃখ ভোগ করিতেছিল। আজ মার প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্মৃতির আলোড়নে, আলোচনায় আন্দোলনে দুঃখ কেবলই বাড়িতে লাগিল। সুশীল ব্যবসায়ে কাজে মন দিয়া বিস্মৃতিলাভের চেষ্টা করিল, সাফল্য লাভ করিতে পারিল না। সে দিন সেই ভাবে গেল—সে রাত্রি অনিদ্রায় কাটিল।

পর দিন সুশীল আপনাকে আপনি বুঝাইল—এমন করিয়া স্ত্রীলোকের মত কাঁদিয়া লাভ কি? সুখের হউক, বা দুঃখের হউক, কর্ত্তব্য-পালনই তাহার নিয়তি। কাতর হইলে চলিবে কেন? সে তাহার সঙ্কল্পে দৃঢ় হইল—অর্থ যে তাহার করতলগত হইতে পারে, সে তাহা দেখাইবে। এইটুকু প্রতিহিংসায় তাহার তৃপ্তিলাভসম্ভাবনায় মূলে যে তাহার বুকভরা ভালবাসাই ছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল কি? যে ভালবাসা সে যাতনার কারণ মনে করিতেছিল, সে যে কিছুতেই তাহার বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছিল না, তাহা সে অনুভব করিতে পারিল কি?

সুশীল অধিকতর আগ্রহে ব্যবসায়ে মন দিল—সাফল্যের স্রোতে স্বর্ণের প্রবাহ তাহার আয়ত্তাধীন হইল। কিন্তু তাহাতে কি সুখলাভ হইতে পারে?

৮

মা যতই চেষ্টা কেন করুন না, ছেলেকে দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে গৌরীকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, ছেলেকে দেখিয়া ফিরিবার পর আর সে দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না। ঘটনার কুজ্ঝটিকায় আমাদের দৃষ্ট পদার্থের রূপান্তর হয়—মারও তাহাই হইল। গৌরী তাঁহার পুত্রের দেশত্যাগী—গৃহত্যাগী হইবার কারণ। এ অবস্থায় গৌরীর প্রতি তাঁহার স্নেহ সহানুভূতিতে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু অবিকৃত থাকিতে পারে না। তিনি স্বভাবতঃ স্নেহশীলা ও মৃদু—বিশেষ সুশীল তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিল, যেন গৌরীর কোনরূপ অযত্ন না হয়—কাহারও কোনও ব্যবহারে তাহার প্রতি অবহেলা প্রকাশিত না হয়, সে যদি তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার প্রতি অপরের কর্ত্তব্য বিচলিত হইতে পারে না। কিন্তু মার ব্যবহারে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব আত্মপ্রকাশ না করিলেও, সে ব্যবহারে পরিবর্ত্তন গৌরী সহজেই অনুভব করিতে পারিল। বিশেষ তাঁহার আক্ষেপোক্তি প্রভৃতি তাহাকে বিশেষ ব্যথিত করিতে লাগিল।

এই নূতন অবস্থায় সে তাহার মাতার কাছে বিশেষ সান্ত্বনা পাইল না। তিনি তখনও আপনার গর্ব্বের শিখরে সমাসীন থাকিয়া কেবলই সুশীলের দোষ দেখিতেছিলেন। কত বড় বেদনার তাড়নায় সে যে আপনার জীবন ব্যর্থ করিতে বসিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে চাহিলেন না—কাজেই বুঝিতে পারিলেন না।

তাঁহার মুখে সুশীলের নিন্দাবাদ গৌরীর ভাল লাগিত না। তাহার ভালবাসা—বিরহের ব্যবধানে ও হারাইবার আশঙ্কায় যে প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সে স্বামীর দোষও গুণ বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছিল। এ বিষয়ে বিধাত্রী দেবীর শিক্ষা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। তিনি গৌরীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সুশীলের যে ব্যবহার সে দোষ মনে করিয়াছিল—সে গুণেরই নামান্তর। গৌরী তাহা বুঝিয়াছিল। তাই মার মুখে স্বামীর নিন্দা তাহার ভাল লাগিত না—সেই আলোচনার ভয়ে সে বড় বাপের বাড়ী যাইতে চাহিত না। তাহার মাতা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, মেয়েও তাঁহাকে পর ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সে যাহাই কেন ভাবুক না—'মাসী বল, পিসী বল—মায়ের বাড়া নয়।' এই কথার মধ্যে শাশুড়ীর প্রতি তাঁহার সঞ্চিত অসন্তোষের ইঙ্গিত বুঝিয়া গৌরী আরও ব্যথা পাইত। কেন না, [illegible]ই অবস্থায় সে যে কিছু সান্ত্বনা পাইত, সে পিতামহীর কাছে—[illegible]র সুশীলের দিদির কাছে। পিতামহীর পত্রের ছত্রে ছত্রে [illegible] তাহার জন্য তাঁহার বেদনার আর্ত্তনাদ বুঝিতে পারিত।

তবুও পিতামহী দূরে। দিদি নিকটে। বৈধব্যবেদনা দিদির হৃদয়ে সহানুভূতির মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল—হারাইয়া তিনি হারাইবার আশঙ্কায় কাতর হইতেন। কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রীলোকের ভালবাসার একটা পরিমাণ থাকে—তাই যখন সন্তানের প্রতি স্নেহে তাহার অধিকাংশ প্রযুক্ত হইয়া যায়, তখন স্বামীর জন্য আর অধিক অবশিষ্ট থাকে না—তখন

স্বামী স্ত্রীর জীবনের কেন্দ্র হইতে ক্রমে পরিধিরেখায় স্থানান্তরিত হয়েন। দিদির কাছে কিন্তু স্বামী পুত্রকন্যার অধিক ছিলেন —তিনি ইহকাল—পরকাল—হৃদয়সর্ব্বস্ব—জীবনসর্ব্বস্ব ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া দিদির পক্ষে জীবন কেবল কর্ত্তব্যের ভারমাত্র হইয়াছিল। তাই গৌরীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি ব্যথা পাইতেন—গৌরীর যৌবনলাবণ্যমধুর মুখে বিষাদের ছায়াপাত দেখিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন। তাঁহার প্রবল সহানুভূতির আরও একটা কারণ ছিল। তিনি এই ব্যাপারের কারণ-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৌরী তাঁহাকে সব কথা বলে নাই। তবুও তিনি বুঝিয়াছিলেন, অতি সামান্য কারণে এত বড় ব্যাপার ঘটিয়াছে—আর সুধীরকে বিলাতে পাঠান হইতেই ইহার সূত্রপাত। তাই তিনি আপনাকেও কেমন একটু অপরাধী মনে করিতেন।

দিদি অনেক ভাবিলেন, কিন্তু ভাবিয়া কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে এক দিন তিনি বলিলেন, "গৌরী, স্বামীর কাছে স্ত্রীর ত পদে পদেই অপরাধ—স্বামী সব অপরাধ ভুলিয়া থাকেন বলিয়াই আমরা স্বামীর ভালবাসা পাই—সে স্বামীর গুণে। তুমি সুশীলকে পত্র লেখ—আপনার ভুল স্বীকার কর। সে রাগ করিয়া থাকিতে পারিবে না।" গৌরী সব শুনিল; ভুল স্বীকার করিতেও তাহার আগ্রহ, কিন্তু সে ত কখনও পত্র লিখে নাই! দিদি তাহার অবস্থা বুঝিলেন। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন।

তবুও নিশীথে গৌরী পত্র লিখিতে বসিল—কত বার লিখিল, কোনও পত্রই মনের মত হইল না—কোনও পত্রেই তাহার মনের কথা ফুটিয়া উঠিল না। সে পত্র লিখিল, আর ছিঁড়িল। সকালে দিদি আসিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিল। দিদি মেঝের উপর ছিন্ন পত্রের স্তূপ দেখিলেন—গৌরীর জাগরণ-চিহ্নাঙ্কিত নয়নে অশ্রুধারা দেখিলেন—আপনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না।

মা, দিদি, গৌরী—কেহই ভাবিয়া কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

বিধাত্রী দেবীরও ভাবনার অন্ত ছিল না। তিনি পূর্ব্বেই ভয় করিয়াছিলেন, সুশীলের স্থানান্তর-গমনের প্রকৃত কারণ তাহার মাতার অজ্ঞাত থাকিবে না। তখন কি হইবে, ভাবিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়াছিলেন। গৌরীর পত্রে তিনি যখন তাহার শাশুড়ীর প্রত্যাবর্ত্তনের কথা জানিলেন, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ করিয়া সুশীলের কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে সুশীলকে তাঁহার গমন-সংবাদ দিয়াছিলেন; যাইয়া দেখিলেন, সুশীল চলিয়া গিয়াছে—তাঁহার জন্য পত্র রাখিয়া গিয়াছে—"মা আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে কাঁদাইয়া ফিরাইয়াছি। সে আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁহার বেদনা দ্বিগুণ হইয়া আমার বুকে বাজিয়াছে। আজ আপনাকে ফিরাইতেছি। ইহাও আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু উপায়ান্তরবিহীনের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি স্নেহকে বড় ভয় করি—পাছে

তাঁহার কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হয়, সেই ভয়ে আমি পলায়ন করিলাম।”

বিধাত্রী দেবী প্রমাদ গণিলেন—এত দিন পরিবার হইতে দূরে নিঃসঙ্গ প্রবাসের অজস্র অসুবিধাও সুশীলের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না! সে যখন ক্রমে এই জীবনে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে—যখন নূতন আদর্শই তাহাকে আকৃষ্ট করিতে থাকিবে, তখন তাহাকে ফিরাইবার যে আর কোনও উপায়ই থাকিবে না! ভালবাসার প্রবাহ-বেগ একবার প্রতিহত করিতে পারিলে তাহাকে যে পথে ইচ্ছা লইয়া যাওয়া সম্ভব হয়।

এমনই ভাবে দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল। দুইটী সংসারে দুর্ভাবনার নিবিড় ছায়া দিন দিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল; সে ছায়া অপসৃত করিবার কোনও উপায় কেহ করিতে পারিলেন না।

এই সময়ের মধ্যে সুশীলের পরিবারে দুইটী ঘটনা পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকে ব্যাপৃত রাখিল। প্রথম—সুশীলের জ্যেষ্ঠের প্রথম সন্তানের আবির্ভাব; দ্বিতীয়—তাহার তিন মাস পরে সাফল্য লাভ করিয়া সুধীরের প্রত্যাবর্ত্তন। পরিবারে এই নূতন শিশুর আবির্ভাব মাকে ব্যস্ত রাখিল। সুশীল তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান—এত দিন পরে গৃহে নূতন শিশু আসিল। বিধবা হইয়া তিনি যে দুই পুত্রকে লইয়া সংসারী হইয়াছিলেন—তাহাদেরই এক জন নূতন সংসার পাতাইল। কিন্তু আর এক জন? মা অশ্রুমোচন

করিলেন। দূরগত পুত্রের জন্য তাঁহার দারুণ বেদনা যেন আরও দারুণ হইয়া উঠিল। তিনি কন্যাকে বলিলেন, "মা, সুশীলকে সংসারী করিতে পারিলাম না!" কন্যাও অশ্রুমোচন করিলেন—উত্তর দিবার কিছুই নাই। গৃহে আনন্দোৎসবের মধ্যে উভয়েরই হৃদয় সুশীলের জন্য বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। গৃহে আরও এক জন অহরহঃ বক্ষে বেদনা লইয়া দিনযাপন করিতে লাগিল—সে গৌরী। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার জীবনের ব্যর্থতা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার অভাবের পরিমাণ ততই অধিক বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। তাহার ভালবাসা ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া স্বামীকে দেবতার আসনে বসাইয়া সার্থকতা-লাভের প্রয়াস পাইত বটে, কিন্তু তবু মানবের—যৌবনের ভালবাসার উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হইত, তখন সে যেন আর আপনাকে শান্ত করিতে পারিত না। ভালবাসা যে ভক্তিতে পরিণত হয়—সে ঘটনার বা সাধনার শৈত্যে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক ব্যাকুল বাসনার—আশা-তৃষ্ণার উত্তাপে যখন সেই ভক্তি আবার বিগলিত হইয়া ভালবাসার খাতে প্রবাহিত হয়, তখন সে প্রবাহের বেগ কে রোধ করিতে পারে?

সুধীর ফিরিয়া আসিল। সে ফিরিবার পথে সুশীলের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল—কিন্তু সুশীলের গৃহত্যাগের কারণ অনুমান করিতে পারে নাই। সে ফিরিবার পর আর একটা বিষয়ে সকলের দৃষ্টি পড়িল—তাহার বিবাহ। সুধীরের পিতা

বড় বন্ধুবৎসল ছিলেন। তিনি তাঁহার এক বন্ধুর কন্যার সঙ্গে সুধীরের বিবাহ দিবেন, বলিয়া রাখিয়াছিলেন—মেয়েটিকে বরাবরই 'মা লক্ষ্মী' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কন্যার পিতা সে বিষয়ে সুধীরের মাতার মত জানিতে চাহিয়াছিলেন—মেয়ের বাপের পক্ষে পাকা কথা নহিলে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নহে। সুধীরের মাতা সে বিষয়ে আপনার মাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন। মা বলিয়াছিলেন, "ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ—শেষে ছেলের মত চাহি, সে কথাও ভাবিয়া দেখ। আমাদের যে কপাল—শেষে যদি কথা দিয়া কথা রাখিতে না পারি?" মেয়ের কিন্তু সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না—স্বামী যে কথা দিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না; তবে ছেলেকে একবার জিজ্ঞাসা করা ভাল। তিনি সুধীরকে ডাকিয়া সব কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। সব শুনিয়া সুধীর বলিয়াছিল, "মা, আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? বাবা যে কথা দিয়া গিয়াছেন, সে কথা রাখা যদি তোমার কর্ত্তব্য হয়—তবে তাহা কি আমারই কর্ত্তব্য নহে? তাঁহারা আমাদের পরিবর্ত্তিত অবস্থা বিচার করিয়া দেখুন। দেখিয়া তাঁহারা যদি তাঁহাদের কথায় অবিচলিত থাকেন, আমরা বাবার কথার অন্যথা করিব না।" সুধীরের মাতা কন্যাপক্ষকে সেই কথাই বলিয়াছিলেন। পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা বিচার করিয়াও কন্যার পিতা সেই সম্বন্ধের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কেন না, সুধীরের মত ছেলে পাওয়া সহজ নহে—বিশেষ সুধীরের মাতাকে তাঁহারা

জানিতেন, মেয়ের তেমন শাশুড়ী পাইবার প্রলোভনও সংবরণ করা তাঁহারা দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুধীর ফিরিলে তাঁহারা বিবাহের দিন স্থির করিতে বলিলেন।

বিবাহে সকলেরই মত ছিল। সুশীলের জ্যেষ্ঠ এখন বাড়ীর কর্ত্তা। তিনি বলিলেন, "এ বিষয়ে আর কথা কি? মেয়ের পক্ষের ব্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। আমি সুশীলকে পত্র লিখি।" দাদার পত্র পাইয়াই সুশীল উত্তর দিল, "মেয়ের পক্ষকে অকারণে আর বিলম্ব করিতে বলা ভাল দেখায় না। দিন স্থির করিয়া ফেলুন।"

বিবাহের উদ্যোগ—আয়োজন হইতে লাগিল। মার ও দিদির বিশ্বাস ছিল, সুধীরের বিবাহে সুশীল না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। তবুও দিদি তাহাকে পত্র লিখিলেন—"ভাই, তোমাকে আর কি লিখিব? তুমি আসিয়া না দাঁড়াইলে এ বিবাহে আমার কোনও আনন্দই হইবে না। আমার এই কথা মনে করিয়া—তোমার পিতৃহীন ভাগিনেয়ের কথা ভাবিয়া, তুমি আসিবে। আমাকে এ আশায় হতাশ করিও না।"

দিদির পত্র পাইয়া সুশীল বিচলিত হইল। এ আহ্বান সে কেমন করিয়া অবহেলা করিবে? কর্ত্তব্য যে তাহাকে যাইতেই বলিতেছে। সে না যাইলে দিদি চক্ষুর জল ফেলিবেন ভাবিয়া তাহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। যুক্তি তর্কের পাষাণ দিয়া স্নেহ ভালবাসার উৎস-মুখ রুদ্ধ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—বুঝি সে পরাভব মানিল।

তাহার পর সে ভাবিল—জীবনের যে অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে, তাহা আবার আরম্ভ করিব কেমন করিয়া ? সে আপনার প্রতি করুণায় আপনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সুশীল স্থির করিল বটে, সে সুধীরের বিবাহে যাইবে না, কিন্তু সে কথা দিদিকে লিখিতে সাহস করিল না।

বিবাহের দিন পর্য্যন্ত দিদির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সুশীল তাঁহার অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারিবে না। সে দিন তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইল। তিনি দুঃখ সহ্য করিতে শিখিয়াছিলেন— সে কথা ব্যক্ত করিলেন না। কিন্তু যখন বর যাত্রা করিল, তখন তাঁহার সমস্ত বেদনার সঙ্গে এই বেদনাও তাঁহাকে বিচলিত করিল। এই উৎসবের মধ্যে তাঁহার স্বামি-বিয়োগ-বেদনা যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। বর যাত্রা করিবার পর তিনি মাকে বলিলেন, "সুশীল আসিল না!" কন্যা কি বেদনা বক্ষে লইয়া কাজ করিতেছিল, মা তাহা অন্তরে বেদনায় অনুভব করিতেছিলেন। তাই আজ সুশীলের ব্যবহারে তাঁহার মনে একটু অভিমানের আবির্ভাব হইল। তিনি বলিলেন, "আমরা তাহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি যে, সে তোর ব্যথাও বুঝিল না ?" দিদির মনে কিন্তু অভিমানের স্থান ছিল না। তিনি বলিলেন, "মা সে-ই কি ইহাতে ব্যথা পাইতেছে না ?"

গৌরী তথায় ছিল। মাতা পুত্রীর এই বেদনা যেন বৃশ্চিক-দংশন-যাতনার মত তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। সব অপরাধ তাহার। সে কেমন করিয়া সংসার হইতে এ বেদনার চিহ্ন মুছিয়া

দিবে? তাহার ব্যর্থ জীবন স্বামীর ভালবাসায় সার্থক করিবার আশা তাহার পক্ষে দিন দিন দুরাশা মনে হইতেছিল। কিন্তু দিদি ত সত্যই বলিয়াছেন—"সেও কি ব্যথা পাইতেছে না?" সে-ই ত যে বেদনার কারণ। সে তাহার ব্যবহারে কেবল আপনার জীবনই ব্যর্থ করে নাই, স্বামীর জীবনও ব্যর্থ ও বেদনাময় করিয়াছে।" গৌরী কাঁদিয়া ফেলিল। দিদি তাহা লক্ষ্য করিলেন—তাহার জন্য তাঁহার হৃদয়ে সমবেদনা প্রবল হইয়া উঠিল।

ও দিকে দিদি যাহা মনে করিয়াছিলেন, সুশীলের তাহাই হইল। সুধীরের বিবাহের দিন সে কোনও কাজেই মন দিতে পারিল না। সে আদালতে গেল না—সমস্ত দিন আপনার বক্ষে বেদনা লইয়া যাপন করিল—অপরাহ্ণে পাছে কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসেন বলিয়া, নদীর কূলে চলিয়া গেল—সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিল।

তাহার পর সে দাদার পত্র পাইল—বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে না আসায় মা ও দিদি বড় দুঃখিত হইয়াছেন। দিদির কোনও পত্র সে পাইল না। দিদি যদি তাহাকে তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিতেন—তাহা হইলে ভাল হইত; কিন্তু তিনি যে তাহাকে কোনও পত্র লিখিলেন না—তাহাতে সে তাঁহার হতাশা বেদনার পরিমাণ বুঝিয়া কষ্ট পাইল। আপনার অবস্থায় আপনার উপর তাহার বিরক্তি ও করুণা জন্মিতে লাগিল। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল, স্নেহ ভালবাসার নির্দ্দিষ্ট সরল পথ

ত্যাগ করিয়া—বুদ্ধি-বিবেচনা-দর্শিত বক্র পন্থা অবলম্বন করিয়া সে ভুল করে নাই ত? কে বলিবে?

সুশীল দাদাকে লিখিল, "দিদির কথা না রাখিয়া অপরাধ করিয়াছি—তাঁহাকে আর পত্র লিখিতেও আমার সাহসে কুলাই-তেছে না।" দাদা কেবল লিখিলেন—"দিদিকে তোমার কথা পড়িয়া শুনাইয়াছি।" কিন্তু দিদি শুনিয়া কিছু বলিয়াছেন কি না, সুশীল জানিতে পারিল না।

দুই মাস দিদির কথা যখন তখন সুশীলের মনে হইতে লাগিল। তাহার পর সে সুধীরের পত্র পাইল—সে আসিতেছে! সুধীরের আগমনের কোনও বিশেষ কারণ আছে কি না, সুশীল তাহার আলোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু আলোচনার বিশেষ সময় ছিল না—কারণ পর দিনই সুধীর আসিবে।

সুশীল ভাগিনেয়কে আনিবার জন্য ষ্টেশনে গেল। সুধীর মনে করিয়াছিল, মামা তাহার জন্য ষ্টেশনে আসিবেন—সে কামরার জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া ছিল—সুশীলকে দেখিতে পাইয়া ডাকিল—"ছোট মামা!" সুশীল যাইয়া কামরার দ্বার মুক্ত করিল—সুধীর নামিয়া আসিল। সুশীলের ভৃত্য সঙ্গে ছিল—সে জিনিস নামাইতে কামরায় উঠিল। জিনিসের মধ্যে একটা বড় বাক্স। সেটা নামান হইলে সুধীর হাসিয়া বলিল, "আরও একটা জিনিস আছে।" সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?" "এই যে" বলিয়া সুধীর কামরায় প্রবেশ করিল।

সুধীরের সঙ্গে নামিয়া আসিয়া এক কিশোরী সুশীলকে প্রণাম

করিল। সুশীল বিস্মিতনেত্রে ভাগিনেয়ের দিকে চাহিলে সুধীর হাসিয়া বলিল, "মা বলিলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—তোর বিবাহে সুশীল আসিবে। সে আমার সে বিশ্বাস চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। আমি আর তাহাকে কখনও কিছু বলিব না। তবে তোর কর্ত্তব্য—তুই তাহাকে বৌ দেখাইয়া আন'।"

সুশীল সস্নেহে কিশোরীর মস্তকে করতল স্থাপিত করিল; বলিল, "তাই ত মা, ছেলেকে দেখিতে আসিয়াছ! বড় দুষ্ট ছেলে—না? কিন্তু কথায় বলে—'কুপুত্র যদিও হয়—কুমাতা কখনও নয়'। সে কথা ঠিক।" তাহার পর সে সুধীরকে বলিল, "আমাকে একটু লিখিতে হয়! মার যে বড় কষ্ট হইবে।" সুধীর বলিল, "লিখিলে কি আপনি রাজী হইতেন?"

সুশীল সুধীরকে ও তাহার বধূকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "বাসায় যাও। আমি একটু ঘুরিয়া এখনই যাইতেছি।"

একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া সুশীল সহরে গেল, এবং একখানি মূল্যবান্ অলঙ্কার কিনিয়া লইয়া গৃহে ফিরিল। সে ভাগিনেয়-বধূকে ডাকিয়া অলঙ্কার দিল। সুধীর বলিল, "এই জন্য বুঝি ঘুরিয়া আসিলেন?" সুশীল উত্তর দিল, "তোর যেমন বুদ্ধি! শুধু হাতে কি বৌ দেখিতে আছে। দেড় বৎসর বিলাতে থাকিয়া তুই যে একেবারে মোচাকে 'কলার ফুল' বলিতে শিখিয়াছিস!"

তাহার পর সুশীল বধূকে বলিল, "মা, আমার এ তাম্বুতে বাস। মা একবার আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে সব গুছাইয়া লইতে হইয়াছিল। তুমি আসিয়াছ—তোমাকেও তাহাই করিতে হইবে।

ভবে বিরক্ত হইতে পারিবে না—এ সব ছেলের উপর স্নেহের জন্য মার শাস্তি।" প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে-ই সব গুছাইয়া দিল, এবং যত্নের স্যাতিশয্যে বধূকে প্লাবিত করিয়া দিল।

. সেই দিন অপরাহ্নেই সুধীর তাহার সঙ্গে আসল কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। এইবার দিদি তাঁহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহেন। সুধীর বলিল, "এখন পশার করাই কঠিন; কেন না—গলিতে গলিতে ডাক্তার। কিন্তু পশার হইলে সে পাড়া ছাড়িয়া যাইলে ক্ষতি অনিবার্য্য। তাই আমি একেবারে বাড়ীতেই বসিতে চাহি।" উভয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। শেষে সুশীল বলিল, "তুই যাহাই কেন বলিস না, আমি তোর কথায় রাজী হইতে পারিব না। দিদি চলিয়া গেলে মার বড় কষ্ট হইবে। সেই যখন কেবল আমরা দুই ভাই আর মা বাড়ীতে ছিলাম, তেমনই হইবে। দাদার ছেলেকে লইয়া মা ব্যস্ত হইলেও না হয় হইত। দাদা লিখিয়াছেন—সে তাহার পিসীর কোল দখল করিয়াছে। এখন তোর যাওয়া হইবে না। এ যুক্তি নহে—তর্ক নহে, ইহাই আমার মনের কথা।"

তাহার পর সুশীল মার কথা—দিদির কথা—সংসারের কত কথা জিজ্ঞাসা করিল!

সুধীর দুই দিন পরে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিল। সুশীল বলিল, "তাহাও কি কখন হয়! তোর কি—তুই সাত সমুদ্র পার হইয়াছিস, তোর সব সহ্য হয়। মার যে কষ্ট হইবে—আরও দুই দিন বিশ্রাম করিয়া পরে যাইবার কথা।" সে আপনি

সঙ্গে যাইয়া ভাগিনেয়-বধূকে সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইল। আর বাড়ীর সকলের জন্য কত জিনিসই কিনিতে লাগিল! সুধীর বলিল, "আপনি কি সহরের সব দোকান উজাড় করিবেন?"

দুই দিনের পর দুই দিন—তাহার পর আরও দুই দিন গেল। তখন সুশীল আর সুধীরকে রাখিতে পারিল না।

ভাগিনেয়কে ও ভাগিনেয়-বধূকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া সুশীল যখন 'সুখহীন ভবনে' ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মনে তাহার দূরস্থ পরিবারের চিত্র কি মনোরম বর্ণেই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল! সে কি কেবল দূরত্বের ব্যবধান-হেতু? না—তাহার তৃষ্ণা—তাহার বাসনা বিচিত্র বর্ণলেপে সে চিত্র চিত্তাকর্ষক করিতে লাগিল? কে বলিবে? কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল—গত দুই বৎসরের জীবন যদি সত্য সত্যই স্বপ্নমাত্র হইত! যদি সে জাগিয়া দেখিত, দুই বৎসর পূর্ব্বে সে যে স্থানে ছিল, এখনও সেই স্থানেই আছে! মার সেই স্নেহ—দিদির সেই ভালবাসা—ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদিগের প্রতি সেই স্নেহ। আর—!

৯

সুশীলের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুধীর মামার বাড়ীর প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে প্রাচীরে আপনার উপাধিসম্বলিত নামাঙ্কিত পাথর বসাইয়া পশারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ডাক্তারীর পশারে একটু বৈশিষ্ট্য আছে—তাহা সর্ব্বতোভাবে লোকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এবং সে বিশ্বাস অনেক সময় একটা সামান্য ঘটনায় উৎপন্ন হয়—এক বাড়ীতে একজন রোগীর আরোগ্য-ব্যাপারে ডাক্তারের পশার জমিতে পারে। সুধীরের পশার জমে নাই—তবে সে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী "বিনা ডাকে" ডাক্তারী করিয়া বিদ্যার চর্চ্চা রাখিতেছিল। সেইরূপ ডাক্তারী সারিয়া সে যখন মধ্যাহ্নের একটু পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিল তখন দ্বারেই টেলিগ্রাফ পিয়নের সঙ্গে তাহার দেখা হইল—সে সুশীলের দাদার নামে একখানা টেলিগ্রাম আনিয়াছিল। সুধীর সেখানা হাতে লইয়া বসিবার ঘরে গেল এবং দুইবার নাড়াচাড়া করিয়া খুলিয়া ফেলিল। পড়িয়াই সে ব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া চাকরকে বলিল, "ছুটিয়া আস্তাবলে যাও—গাড়ী ফিরাইয়া আন।" উপরে তাহার মা সে কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "কিরে, সুধীর ?"—"আসিয়া বলিতেছি"—বলিয়া সুধীর আবার ঘরে প্রবেশ করিল এবং আফিসে বড় মামাকে টেলিফোন করিল—"গিরিজাবাবু টেলিগ্রাফ করিয়াছেন—ছোটমামার প্লেগ হইয়াছে। আপনি আসুন। আমি প্রতিষেধক রোগরস আনিতে চলিলাম।" সে বাহির হইয়া গেল।

সুশীল কাছারীতেই জ্বর অনুভব করে এবং বাড়ী ফিরিয়া জ্বরের প্রাবল্যে সন্দেহ করে—তাহার প্লেগ হইয়াছে। তখনই সে গিরিজাকে পত্র লিখে—তাহার প্লেগ হইয়াছে; সে হাঁসপাতালে যাইতেছে। গিরিজা যেন তাহার বাড়ীতে সংবাদ না দেয়। পত্র পাইয়া গিরিজা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া দেখে, সুশীল হাঁসপাতালে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। গিরিজা বলিল, "তুমি হাঁসপাতালে যাইতেছ কেন?" সুশীল উত্তর করিল, "এই সব চাকর কি কখন প্লেগের রোগীর কাছে থাকিবে?" গিরিজা বলিল, "না থাকে—আমি ডাক্তার—শুশ্রূষাকারী আনিতেছি। তুমি হাঁসপাতালে যাইতে পাইবে না।" সুশীল বলিল, "সে হইবে না। আমি বাড়ী থাকিলে—তুমি আসিবে।" গিরিজা বলিল, "সেজন্য ভয় করিও না। আমি প্রতি বৎসরে এ সময় প্লেগের টীকা লইয়া থাকি—এবারও লইয়াছি।" গিরিজার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সুশীল বাড়ীতেই থাকিল; কিন্তু বিশেষ করিয়া বলিল, গিরিজা যেন তাহার বাড়ীতে সংবাদ না দেয়। বলা বাহুল্য গিরিজা সে কথা রাখে নাই। ডাক্তারও শুশ্রূষাকারী আনিতে যাইবার পথেই সে টেলিগ্রাফ করিত; কিন্তু যদি জ্বর—কেবল জ্বরই হয়, দেখিবার জন্য পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিল। প্রভাতে যখন ডাক্তার বলিলেন—প্লেগ—সে তখনই সুশীলের দাদাকে টেলিগ্রাফ করিয়াছিল। তখন প্রবল জ্বরে সুশীল অজ্ঞান হইয়াছে—জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে।

সুশীলের দাদা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সুধীর ফিরিয়া

আসিয়াছে। উভয়ে পরামর্শ করিলেন—তাহার পর মাকে ও দিদিকে সংবাদ জানান হইল। সুধীর বলিল, "চল—আমি তোমাদের লইয়া যাই; কিন্তু সকলকেই প্লেগের টীকা দিতে হইবে।" মা প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন—মুখে কথা সরিল না। দিদি উঠিয়া গৌরীর ঘরে গেলেন; বলিলেন, "গৌরি, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সুশীলের প্লেগ হইয়াছে—আমরা যাইতেছি—তুমি চল।" গৌরী উত্তর দিল না। দিদি দেখিলেন, তাহার মুখে পাণ্ডুবর্ণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি মূর্চ্ছিতা গৌরীকে ধরিয়া মেঝের উপর শোয়াইয়া তাহার চক্ষুতে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণেই তাহার চেতনা সঞ্চার হইল। দিদি বলিলেন, "তুমি উঠিও না। আমি তোমার দুইখানা কাপড় গুছাইয়া লইতেছি।"

তাহার পর সুধীর আপনি টীকা লইয়া মাকে, দিদিকে ও গৌরীকে টীকা দিল। সুধীরের দাদা বলিলেন, "আমাকে টীকা দিলি না?" সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিও যাইবেন?" তিনি বলিলেন, "যাইব না?" সুধীর বলিল, "বাড়ীতে কেহ থাকিবে না!" তিনি উত্তর করিলেন, "সর্ব্বস্বের অপেক্ষাও ভাই বড়।" বাস্তবিক দুই ভ্রাতায় স্নেহবন্ধন অসাধারণ দৃঢ় হইবার বিশেষ কারণ ছিল—উভয়ে ভ্রাতা ও বন্ধু—উভয়ে উভয়ের সাহচর্য্যে কখন বন্ধুর অভাব অনুভব করেন নাই। সুধীর তাঁহাকেও টীকা দিল।

গৌরীর মা সংবাদ পাইয়া আসিলেন। তিনি গৌরীকে বলিলেন, "তুই যাইয়া কি করিবি? তুই ত রোগীর সেবা করিতে

পারিস্ না—বিশেষ তোর কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস নাই।" গৌরী মা'র কথার কোন উত্তর দিল না—মা'র কাছ হইতে যাইয়া শাশুড়ীর কাছে বসিল—তথায় সমবেদনার মৌন সান্ত্বনা ছিল। কিছুক্ষণ থাকিয়া—মামুলী সতর্কতার ও আশার কথা বলিয়া তাহার মা যখন বিদায় লইলেন, তখন গৌরী তাঁহার সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া বলিল, "আমি ঠাকুরমা'কে পত্র লিখিতে পারিলাম না। তুমি তাঁহাকে সংবাদ দিও।" মা একটু বিরক্তিভরে বলিলেন, "আচ্ছা।" মা চলিয়া গেলেন—মেয়ে মনে করিল, ঠাকুরমা'কে সে সংবাদ দিলেই ভাল হইত—কিন্তু সে কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। তাহার বুকের মধ্যে প্রবল যাতনা তাহাকে স্থির হইতে দিতেছিল না। এমন যাতনা সে আর কখন অনুভব করে নাই। মানুষ যতই কেন হতাশ হউক না তাহার হৃদয়ে আশার স্থান লুপ্ত হয় না—যখন সেই আশার বিলোপাশঙ্কায় মানুষ কাতর হয়, তখন তাহার যাতনা বুঝি মৃত্যু-যাতনার অপেক্ষাও প্রবল বলিয়া অনুভূত হয়।

আশঙ্কায়—বেদনায়—অনাহারে—অনিদ্রায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বিপন্ন পরিবার যখন শঙ্কা-কম্পিত-হৃদয়ে সুশীলের গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন তখন সুশীল অজ্ঞানাবস্থায় জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে। গিরিজা তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় বারান্দায় বসিয়াছিল—গাড়ী আসিতে দেখিয়া গাড়ীর কাছে আসিল—কেহ কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই বলিল, "অবস্থা সমান।" কেহ কোন কথা বলিলেন না—আর সকলকে তাহার সঙ্গে যাইতে বারণ করিয়া সুধীর গিরিজার সঙ্গে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল। যাঁহারা বাহিরে অপেক্ষা

করিতে লাগিলেন তাঁহাদের কাছে সময় কত দীর্ঘ বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। আশঙ্কা কালের পরিমাণ দীর্ঘ করিয়া তুলে। তাই রোগীর নিঃশব্দ গৃহে দিন যেন আর যাইতে চাহে না—দিনের হিসাব ঘণ্টায় এবং ঘণ্টার হিসাব মিনিটে করিতে হয়।"

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলিয়া সুধীর ফিরিয়া আসিল এবং তাহার মাতাকে বলিল, "মা, এমন ভাবে যদি থাকিবে, তবে আসিলে কেন? রোগীর সেবা করিতে আসিয়াছ, সে কথা মনে কর—যাও স্নানাহার কর, তাহার পর আমি সময় ভাগ করিয়া দিব—এক জনের পর এক জন রোগীর কাছে থাকিব।" মা বলিলেন, "সুধীর, আমাকে একবার দেখিতে দিবি না?" সুধীর বলিল, "দিদিমা, চল—কিন্তু ঘরে গোল করিও না।"

মা সুধীরের সঙ্গে সুশীলের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। গৌরী কাতর-দৃষ্টিতে দিদির দিকে চাহিল। দিদি তাহার হাত ধরিয়া সেই ঘরে লইয়া গেলেন। গৌরীর মাথার কাপড় সরিয়া পড়িয়াছিল—সে টানিয়া দিতে ভুলিয়া গেল,—যন্ত্র-চালিতবৎ দিদির সঙ্গে গেল—তাহার সমস্ত বৃত্তি যেন দৃষ্টিতে পরিণত হইয়া রোগ-শয্যায় শয়ান স্বামীকে দেখিল। তাহার পর দিদিই তাহার হাত ধরিয়া ঘর হইতে লইয়া আসিলেন। সে কেবল দেখিতেছিল—তাহার জীবনমন্দিরের দেবমূর্ত্তি যেন দারুণ ভূমিকম্পে বেদী হইতে পতিত হইয়াছে—বজ্রাহত স্বর্ণশৃঙ্গের মত তাহা ভূমিতে লুণ্ঠিত।

তাহার পর সুধীর সময় ভাগ করিয়া কে কখন রোগীর কাছে থাকিবেন—স্থির করিয়া লইল। দুই জন ডাক্তার, সুশীলের

দাদা ও সে—পর্য্যায়ক্রমে রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করিবে; আর দুই জন শুশ্রূষাকারিণী, মা ও দিদি—পর্য্যায়ক্রমে সঙ্গে থাকিবেন। দিদি বলিলেন, "শুশ্রূষাকারিণী দুই জনকে যদি দরকার মনে করিস্ রাখ—কিন্তু আমরা তিন জন থাকিতে আমরা পরকে সেবা করিতে দিব না। মা, আমি, গৌরী—তিন জনে থাকিব।" সুধীর সেইরূপ ব্যবস্থা করিল; বলিল, "তবে আমি যখন থাকিব, ছোট স্বামী সেই সময় থাকিবেন।" বলা বাহুল্য মা ও দিদি প্রায় সব সময়েই রোগীর শয্যাপার্শ্বে থাকিতেন।

রোগীর অবস্থা সমান রহিল—জ্বর সমান—অজ্ঞানাবস্থারও তারতম্য নাই। কেবল—নাড়ীর গতি ও হৃদয়ের ক্রিয়া আশঙ্কার উপর আশার জয়সূচনা করিতে লাগিল। সেবাশুশ্রূষার কোন রূপ ত্রুটী হইল না। গৌরীর মা বলিয়াছিলেন, সে রোগীর সেবা করিতে পারে না। কিন্তু সুধীর পরে বলিয়াছিল, তাহার মত সেবা মা বা দিদি কেহই করিতে পারেন নাই। তাহাকে ঔষধ-পত্র প্রদানের কোন কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয় নাই। সে যেন অনন্যচিত্ত হইয়া সেবাই করিতেছিল; তাহার মনে হইতেছিল দীর্ঘ সাধনার পর সে তাহার আরাধ্যদেবতার পূজা করিবার অধিকার পাইয়াছে। এমনই ভাবে পাঁচ দিন গেল।

ষষ্ঠ দিন মধ্য রাত্রির পর সুশীল চক্ষু মেলিল—মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতাকাশে বালার্ক কিরণ বিকাশের মত অচৈতন্যাবস্থার পর তাহার জ্ঞানবিকাশ হইল। তখন তাহার পার্শ্বে—বাম দিকে সুধীর; পদের দিকে দক্ষিণ পার্শ্বে গৌরী—উভয়েই তাহার মুখের

দিকে চাহিয়া আছে। স্বপ্নের পর নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া মানুষ যেমন চাহিয়া দেখে—যাহা দেখিতেছে তাহা প্রকৃত—না স্বপ্ন—সুশীল তেমনই আবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। সুধীর ডাকিল—"ছোট মামা!"

সুশীল বলিল, "তোরা আসিয়াছিস্?"

আনন্দের আতিশয্যে আপনার নিষেধ আপনি ভুলিয়া সুধীর ডাকিল—"দিদিমা!" মা হর্ম্ম্যতলে শয্যায় শুইয়াছিলেন—জাগিয়াই ছিলেন। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিলেন—আসিবার সময় পার্শ্বে নিদ্রিতা কন্যাকে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, বড় কি কষ্ট হইতেছে?"

সুশীল বলিল, "না—আর কষ্ট বোধ হইতেছে না।"

"মাথায় যন্ত্রণা নাই?"

সুধীর বলিল, "দিদিমা, তুমি যদি অত কথা বল, তবে তোমাকে এ ঘরে থাকিতে দিব না।"

সুশীল মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "মা, ডাক্তার হইয়া সুধীর তোমাকেও তাড়া দিতেছে!"—তাহার পর সে সুধীরকে বলিল, "তোরা সব আসিলি কেন? এ সময় আসিতে আছে?"

সুধীর বলিল, "সে তর্ক পরে করিবেন। এখন অত কথা বলিবেন না।"

দিদি পার্শ্বের কক্ষ হইতে সুশীলের দাদাকে ডাকিতে গিয়াছিলেন—উভয়ে এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুশীল দাদাকে বলিল, "তুমিও আসিয়াছ? আর কেহ বাকি নাই!"

তাহার পর সে চক্ষু মুদিল—কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে আর একবার দেখিল তাহার পদের কাছে গৌরী বসিয়া আছে—তাহার মুখ ম্লান, শুষ্ক—কিন্তু নয়নে আশার আলোকদীপ্তি। গৌরী তাহার সেবার সময় আসনখানি সুশীলের পার্শ্ব হইতে টানিয়া চরণের কাছেই বসিত।

সুশীল বুঝিল, তাহার বারণ না মানিয়া গিরিজা তাহার গৃহে সংবাদ দিয়াছিল। কিন্তু সে কিছুতেই গিরিজার উপর রাগ করিতে পারিল না। পর দিন প্রভাতে গিরিজাকে সে যখন বলিল, "তুমি কেন খবর দিয়াছিলে?" তখন গিরিজা বলিল, "বেশ করিয়াছিলাম। এই সেবাশুশ্রূষা ভাড়াটিয়া লোকের দ্বারা হইত?" সুশীল আর কোন কথা কহিল না—হাসিল।

তাহার পর স্রোত ফিরিল—আরোগ্যের গতি দিন দিন দ্রুত হইতে লাগিল, স্বাস্থ্য আপনার অধিকার ফিরিয়া লইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সুশীল ভাবিতে লাগিল।

গৌরীর অক্লান্ত ও আন্তরিক সেবা সুশীল লক্ষ্য না করিয়া পারিল না। দিদি সময় সময় একটু কৌশলে সে দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেন—গৌরীর নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবসানপূর্ব্বেই আসিয়া তাহাকে বলিতেন, "তুমি যাও—আমি বসিতেছি। তোমার অভ্যাস নাই—এই রাত্রি জাগরণ—এই উদ্বেগ—শেষে অসুখে পড়িবে?" কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। অন্য কোন কাজের অভাবে সুশীলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গৌরীর ভাব লক্ষ্য করিত। সে লক্ষ্য করিত—আর ভাবিত।

ক্রমে তাহার মনে হইতে লাগিল—তাহার বেদনাতপ্ত হৃদয় যেন স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে। সে ভাবিল, পুরাতন ক্ষতমুখে শোণিত-ধারা নির্গত হইয়া তাহার হৃদয় প্লাবিত করিতেছে। কিন্তু সে ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিল—তাহা নহে; তাহার বহু চেষ্টায় রুদ্ধ-মুখ ভালবাসার উৎস আবার উৎসারিত হইতেছে—সে তাহারই স্নিগ্ধ সলিলের সঞ্চার অনুভব করিতেছে। সে ভয় পাইল। দেহ দুর্ব্বল—মনও দুর্ব্বল। যদি সে সে ধারার মুখ রুদ্ধ করিতে না পারে?

দশ দিনের মধ্যে সুশীল অনেকটা সুস্থ হইল—আর তেমন সেবার প্রয়োজন রহিল না, তবে সুধীরের নির্দ্দেশক্রমে একজন করিয়া তাহার কাছে থাকিবার ব্যবস্থা হইল—যদি কোন দরকার হয়। বিশেষ কোন দরকার হইত না—কেন না, সুশীল স্বভাবতঃ সেবাগ্রহণে অনিচ্ছু ছিল। তাই সে জিদ করিতে লাগিল, সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। দাদার কাজের ক্ষতি হইতেছে—সুধীরের পক্ষে এ সময় কর্ম্মস্থল ছাড়িয়া থাকা অকর্ত্তব্য—বাড়ীতে কেহ নাই—এইরূপ নানা যুক্তি সে দিতে লাগিল। শেষে মা বলিলেন, "ভাল তোর দাদা, দিদি আর সুধীর ফিরিয়া যাউক—আমি আর ছোট বৌমা থাকি।" সুশীল কিছুতেই সম্মত হইল না। মাও যাইতে সম্মত হইলেন না।

সুশীল সর্ব্বপ্রযত্নে গৌরীর প্রতি তাহার প্রবল ভালবাসা অতিক্রম করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। কাজেই গৌরীর সেবা সে তাহার প্রাপ্য বিবেচনা না করিয়া সেজন্য কৃতজ্ঞতায়

ভাণ করিতে লাগিল—আপনাকে আপনি বুঝাইয়া প্রতারিত করিতে প্রয়াস পাইল। সে গৌরীকে বলিল, "তুমি ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে আমার একটা কথা বলিবার আছে। তুমি আমার অসময়ে যে সেবাশুশ্রূষা করিয়াছ, সে জন্য আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রহিব। আমার জন্য এত কষ্ট করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।"

এত দিন সুশীল যে তাহার সঙ্গে কোন কথা কহে নাই, তাহাতে গৌরীর দুঃখ হয় নাই; বরং সে যে সেবা করিতে পাইয়াছে—তাহাতেই সে পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। আজ সুশীলের কথায় তাহার সকল বেদনা নূতন হইয়া উঠিল—তবে সে স্বামীর কাছে যত দূরে ছিল—তত দূরেই রহিয়াছে! তাহার আশার বালুর ঘর সেই কথার তরঙ্গে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না; শেষে বহু চেষ্টায় বলিল, "মা বলিতেছেন, আমি এখন যাইব না।" তাহার কথা যেন দূরাগত—গ্রামোফোনের কথার মত—তাহা অস্বাভাবিক ও ঈষৎ কম্পিত।

সুশীলের তার্কিক বুদ্ধি ছল ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। লজ্জা যে গৌরীকে বলিতে দেয় নাই—"আমি যাইব না—আমাকে আর ফিরাইয়া দিও না"—তাহার কথায় গৌরী যে সে কথা বলিতে আরও সঙ্কোচ বোধ করিয়াছে, সুশীল তাহা বুঝিল না। "মা বলিয়াছেন"—তবে গৌরীর আকাঙ্ক্ষার ত কোন পরিচয় নাই! সে যে তাহার মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহার প্রমাণ কি?

সুশীল ভাবিতে লাগিল, বহুদিন পূর্ব্বে শ্রুত একটা গল্প তাহার মনে পড়িল—এক গৃহস্থের সঙ্গে এক সর্পের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। গৃহস্থ প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে দুগ্ধ লইয়া বিবরের কাছে যাইয়া ডাকিলে সর্প আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিত এবং প্রতিদানে একটী মোহর দিত। এই ব্যবস্থায় গৃহস্থ বিশেষ উপকৃত হইত। কিছু দিন পরে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে গৃহস্থকে গ্রামান্তরে যাইতে হইল। যাইবার সময় সে পুত্রকে সব কথা বলিয়া সর্পের জন্য দুগ্ধ লইয়া যাইতে ও মোহর আনিতে বলিয়া গেল। বুদ্ধিমান্ পুত্র পিতার ব্যবস্থা ভাল নহে মনে করিয়া স্থির করিল, সর্পকে মারিয়া তাহার বিবর হইতে সব মোহর এক দিনে আনিবে। সন্ধ্যাকালে সর্প দুগ্ধপান করিতে আসিলে বালক তাহাকে লগুড়াঘাত করিল। কিন্তু আঘাত সর্পের মস্তকে না লাগিয়া কোমরে লাগিল—সর্প ফিরিয়া বালককে দংশন করিল—তাহাতেই বালকের মৃত্যু হইল। গৃহে ফিরিয়া গৃহস্থ সব শুনিল—বালকের জন্য বিলাপ করিল এবং সন্ধ্যাকালে যথাপূর্ব্ব দুগ্ধ লইয়া যাইয়া সর্পকে আহ্বান করিল। সর্প গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া বলিল, 'তোমার সহিত আর আমার পূর্ব্বের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তুমিও পুত্রশোক বিস্মৃত হইতে পারিবে না—আমিও আঘাত বেদনা ভুলিতে পারিব না।' বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুশাল বলিল, "মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইবে না। গত দুই বৎসরের স্মৃতি তুমি মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। সুতরাং পূর্ব্বের ব্যবস্থায় আর কাজ নাই।"

গৌরীর মনের মধ্যে যে কথা ফুটিয়া বাহির হইবার জন্য তাহাকে পীড়িত করিতেছিল—মুখে সে কথা বাহির হইল না। সে বলিতে পারিল না—তোমাকে আমি কেমন করিয়া বুঝাইব—অনুতাপের, আত্মগ্লানির অনলে আমার অতীত—আমার ভুল পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে; আমার ভবিষ্যৎ তোমার—তুমি তোমার প্রেমে তাহা সুখময় কর। তোমার প্রেম-মন্দাকিনীর ধারা ব্যতীত আমার দগ্ধ আশার উদ্ধার সাধিত হইবে না। আমাকে ভুল বুঝিও না—আমাকে ফিরাইও না। তোমার ভালবাসা ছাড়া আমার কামনার ও সাধনার আর কিছুই নাই। তুমি আমাকে অবসর দাও—আমি আমার ভালবাসা দিয়া তোমার স্মৃতির চিহ্ন মুছিয়া দিব।

গৌরী কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার বক্ষের বেদনা এমনই অসহ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল যে, তাহার মনে হইতে লাগিল—সে আর রোদন সংবরণ করিতে পারিবে না। সে উঠিয়া চলিয়া গেল—বারান্দায় যাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তাহার দুই চক্ষুতে অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিল।

দাদার কাজের সত্যসত্যই ক্ষতি হইতেছিল। তাই তাঁহাকে যাইতে হইল। সুধীর কিছুতেই গেল না; বলিল, "কত কষ্টে একটি জবর রোগী পাইয়াছি—আমি কি ছাড়িয়া যাইতে পারি?" দাদার সঙ্গে দিদি গেলেন। মা'র ও গৌরীর অবস্থানে সুশীল এখন আর তত আপত্তি করিল না। তাহার কারণ, সে দিদির

প্রত্যাবর্ত্তনের জন্যই বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিল। মা'র দৌর্ব্বল্য সে জানিত—তিনি ছেলেদের কথার বিরুদ্ধে জিদ করিতে পারেন না। কিন্তু দিদির সঙ্গে তর্কে তাহার ভয় ছিল। সে যাহাই কেন বলুক না, তর্কে তাহার পরাভবের সম্ভাবনা তাহার অবিদিত ছিল না।

দাদার ও দিদির যাইবার কয় দিন পরেই সে বলিল, "মা, আমি দিন কতক পাহাড়ে বেড়াইয়া আসি। শরীর শীঘ্রই সুস্থ হইবে।" মা বলিলেন, "বাড়ী চল।" সুশীল পাহাড়ে যাইবার সুবিধা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল। মা বুঝিলেন, সে তাঁহাদের ফিরাইয়া দিতেই ব্যস্ত। কিন্তু বুঝিয়াও বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না—সে স্বাস্থ্যলাভের জন্য যাইতে চাহিতেছে, তিনি কি আপত্তি করিতে পারেন? সুধীর একবার বলিল, "ডাক্তারের সঙ্গে থাকা দরকার।" কিন্তু সে রহস্য করিয়া।

তাহার পর সুশীল বড় দ্রুত তাহার পাহাড়ে যাইবার—অর্থাৎ মা'র ও গৌরীর কলিকাতায় ফিরিবার দিন নির্দ্ধারিত করিয়া ফেলিল। তত তাড়াতাড়ির জন্য মা—প্রস্তুত ছিলেন না।

ফিরিবার দিন গৌরী তাহার ঠাকুরমা'র এক পত্র পাইল। গৌরী যে সুশীলের কাছে থাকিল, সেই সংবাদ পাইয়া তিনি লিখিয়াছেন:—

"এই সংবাদে যে কত আনন্দ পাইলাম, তাহা আর কি বলিব। বিশ্বেশ্বর এত দিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। আমাদের পদে

পদে অপরাধ—আমরা অপরাধ করিতেই জন্মগ্রহণ করি। কথায় বলে—

'পুড়ে মেয়ে উড়ে ছাই
তবে মেয়ের গুণ গাই।'

অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়া সুশীলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিও যে ইহার পর এক দিন তোমার উপর রাগ করিয়াছিল বলিয়া সে যেন লজ্জা পায়। কিন্তু এই আনন্দে যেন ঠাকুরমা'কে ভুলিয়া যাইও না। তোমাদের সব সংবাদ পূর্ব্বের মত আমাকে দিও। মরিবার পূর্ব্বে একবার সুশীলকে আর তোমাকে দেখিতে যাইব—আশা করিয়া আছি।"

ফিরিবার সময় ট্রেণে বসিয়া গৌরী সেই পত্রের কথা ভাবিল। তাহার ব্যর্থ জীবনের বেদনা যেন আর সহ্য করা যায় না। আর সেই স্নেহশীলা ঠাকুরমা—তিনি এ সংবাদে কত কষ্টই পাইবেন! সে কেমন করিয়া তাঁহার কাছে মুখ দেখাইবে? গৌরীর মনে হইতে লাগিল, তাহার পক্ষে জীবনের আলো নিবিয়া গিয়াছে—সে নিরাশার অন্ধকারে কেবল দুঃখের পথেই অগ্রসর হইতেছে।

১০

বিধাত্রী দেবী গৌরীর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইলেন; গৌরীকে লিখিলেন, "আমি এ ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তোমার এ দুঃখ ত আর সহ্য করিতে পারি না। আমি কলিকাতায় যাইতেছি—সেই পথে একবার সুশীলকে দেখিতে যাইব। রমা অনেক দিন হইতে একবার আমার কাছে আসিতে চাহিতেছে। পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া আমি বারণ করিয়াছি; তাই আমার উপর রাগ করিয়াছে। আজ তাহাকে লিখিয়া দিলাম—সে আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে।"

পত্র পাইয়া গৌরী লিখিল, "আপনার আর সেখানে যাইয়া কাজ নাই। আমার অদৃষ্ট মন্দ—নহিলে মন্দিরের পূজারী হইয়াও দেবসেবার অধিকারে বঞ্চিত হইব কেন? নহিলে—যিনি পরের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, তিনি কি কেবল আমার দুঃখ বুঝিতেই অসমর্থ হইতেন? সেবা করিবার অধিকার—সে অধিকারেও আমি বঞ্চিত হইয়াছি—আমার আর আশার অবকাশ নাই।"

এদিকে ঠাকুরমা'র পত্র পাইয়াই রমা ছুটিয়া মা'র কাছে গেল,—"আমি আজ চলিলাম।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রে?" রমা বলিল, "ঠাকুরমা দিদিকে দেখিতে আসিবেন (আমাকে নহে) তাই আমাকে যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতে লিখিয়াছেন। আমি যাইয়া খুব ঝগড়া করিব।"

মা তাহার কাপড় প্রভৃতি গুছাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলে রমা বলিল, "একটা হাতব্যাগে দুইখানা কাপড় আর একটা জামা দাও। আর কিছু দিতে হইবে না।" মা বলিলেন, "অমন করিয়া যাইলে তিনি রাগ করিবেন।" ঠাকুরমা তাহার উপর রাগ করিবেন, এই অসম্ভব কল্পনায় রমার এমনই কৌতুক বোধ হইতে লাগিল যে সে যাইবার সময় ব্যাগটি ফেলিয়া গেল। তাহার টেলিগ্রাম পাইয়া সরকার ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। রমা নামিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "জিনিসপত্র কোথায়?" রমা উত্তর দিল, "জিনিসপত্রের মধ্যে আমি।" সরকার যাইয়া বিধাত্রী দেবীকে জানাইল—"বাবু একবস্ত্রে আসিয়াছেন—সঙ্গে কোন জিনিস আনেন নাই।" বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "ভালই করিয়াছে—ছেলেমানুষ জিনিসপত্র লইয়া কি আসিতে পারে?" তিনি তাহার জন্য বস্ত্রাদি আনিতে দিলেন; রমাকে বলিলেন, "আমি তোর একপ্রস্থ কাপড়চোপড় এখানে রাখিব; আসিলে কোন অসুবিধায় পড়িবি না।" রমা খুব হাসিয়া বলিল, "তুমি সব মাটী করিলে। মা বলিয়াছিলেন, আমি অনেক কাপড়চোপড় না আনিলে তুমি রাগ করিবে। তাই—তুমি আমার উপর কেমন রাগ করিতে পার দেখিবার জন্য আমি ব্যাগটা ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছি। অথচ তুমি মোটেই রাগ করিলে না!" বিধাত্রী দেবীও হাসিলেন। তিনি বলিলেন, "এবার রাগ করিলাম না বটে; কিন্তু যখন বৌ লইয়া আসিবি তখন যদি এমন ভাবে আসিস্ তবে খুব রাগ করিব; বৌদিদিকে তোর কাণ মলিয়া দিতে বলিব।"

পরদিন বিধাত্রী দেবী কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া বিধাত্রী দেবী গৌরীর কাছে সব কথা শুনিলেন; বলিলেন, "দিদিমণি, তবুও মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিতে পার নাই? ভাল—আমিই বলিব।"

গৌরী বলিল, "তুমি আবার যাইবে?"

"যাইব বই কি, দিদিমণি? আমি কি স্থির থাকিতে পারিতেছি?"

গৌরীর প্রতি দিদির স্নেহের কথা গৌরী ঠাকুরমা'কে বলিয়াছিল। তিনি এ সম্বন্ধে দিদির সঙ্গেও পরামর্শ করিলেন। সুশীল যে ভাবে পুনঃপুনঃ মা'কে ফিরাইয়াছিল, তাহাতে এবং গৌরীর প্রতি তাহার ব্যবহারে দিদি বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। এবার মা'কে ও গৌরীকে সুশীলের কাছে রাখিয়া ফিরিবার সময় তিনি মনে করিয়াছিলেন, গৌরীর যে অক্লান্ত সেবায় তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন—অন্ততঃ তাহাতে সুশীলের মত পরিবর্ত্তিত হইবে। গৌরীর এক দিনের কথার ভুল যে ক্ষমার অযোগ্য তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারিতেন না। তাহার পর তাঁহার আশঙ্কা ছিল, পাছে ছেলেকে হারাইয়া গৌরীর প্রতি মা'র মনে বিরক্তির বা বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। এই সব মনে করিয়া দিদিও ভাবিতেছিলেন, তিনি একবার সুশীলকে বুঝাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিবেন। সুতরাং বিধাত্রী দেবী যখন বলিলেন, তিনি সুশীলের কাছে যাইবেন, তখন তিনিও বলিলেন, তিনি যাইবেন। বিধাত্রী দেবী হাসিয়া বলিলেন, "ভালই হইল—'একা না বোকা'। আমরা

দুই বহিন এক হইলে সুশীলকে হারি মানিতেই হইবে।" তিনি একটা বাসা ঠিক করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন ; কিন্তু বলিয়া দিলেন, সুশীল কোন সংবাদ না পায়। তিনি পাহাড় হইতে সুশীলের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। কেন না, পাহাড়ে একা সুশীলের ভাল লাগিল না। তথায় কোন কাজ নাই—সুতরাং কেবল ভাবনা—সুশীল আপনার ভাবনার তাড়না হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসিল। সে সংবাদ পাইয়াই বিধাত্রী দেবী দিদিকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

উভয়ে ষ্টেশন হইতে বরাবর সুশীলের বাসায় গেলেন। সুশীল তখন মক্কেলের কাগজ দেখিতেছিল। ভৃত্য যাইয়া সংবাদ দিল—কলিকাতা হইতে "মাজী" আসিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া সে বাহিরে আসিল—দেখিল, বিধাত্রী দেবী ও দিদি গাড়ীতে বসিয়া আছেন। উভয়কে প্রণাম করিয়া সুশীল দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তুমি ?" দিদি প্রথম হইতেই যুদ্ধের ভাব লইলেন, "হ্যাঁ—ভাই, আমি আসিয়াছি। তবে তুমি ভয় পাইও না, তোমাকে বিব্রত করিব না ; ঠাকুরমা'র সঙ্গে আসিয়াছি। কেবল তোমাকে একটা কথা বলিব—কখন তোমার অবসর হইবে জানিয়া যাইব।"

বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "আমরা বাসায় যাইতেছি—তুমি দ্বিপ্রহরে আসিয়া তথায় আহার করিও।"

সুশীল বলিল, "আপনাকেও আমার বাসায় নামিতে বলিতে পারি কি ?"

"জান ত, দাদা, আমাদের অনেক হাঙ্গামা। বাসায় সব ঠিক আছে। তুমি আসিও।" তাঁহার আদেশে কর্ম্মচারী বাসার ঠিকানা বলিল।

সুশীল বলিল, "আমায় আদালতে যাইতে হইবে।"

বিধাত্রী দেবী কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই দিদি বলিলেন, "ভাল—যখন তোমার আদালতই বড়, তখন তুমি আদালতেই যাইও। আমার কথায় টাকা পাইবার সম্ভাবনা নাই; শুনিবার অবসর হইবে কি? যখন অবসর হয়, আমি তখনই আসিব।"

"তুমি নামিবে না?"

"না।"

সুশীল দেখিল আর এড়াইবার উপায় নাই। সে বলিল, "আমি মধ্যাহ্নেই যাইব।"

দিদি আর কোন কথা বলিলেন না।

বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "তবে আমরা এখন আসি।"

গাড়ী চলিয়া গেলে সুশীল যাইয়া মক্কেলের কাগজ দেখিতে বসিল; চিত্ত এমনই চঞ্চল যে মনোনিবেশ করিতে পারিল না, বলিল, "আজ আমার কাজ আছে, কাল কাগজ দেখিব।"

মক্কেলকে বিদায় দিয়া সে মুহুরীকে ডাকিয়া বলিল, "আজ আমি আদালতে যাইব না; আজ সকালে আর কাহারও কাগজও দেখিব না।" সে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু আজ ভাবিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিল না। শেষে সে স্থির করিল, অবস্থা বুঝিয়া যে হয় ব্যবস্থা করিবে।

যথাকালে চিন্তাকুলহৃদয়ে সুশীল বিধাত্রী দেবীর বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইল।

তাহার আহার শেষ হইলে বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "আমার একটা কথা তোমাকে রাখিতে হইবে।"

সে কথা কি বুঝিতে সুশীলের বিলম্ব হইল না। সে বলিল, "আপনি কেন আবার আসিলেন?"

বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "কেন আসিলাম, সেই কথাই তোমাকে বলিব। রমা-গৌরীর শুভাশুভ যাহার দেখিবার সে থাকিলে আমি আসিতাম না। কাশীবাসী হইয়া কাশী ছাড়িয়া আসা মহাপাপী নহিলে কাহাকেও করিতে হয় না। আমাকে তাহাই করিতে হইতেছে। কিন্তু কি করিব? গৌরীর এ দুঃখ দেখিয়া আমি সে কাশীতেও শান্তিতে মরিতে পারিব না! তাহার পর তাহার এই পত্র পাইয়া আমি কি স্থির থাকিতে পারি?" তিনি অঞ্চলে বদ্ধ গৌরীর শেষ পত্র লইয়া সুশীলকে দিলেন।

সুশীল পত্রখানি পড়িল; কিন্তু তাঁহাকে ফিরাইয়া না দিয়া ভুলিয়া আপনার পকেটে রাখিল। বিধাত্রী দেবী ভাবিলেন, ভালই হইল।

তাহার পর তিনি বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোক—তুমি পুরুষ, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্—তোমার সঙ্গে তর্ক করিব এমন যোগ্যতা আমার নাই। তাহাতে আমাদের অধিকারও নাই। আমাদের অধিকার স্নেহ দিতে, সেবা করিতে, অনুরোধ বা অনুনয় করিতে। আমার অনুরোধ—তুমি বাড়ীতে ফিরিয়া চল। গৌরী অপরাধ করিয়াছে

কি না—করিয়া থাকিলে তাহা উপেক্ষার যোগ্য কি না, তাহার বিচার আমি করিতে পারি না। কেন না, তাহার দোষও আমি উপেক্ষাই করিব। কিন্তু সে যদি এমন অপরাধই করিয়া থাকে যে তুমি—তাহার স্বামী, তাহার ইহকাল পরকালের জন্য দায়ী—তাহা ক্ষমা করিতে পার না, তবে আমি তাহা ক্ষমা করিতে বলিতে পারি না। ক্ষমা অনুরোধে হয় না—আপনার মন না বুঝিলে আর কেহ বুঝাইয়া ক্ষমা করাইতে পারে না। আমার অনুরোধ—তুমি এমন করিয়া আপনি কষ্ট পাইও না—তোমার মা'কে, দিদিকে—সকলকে কষ্ট দিও না—বাড়ী ফিরিয়া চল। আমার আর কোন কথা নাই। আশীর্ব্বাদ করি, চিরসুখী হও।"

সুশীল কোন উত্তর দিল না—ভাবিতে লাগিল।

সে দিদিকে বলিল, "দিদি, তুমি কি বলিবে বলিতেছিলে?"

বিধাত্রী দেবী বলিলেন, "এখনও দিদির আমার খাওয়া হয় নাই—গত দিন ত রেলেই গিয়াছে।"

সুশীল লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমি অপেক্ষা করিতেছি।"

দিদি বলিলেন, "তোমার কি কোন বিশেষ কাজ—আদালতের কাজ আছে?"

সুশীল বলিল, "না।"

"তবে তুমি এখন বাসায় যাইবে?"

"হাঁ।"

"তুমি বাসায় যাও—আমি সেখানে যাইব। তুমি সম্বন্ধ ছিঁড়িতে চাহিলেও আমি বলিব—তুমি আমার ভাই। তোমাকে

আমার যাহা বলিবার তাহা আমি হয় তোমার বাড়ী—নহে ত আমার বাড়ী বলিতে পারি। আমি তোমার বাসায় যাইব। —তুমি যাও।"

"আমি যাইয়া ঘণ্টাখানিক পরে গাড়ী পাঠাইয়া দিব"—বলিয়া সুশীল বিদায় লইল।

গাড়ীতে বসিয়া সুশীল পকেট হইতে গৌরীর পত্র বাহির করিল —বার বার পড়িল। তবে কি সে ভুল বুঝিয়াছে? এতদিন একবারও তাহার মনে হয় নাই—সে হয় ত ভুল বুঝিয়াছে। আজ তাহাই মনে হইল; চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইবার নূতন পথ পাইল। তাহার পর বিধাত্রী দেবীর কথা—সে কথার যুক্তি সে কেমন করিয়া খণ্ডন করিবে? মা'র প্রতি, দিদির প্রতি, দাদার প্রতি, ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদিগের প্রতি তাহার কর্ত্তব্যে কি টাকা ছাড়া আর কিছুই নাই? যে অর্থ সে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়াছে—যে অর্থের গর্ব্বই গৌরীর প্রতি তাহার বিরক্তির কারণ—সেই অর্থ দিয়াই সে ত স্নেহ-ভালবাসার ঋণ শোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে! সে আপনার ব্যবহারে পরস্পর বিরোধ দেখিয়া লজ্জিত হইল। যে বিচার-বুদ্ধিতে তাহার অবিপ্রত্যয়ে সে কখন সন্দেহ করিতে পারে নাই—সেই বিচার-বুদ্ধিতে তাহার বিশ্বাস বিচলিত হইল। আর কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল—গৌরীর ভুল কি এমন কঠোর শাস্তিরই উপযুক্ত? তাহার যুক্তিতর্কের ভারকেন্দ্র সরিয়া গেল—সব নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন হইল। যদি সেই ভুল করিয়া থাকে? তবে সে ভুল সংশোধন করিবার সাহস তাহার থাকিবে ত?

যখন সে এইরূপ নানা ভাবনায় বিচলিত হইতেছিল, তখন দিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুশীল টেবলের কাছে চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছিল। দিদি আর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া টেবলের অপর দিকে সুশীলের ঠিক সম্মুখে বসিলেন।

কিছুক্ষণ দুই জনের কেহই কথা কহিলেন না। সুশীলের মনে ভয় হইতে লাগিল—এ স্তব্ধতা ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ। তাহার হৃদয়েও ঝড় বহিতেছিল।

দিদিই প্রথম কথা পাড়িলেন, "এখন তোমার আমার কথা শুনিবার অবসর হইবে কি ?"

সুশীল প্রথমেই নত হইল, "দিদি, তুমি আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা কহিতেছ কেন ?"

সুশীলের কথার কাতরতায় দিদির স্নেহ উথলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তিনি আজ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ় হইয়া বলিলেন, "সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।"

তাহার পর দিদি বলিলেন, "তোমার ব্যবহারে সংসারে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। আমার আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই। সুধীর তাহার সংসারের ভার বুঝিয়া লউক—আমি বিদায় লই।"

"আমি কি করিয়াছি, দিদি ?"

"তুমি কি করিয়াছ! আমার দুই ভাইকে লইয়া আমার বড় গর্ব্ব ছিল। তুমি সে গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছ। বিদ্যায় —শিক্ষা—বুদ্ধিতে যে শ্রদ্ধাভক্তি আমি বাবার কাছে ও স্বামীর

কাছে লাভ করিয়াছিলাম তাহা তোমার ব্যবহারে নষ্ট হইয়াছে। তুমি বিদ্বান্, তুমি বুদ্ধিমান্, তুমি সুশিক্ষিত—কিন্তু তোমার ব্যবহারের বিষয় একবার বিচার করিয়া দেখিয়াছ কি? তুমি তোমার স্ত্রীর—বালিকার একটা সামান্য কথার ত্রুটী ক্ষমা করিতে পার না। যে ভালবাসায় ক্ষমা করিবার যোগ্যতাও নাই—সে ভালবাসা কি ভালবাসা? তুমি তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছ—স্বামী না হইয়া বিচারক হইয়াছ। কিন্তু একবার বুঝিতে পারিয়াছ কি —সে দণ্ড কে ভোগ করিতেছে? সে দণ্ড ভোগ করিতেছ তুমি—আর ভোগ করিতেছেন তোমার মা। তাঁহার অপরাধ—তিনি তোমার মা, তোমার প্রতি তাঁহার স্নেহ বিচারবুদ্ধি বিচলিত বা বিকৃত করিতে পারে না। তুমি আপনার সুখের জন্য এত ব্যস্ত যে, যে মা'র তোমরা ছাড়া স্নেহের অন্য অবলম্বন নাই, সেই মা'কে কাঁদাইতেছ। অথচ যে বুদ্ধির গর্ব্বে তুমি গর্ব্বিত সেই বুদ্ধির দোষে বুঝিতে পারিতেছ না, যাহা তুমি সুখ বলিয়া মনে করিতেছ—তাহা দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নহে; বুঝিতে পারিতেছ না—তুমি মৃগতৃষ্ণিকায় মোহিত হইয়াছ! তুমি আপনার জিদই এত বড় মনে কর যে, সুধীরের বিবাহে উপস্থিত হইবার জন্য আমার অনুরোধও রাখ নাই!"

দিদির চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল—তাঁহার কণ্ঠস্বর বেদনায় কম্পিত হইতেছিল। এদিকে তাঁহার তীব্র তিরস্কারে সুশীলের মস্তক ক্রমে নত হইতেছিল। সে আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না।

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া দিদি বলিলেন, "আমার আক্ষেপ, তোমার স্বভাবের এই পরিচয় আমি পূর্ব্বে পাই নাই। পাইলে, দুর্দ্দশায় পড়িয়া—তোমাদের গলগ্রহ হইয়া—তোমাদের আশ্রয় লইতাম না। তখন বুঝিতে পারি নাই—বাবার সঙ্গে বাপের বাড়ীতে সব অধিকার গিয়াছে, মা'র স্নেহ কন্যাকে সে অধিকার দিতে পারিবে না। তখন মনে করিয়াছিলাম, তোমরা ভাই—আমি ভগিনী, তোমরাই আমার পিতৃহীন পুত্রকন্যার অভিভাবক। তখন স্নেহে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ভুল করিয়াছিলাম। তখন তোমার প্রকৃতি-পরিচয় পাইলে, আমি কখন সুধীরকে তোমার অর্থ সাহায্য লইতে দিতাম না। আজ আমি কেমন করিয়া তাহাকে সেই স্নেহশূন্য—দয়াদত্ত সাহায্যের অপমান হইতে মুক্ত করিব? আমি তাহার মা হইয়া তাহার এই অপমানবেদনার কারণ হইয়াছি। এই দুঃখ যে আমি কিছুই ভুলিতে পারি না!"

সুশীলের মস্তক নত হইয়া টেবলের উপর পড়িল। দিদির কথায় দারুণ বেদনা তাহার স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা—সব নষ্ট করিয়াছিল। প্রবল বাত্যায় সাগরসলিলের মত তাহার হৃদয় তীব্র যাতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সে আর আপনাকে সংযত রাখিতে পারিল না।

সুশীল যখন মুখ তুলিল, তখন তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া—দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে—তাহার মুখভাবে বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দিদিও কাঁদিতেছিলেন।

সুশীল বলিল, "দিদি, আজ ছেলেবেলার এক দিনের কথা আমার মনে পড়িতেছে। আমরা তিন ভাই ভগিনী এক দিন বাবার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বাবা আমাদের লইয়া বাজারে খেলানার দোকানে গিয়াছিলেন। তুমি সকলের বড়। বাবা তোমাকে একটা খেলানা পসন্দ করিতে বলিয়াছিলেন। তুমি বাছিয়া লইয়াছিলে। সেটা মূল্যবান্। তোমার হাত হইতে আমি তাহা দেখিতে লই। আমার হাত হইতে সেটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। বাবা বিরক্ত হইয়া বলেন, আমি সে দিন কোন খেলানা পাইব না; আমার খেলানার বদলে তিনি তোমাকে আর একটা খেলানা কিনিয়া দিবেন। তাহা শুনিয়া তুমি বলিয়াছিলে—'ও ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দেয় নাই। আমার আর খেলানা চাহি না—উহাকে দিউন।' সেদিন যেমন প্রসন্নচিত্তে তুমি তোমার ছোট ভাইটীর অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলে, আজ তেমনই প্রসন্নচিত্তে তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। সে দিন যেমন স্নেহে তুমি আমাকে বাবার রাগ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে আজ তেমনই স্নেহে আমাকে আমার বুদ্ধি-বিবেচনার হাত হইতে রক্ষা কর। তোমার সরল বুদ্ধিতে যে পথ আমার কর্ত্তব্য-পথ বলিয়া বিবেচিত হয়, তোমার ছোট ভাইকে হাতে ধরিয়া সেই পথে লইয়া যাও।"

দিদির স্নেহ উথলিয়া উঠিল। তিনি ফোঁপাইয়া কান্দিতে লাগিলেন।

স্থির হইয়া দিদি বলিলেন, "বাড়ী চল। তোমার গুছাইয়া লইতে যে কয় দিন লাগে, আমি তোমার কাছে থাকিব।"

তাহার পর দিদি বিধাত্রী দেবীকে সংবাদ দিতে গেলেন।

বিধাত্রী দেবী গৌরীকে লিখিলেন, "আমার ফিরিতে কয় দিন বিলম্ব হইবে। কারণ, তোমার হারানিধি কুড়াইয়া পাইয়াছি—অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।"

পর দিন দিদি সুশীলের বাসায় আসিলেন। তিনি জানিতেন, সুশীলের পক্ষে একটা দারুণ মানসিক সংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে এখন তাহার কাছে থাকাই কর্ত্তব্য। সুশীলও ভাবিল, ভালই হইল। মানুষের মনকে সে আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিল না—সব যেন সংশয়ের কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

দিদি বলিলেন, "এখন বাড়ী চল। সকলে বসিয়া বিবেচনা করিব—যদি তোমার এখানে আসাই ভাল বোধ হয়, আবার আসিও। বাসা এমনই থাকুক।"

পাছে তাহার মত পরিবর্ত্তন হয়, সে ভয় দিদির ছিল।

* * * *

সাত দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া বিধাত্রী দেবী গৌরীকে বলিলেন, "দিদিমণি, আমরা দুই বহিনে তোমার পলাতক পাখী ধরিয়া আনিয়াছি। এবার যদি খাঁচার দ্বার খুলিয়া রাখ, তবে কিন্তু আমরা আর ধরিতে পারিব না।"

১১

সুশীলের প্রত্যাবর্ত্তনে গৃহে সকলেরই আনন্দের অবধি রহিল না। কিন্তু সুশীল আপনি সে আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে পারিল না। দিদির তীব্র তিরস্কারে সে যে ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিল সে ভাবের উচ্ছ্বাস স্থায়ী হইতে পারে না। তাহা অপনীত হইতে না হইতে তাহার হৃদয়ে আবার সংশয়ের বালু বিস্তার লক্ষিত হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, ভাল করিলাম ত? যে আগ্রহে সে দিদির বিচারে নির্ভর করিয়াছিল,—সে আগ্রহের অবসানে আবার তাহার তার্কিক বুদ্ধি নানা তর্কের উদ্ভাবন করিতেছিল। সে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। কিন্তু সে যে মা'র প্রতি ও দিদির প্রতি আপনার কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছিল, সে কথা সে বুঝিয়াছিল। তাই সে আপনাকে আপনি বুঝাইতেছিল, সে ফিরিয়া যদি কেবল সেই কর্ত্তব্যচ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে, তবে সেও পরম লাভ; সে কেন সেই লাভেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না? কিন্তু সে শান্তি লাভ করিতে পারিতেছিল না—কেন না, তর্কের শেষ হইতেছিল না।

দীর্ঘ দিন কাটিয়া গেল। রাত্রিকালে সুশীল আপনার পরিচিত শয়নকক্ষে যাইয়া একখানা নূতন আইনের পুস্তক খুলিয়া বসিল। কিন্তু পাঠে তাহার বিদ্রোহী মন আত্মনিয়োগ করিল না। কক্ষের সঙ্গে কত স্মৃতি বিজড়িত! এই কক্ষে শয়ন

করিয়া সে ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখিয়াছে—কল্পনার তুলিকায় কত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে! তাহার মধ্যে সবই কি স্বপ্নমাত্র রহিয়া গিয়াছে? তাহা নহে। কিন্তু যে স্বপ্ন সফল হয় নাই—তাহাই যে অনন্ত বেদনার কারণ। এই কক্ষে সে গৌরীর ভালবাসায় জীবন সুখময় ও সার্থক করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছে! হায়—সে স্বপ্ন! দোষ কি তাহার? সে কথা সে স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তাহার হৃদয়ভরা ভালবাসা তাহাই যে তাহাকে পীড়িত করিতেছিল! সে যে বুঝিতে পারে নাই—গৌরীর উপর তাহার বিরক্তি, বিরক্তি নহে—কেবল অভিমান! তাহার ভালবাসা যে গৌরীর 'অপরাধ' অনেক দিনই মুছিয়া দিয়াছে—তাহার বুদ্ধিই সে আঘাতের চিহ্ন স্থায়ী করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। গৌরী ক্ষমা চাহে নাই। কে বলিতে পারে? ক্ষমা কি কেবল কথা কহিয়া চাহিতে হয়? সে যাজ্ঞা কি নয়নের কাতর দৃষ্টিতে, সেবার আন্তরিকতায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না? বিধাত্রী দেবীকে গৌরী যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহা সুশীলের কাছেই ছিল। এ কয় দিনে সে কতবারই সে পত্র পাঠ করিয়াছে! সে পত্রখানি বাহির করিয়া আবার পাঠ করিল। এই পত্রের ভাবে কি কেহ কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারে? বিধাত্রী দেবী বলিয়াছেন, গৌরীর এই পত্র পাইয়া তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। গৌরী তাঁহার 'আপনার'। কিন্তু গৌরী কি তাহার আরও 'আপনার' নহে? গৌরী কি তাহার প্রেম-সিন্ধুর মন্থনোদ্ভূতা নহে? বিবাহাবধি সে ভবিষ্যতের যত

কল্পনাই করিয়াছে গৌরী যে সে সকলেরই কেন্দ্র ছিল! সে কি তাহাকে কেন্দ্রচ্যুত করিতে পারিয়াছে? পারিলে সে যে শান্তিলাভ করিতে পারিত। দিদি বলিয়াছেন, সে ভালবাসায় ক্ষমা করিবার যোগ্যতাও নাই, সে ভালবাসা ভালবাসাই নহে। তাহার ভালবাসা ত ক্ষমা করিতেই ব্যগ্র। কিন্তু—কিন্তু গৌরী কি ভাবে তাহার ক্ষমা গ্রহণ করিবে? সে কেমন করিয়া গৌরীকে বুঝাইয়া দিবে, সে ক্ষমা করিল?

সুশীল যখন এইরূপ চিন্তায় চঞ্চল হইতেছিল তখন গৌরী কক্ষে প্রবেশ করিল। সেও সারা দিন ভাবিয়াছে—আজ তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু সে ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারে নাই। তবে সে মনকে সান্ত্বনা দিয়াছিল—সুশীল যে ফিরিয়া আসিয়াছে সে-ই তাহার পরম লাভ। সে যে তাহার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছে—সে-ই তাহার পরম সুখ। তাহার ভালবাসা নারীর ভালবাসা। তাহা স্বভাবতঃ সংযমশীল—শান্ত—ভক্তিতে পরিণতি লাভের জন্য ব্যাকুল। সে ভালবাসা শান্ত হইতে অনন্তে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে। গৌরী সেবার ভাব লইয়াই স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার বলিবার কোন কথা সে খুঁজিয়া পাইল না। হৃদয়ের ভাব যখন দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়, তখন সেজন্য কি কথার কোন প্রয়োজন হয়?

সুশীল পুস্তকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই একবার স্বামী-স্ত্রীর চারি চক্ষু মিলিয়াছিল।

গৌরীর নেত্রে যে শান্ত দৃষ্টি সুশীল লক্ষ্য করিয়াছিল পুস্তকের পত্রে সে যেন কেবল তাহাই দেখিতে লাগিল!

গৌরী ধীরপদে সুশীলের দিকে অগ্রসর হইল—তাহার পর নত হইবা তাহার চরণে প্রণাম করিল।

সুশীল ভাবিল, এখন কোন কথা বলা—কুশল জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য নহে কি?

সুশীল তাহার চরণে দুই বিন্দু অশ্রুপাত অনুভব করিল। গৌরী কাঁদিতেছে। যুক্তিতর্কের—সংশয়-সঙ্কোচের সব বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহার রুদ্ধ ভালবাসার প্রবল স্রোত গৌরীর দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল—সে আর তাহার গতি রোধ করিতে পারিল না।

তাহার পর সুশীল তাহার চরণে গৌরীর ওষ্ঠাধরের স্পর্শ অনুভব করিল। স্পর্শ-মণির স্পর্শে লৌহও যেমন স্বর্ণে পরিণত হয় সুশীলের সব সঙ্কোচ তেমনই ভালবাসার প্রাবল্যে পরিণতি লাভ করিল। সে যে তখনও ক্ষমার কথা মনে করিয়াছে—সে যে তখনও অবিচলিত ছিল তাহা মনে করিয়া সে আপনাকে ধিক্কার দিল। ক্ষমা!—যে ভালবাসা আপনাকে সার্থক করিবার জন্য এমন দীনতা স্বীকার করিতে পারে সে ভালবাসা ক্ষমার যোগ্য, না—শ্রদ্ধার যোগ্য? যে ভালবাসা অভিমান পরিহার করিতে পারে—অপমানের আঘাত-বেদনা বিস্মৃত হইতে পারে—সে ভালবাসার তুলনায় তাহার আপনার ভালবাসা কত ম্লান সুশীল মুহূর্ত্তে তাহা বুঝিল। সে দুই বাহু বিস্তৃত করিয়া গৌরীকে

তাহার বক্ষে তুলিয়া লইল—তাহার অশ্রু-প্লাবিত গণ্ডে ও ওষ্ঠাধরে চুম্বন করিল। স্বামীর বাহুপাশবদ্ধা গৌরী কাঁদিল। সে ক্রন্দন সুখের, কি দুঃখের, কি অভিমানের তাহা সে আপনিই বুঝিতে পারিল না।

সাত দিন পরে বিধাত্রী দেবী কাশীতে ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিলেন। তিনি একবার যাত্রাপুরে যাইয়া গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন—তথা হইতে একবার গৌরীপুরেও যাইলেন। সকলকে বলিলেন, "শেষ দেখা।"

যাত্রার দিন মধ্যাহ্নে তিনি সুশীলের গৃহে আসিয়া তাহাকে বলিলেন, "দাদা, আর দেখা হয় কি না সন্দেহ। আমার শেষ উপহার এইবার তোমার হাতে দিয়া যাই।" তিনি যাহা দিলেন—তাহা প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

সুশীল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি?"

"আমার পৈতৃক সম্পত্তির আয় আমার শ্বশুর ও তোমার দাদাশ্বশুর বরাবরই স্বতন্ত্র রাখিতেন। তাহা জমিয়া যে টাকা হইয়াছিল তাহা আলাহিদা তহবিল। আমি কাশীতে যে মন্দির ও সত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছি তাহার ব্যয়ের জন্য সেই তহবিলের লক্ষ টাকা দিলাম— দলিল লিখা হইলে তোমার কাছে পাঠাইব,

তুমি দেখিয়া দিলে দলিল সম্পন্ন করিব। অবশিষ্ট টাকার অর্দ্ধেক রমার, অর্দ্ধেক তোমার। এই তোমার টাকা।"

"এ টাকা লইয়া আমি কি করিব ?"

বিধাত্রী দেবী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কি করিবে, তাহা তোমার ভাবনা। আমি দিয়া ভাবনামুক্ত হইলাম।"

"কিন্তু—"

"না, দাদা, আমি আর কোন কথা শুনিব না। রমায় ও গৌরীতে আমি কোন প্রভেদ করিতে পারিব না।"

গৌরীকে তিনি বলিলেন, "দিদিমণি, এইবার হাসিমুখে ঠাকুরমা'কে বিদায় দাও।" গৌরীর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইতেছিল দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ছিঃ দিদিমণি, কাঁদিতে আছে ? আমি এইবার পরম আনন্দে আনন্দভূমি কাশীতে যাইতেছি। সুশীলকে বলিয়া যাইব, তোমার যখন ইচ্ছা তোমাকে লইয়া আমাকে দেখিতে যাইবে। কিন্তু বুড়ীকে আর মায়ায় জড়াইও না ; আর কাশী ছাড়া করিও না।"

গৌরী বলিল, "কিন্তু তোমাকে আর একবার আসিতে হইবে।"

"ও কামনা আর করিও না। আমি আর আসিব না।"

"রমার বিবাহেও না ?"

"সে উৎসবের মধ্যেও যদি তোমাদের ঠাকুরমা'কে মনে পড়ে, তোমরা আমাকে বৌ দেখাইয়া আনিও।"

ঠাকুরমা'কে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া রমা বলিল, "ঠাকুরমা, তোমার

আসিতে ইচ্ছা না হয়, তুমি আসিও না। কিন্তু আমার যখন ইচ্ছা আমি যাইব—বারণ করিতে পারিবে না। আমাকে সেই অনুমতি দিয়া যাও।"

বিধাত্রী দেবী রমার মস্তক বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমার কাছে তোর আর কোন অনুমতি চাহিবার অপেক্ষা করিতে হইবে না। কিন্তু আমার অনুমতি আর কয় দিন? যখন বৌদিদির অনুমতি লইতে হইবে তখন?"

সমাপ্ত

—গ্রন্থকার প্রণীত নূতন উপন্যাস—

দগ্ধ হৃদয়

মূল্য—দেড় টাকা।

সুখের সব উপকরণ থাকিতে মানুষ কেন দুঃখ পায়; যে শিক্ষায় সংযম-সাধন হয় না সে শিক্ষা কিরূপ ব্যর্থ; অভিমানে মানুষ কিরূপ অন্ধ হয়; ভালবাসা কত সাধনার—তাহাই এই গার্হস্থ্য উপন্যাসে দেখিতে পাইবেন।

১০। অরক্ষণীয়া (৩য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১৫। লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
২০। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
২৩। সুখের ঘর (২য় সংস্করণ)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। রবির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ।
৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।
৩১। নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।
৩২। হিসাব নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।
৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। ইংরেজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ।

ও

কল্যাণী

উপহারের শ্রেষ্ঠ কাব্য। কবি রজনীকান্ত সেনের সাহিত্য সাধনার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ফল। "বাণী" ও "কল্যাণী" রচনাই কবিবরকে অমর করিয়াছে। কবিবরের 'কান্ত পদাবলী' বঙ্গের নরনারীর প্রাণে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। কবি জন্মভূমির দারুণ ব্যথায় কোথাও গাহিয়াছেন,

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই"

আবার কোথাও ভগবদ্ভক্তির গভীর গদ্‌গদ ধ্বনি বাহির হইয়াছে। সিল্কপ্যাড্ বাঁধাই, আর্ট পেপারে, রঙিন ছাপা—মূল্য প্রত্যেক খানি ১৲।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। সতী-সাবিত্রী "শৈব্যা"র অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য পাঠ করিয়া কোনও রমণীই অশ্রুপাত না করিয়া পারিবেন না। প্রত্যেক কুলাঙ্গনারই একখানি লইয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করা উচিত। ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, পত্নী, আত্মীয়স্বজন, সকলকেই বিনা বিচারে সতীমাহাত্ম্য উপহার দিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৌরাণিক কাহিনী ও উপন্যাস। ষষ্ঠ সংস্করণে শৈব্যার সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৩ খানি একবর্ণের ও ৪ খানি বহুবর্ণের চিত্রশোভিত।—আসল সাটিন কাপড়ে—প্যাডে বাঁধাই—ত্রিবর্ণ চিত্র—মণ্ডিত।—মূল্য ১৷৷০।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।